মিণকা

(ঐতিহাসিক নাটক)

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১৯শে মাঘ ১৩২৯ সাল।

শ্রীনিশিকান্ত বসু রায় বি, এল

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ,—শ্রাবণ ১৩৩৩ সাল।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

জননীর

শ্রীচরণে—

প্রথম অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়-রাজ-প্রাসাদ কক্ষ।

অরুণা ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত। কাশ্মীর-পতি ললিতাদিত্য বিপুল বাহিনী নিয়ে কর্ণাট আক্রমণে উদ্যত হ'য়েছেন, তাই বিপন্না রাণী রট্টা গৌড়েশ্বরের নিকট সৈন্য সাহায্য চেয়েছেন। আমি যাচ্ছি মা রাজাদেশে, এই গৌড়-বাহিনীর নায়ক হ'য়ে –

অরুণা। তুমি যাচ্ছ গৌড়-বাহিনীর নায়ক হ'য়ে! আর কুমার বিজয়?

জয়ন্ত। সহকারী স্বরূপে সেও আমার সমভিব্যাহারী হবে।

অরুণা। সে কেন আমার নিকট বিদায় নিতে এল না জয়ন্ত?

জয়ন্ত। তা' ত জানি না মা—

অরুণা। (স্বগত) দারুণ অভিমান তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে—প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে রাজার এই পক্ষপাতিত্ব বজ্রের মত তার বুকে বিঁধছে—হায় হতভাগ্য পুত্র! (প্রকাশ্যে) জয়ন্ত, কর্ণাটে সৈন্য পরিচালনার কার্য্য কি তার দ্বারা সম্ভব হ'ত না,—সে কি এই গৌড়বাহিনীর সেনাপতি হ'বার অযোগ্য?

জয়ন্ত। নিশ্চয় না; তার মত বীর, তার মত যোদ্ধা বর্ত্তমানে গৌড়ে আছে বলে আমি জানি না।—মা, আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দেও—

[illegible] [illegible]) যাকে পালন করেছি, সে ছুটে এসেছে আশীষ ভিখারী হ'য়ে ; আর যাকে গর্ভে ধরেছি সে আজ অভিমান-ছল-ছল নয়নে দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছে--পিতামাতা থাকতেও সে পিতৃমাতৃহীন। না, যথেষ্ট অবিচার করেছি,—আর না,—আর না—

জয়ন্ত। মা, সৈন্যগণ সজ্জিত হ'য়ে পুরদ্বারে আমার প্রতীক্ষা ক'রছে

অরুণা। জয়ন্ত—

জয়ন্ত। মা—

অরুণা। তোমার মায়ের মুখ মনে পড়ে ?

জয়ন্ত। মায়ের মুখ! কেমন ক'রে মনে ক'রব মা!—জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে দেখেছি তোমার ঐ রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি; নয়নে অনন্ত করুণা—হৃদয়ে অজস্র অমৃতধারা—বদনে আশীষের পূত মন্দাকিনী—

অরুণা। তবে শোন জয়ন্ত,—এক মাসের শিশু তুমি, মাতৃহারা—অসহায়—মরণের পথযাত্রী ; আর আমি, কোল থেকে সদ্যপ্রসূত সন্তান ঐ বিজয়কে নামিয়ে রেখে তোমায় বুকে স্থান দিয়েছিলেম,—বিজয়ের জন্মগত অধিকার—বিজয়ের বিধিদত্ত ঐশ্বর্য্য—তার মাতৃস্তন,—তা' হ'তে তা'কে বঞ্চিত করে তোমার মুখে অমৃত তুলে দিয়ে তোমায় মৃত্যুঞ্জয় করেছিলেম—

জয়ন্ত। আজ কেন মা সে কথা! করুণাময়ি, তোমার অনন্ত করুণার এক কণা না পেলে, তোমার জয়ন্তের নাম যে বহুদিন পূর্ব্বে কোন দূর অতীতের বুকে ঘুমিয়ে পড়ত—

অরুণা। শোন জয়ন্ত, বিজয় আজ রিক্ত, বিজয় আজ নিঃস্ব—বিজয় আজ দীন—অতি দীন,—মাতৃঅঙ্ক থেকে বিতাড়িত—পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত! ঐ দেখ অভিমান-ছলছল-নয়নে স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয়কে দুই হাতে

কঠিন পীড়নে শ্বাস-বন্ধ করে, দূরে দাঁড়িয়ে সে আজ কেবল ভাবছে কেউ নেই, তার কেউ নেই! জয়ন্ত—

জয়ন্ত। মা—

অরুণা। আমার প্রতি—আমার পুত্রের প্রতি কি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা নেই,—কোন ঋণ নেই—?

জয়ন্ত। (নতজানু হইয়া) মহিমময়ী জননী, সন্তানকে এ আজ কি পরীক্ষা ক'র্‌ছ! জয়ন্ত কে? মা—মা—জয়ন্ত যে তোমার অফুরন্ত করুণার একটী ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি—

অরুণা। উত্তম, তবে এই গৌড়-বাহিনী পরিচালনার গৌরব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ কর—

জয়ন্ত। সানন্দে এ গৌরব আমি পরিত্যাগ ক'র্‌ছি মা—কিন্তু—

অরুণা। কিন্তু?

জয়ন্ত। এ যে মা রাজাদেশ—

অরুণা। এর জন্য রাজরোষে পতিত হ'লেও নীরবে হাসি মুখে তা তোমার সহ্য ক'র্‌তে হবে—

জয়ন্ত। মা! বেশ মা—তাই ক'র্‌ব।

অরুণা। শপথ ক'র্‌ছ?

জয়ন্ত। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'র্‌ছি মা—ঐ রাতুল চরণ তলে এ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ সব আজ বিসর্জন দিলেম। এইবার করুণাময়ী, এইবার একবার ঐ অশোভন জটীল গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ ক'রে বিশ্বজননীর মত অধরে হাসির অমিয় ছড়িয়ে, নয়নে অফুরন্ত করুণা ঝলিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াও—সেই এক মাসের শিশুকে যে নিবিড় স্নেহে বুকে চেপে ধ'র্‌তে, তেম্‌নি ভাবে একবার আমায় বুকে তুলে নাও—রসনায় অমৃতের শত উৎস ছুটিয়ে একবার আমায় তেম্‌নি ক'রে জয়ন্ত ব'লে ডাক—

অরুণা। (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) এঁ্যা—কি ক'র্‌লেম—জয়ন্ত—জয়ন্ত—এ আমি কি ক'র্‌লেম—কি ক'র্‌লেম পুত্র—

জয়ন্ত। মা—মা—কেন তুমি এত চঞ্চল হ'চ্ছ! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী! তুমি যে আজ তোমার জয়ন্তের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিলে। কুটিল সংসারের মোহাবর্ত্তে প'ড়ে আমি বিপথে চ'লেছিলেম—তুমি আজ আমায় ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছ—আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছ—আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য ক'রেছ।

(ভূপালসেনের প্রবেশ।)

ভূপাল। [illegible]—

জয়ন্ত। আদেশ করুন—

ভূপাল। সজ্জিত বাহিনী পুরদ্বারে সমবেত হ'য়ে রুদ্ধশ্বাসে তোমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে;—আর তুমি এখানে এই অন্তঃপুরে!

জয়ন্ত। খুল্লতাত!

ভূপাল। তারপর?

জয়ন্ত। আমি রাজাদেশ পালনে অক্ষম—

ভূপাল। তার অর্থ?

জয়ন্ত। সেনাপতির গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য—

ভূপাল। না কাশ্মীর-পতির দিগ্বিজয় বার্ত্তা তোর হৃদ্‌কম্প আনয়ন ক'রেছে। অপদার্থ—অধম!—তাই বুঝি রমণীর অঞ্চলাশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিস্—

অরুণা। মহারাজ—

ভূপাল। চুপ কর রাণি। সিংহশাবক ভেবে যে এতদিন একটা শৃগালকে পালন করেছি তা' পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারিনি!—কাপুরুষ! তোর মত ভীরুর স্থান এ প্রাসাদে নেই—বীরপ্রসূ গৌড়ে নেই। যা কুলাঙ্গার,

প্রাণ নিয়ে মৃত্যুর অগম্য কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌গে'—আজ হ'তে তুই গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত—

রাণী। মহারাজ—মহারাজ—কি ক'র্‌ছেন! ওর কোন অপরাধ নেই—

ভূপাল। স্তব্ধ হও রাণী, আমার আদেশ উন্মাদের প্রলাপ নয়। যা কুলাঙ্গার, এই মুহূর্ত্তে দূর হ। [প্রশান্ত নয়নে একবার রাণীর দিকে চাহিয়া ধীরে অথচ দৃঢ় পাদক্ষেপে জয়ন্তের প্রস্থান।

রাণী। এতদিনের আশা আমার—ওঃ—যাক্

অরুণ। কি ক'র্‌লে মহারাজ! নিরপরাধীকে—

রাজা। সার্থক তোমার স্তনদুগ্ধ! একটা বিলাসী—ইন্দ্রিয়াসক্ত;—আর একটা কাপুরুষ—অপদার্থ! [প্রস্থান।

অরুণা। সত্য ব'লেছ স্বামি, সত্যই সার্থক আমার স্তনদুগ্ধ। উল্লাসে মাতৃগর্ব্বে আমার হৃদয় যে আজ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে—এমন মহৎ, উদার, ত্যাগের একাদর্শ ভীষ্মতুল্য জয়ন্ত আমার স্তন দুগ্ধে বর্দ্ধিত—আমার অঙ্কে পালিত। কিন্তু আমি এ কি ক'র্‌লেম! গর্ভজাত সন্তানকে বঞ্চিত করে সুধা পান করিয়ে যাকে মরণের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছি—পুত্রাধিক স্নেহে যাকে এতদিন পালন করেছি—কোন্ অভিশপ্ত মুহূর্ত্তের হেয় দুর্ব্বলতায় আজ আমি তার বুকে কুঠার হানলেম। এক মুহূর্ত্তে ঐ সমুন্নত উদার বীর্য্যদীপ্ত ললাট কলঙ্ক কালিমায় আবৃত হ'য়ে গেল—আর সমস্ত গ্লানির ভার নিঃশব্দে মাথায় তুলে নিয়ে, সে ঐ অনিশ্চিত অন্ধকারের মাঝে ঝাঁপিয়ে প'ড়ল। শুদ্ধ তার প্রশান্ত নয়ন দুটী আমার পানে চেয়ে মুখর হ'য়ে বলে গেল—দেখ, চেয়ে দেখ পাষাণী মা, কেমন ক'রে আমি তোমার স্তনদুগ্ধের ঋণ পরিশোধ ক'র্‌লেম। জয়ন্ত—প্রাণাধিক পুত্র আমার! আজ তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু এই পাষাণী মায়ের বেদনাবিজড়িত উল্লাসভরা হৃদয়ের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ সহস্র মুখে তোমার উপর বর্ষিত হ'বে—অক্ষয় কবচের মত সহস্র বিপদে

আমার পিতামহের সন্তান। কনিষ্ঠ হওয়ায় আমার পিতার সিংহাসন প্রাপ্তির যে অন্তরায় ছিল, তা' জ্যেষ্ঠতাতের অকালমৃত্যুতে দূরীভূত হ'য়েছে। সিংহাসনখানি একটা তুচ্ছ খেলানা নয় মা, যে তোমার একটা কথায় আমি তা ছুঁড়ে ফেলে দেব।

অরুণা। বিজয়! আমার অনুরোধ—কাতর প্রার্থনা—তাকে তোমায় ফিরিয়ে আনতে হবে,—এই গৌড়ের সিংহাসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে হবে—নইলে তোমার পিতা ধর্ম্মে পতিত হবেন—অনন্তকাল তাঁকে নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে। বল পুত্র, এ মহত্ত্ব তুমি দেখাবে—আমার এ অনুরোধ রাখ্‌বে।

বিজয়। (স্বগত) এ কি আব্দার!

অরুণা। বিজয়, নীরব রইলে—আমি তোমার মা—তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধ'রেছি—বল, আমার অনুরোধ রাখবে—বল (বিজয়ের হস্ত ধরিলেন)

বিজয়। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) এ কি অন্যায় অসঙ্গত অনুরোধ তোমার—

অরুণা। তুমি আমার অনুরোধ রাখ্‌বে না?—

বিজয়। প্রাণান্তেও না—

অরুণা। তবে শোন বিজয়—আমার অনুরোধ নয়—কাকুতি নয়—কাতর করুণ প্রার্থনা নয়—আমার আদেশ, কঠোর আদেশ—জয়ন্তকে ফিরিয়ে এনে এই গৌড়-সিংহাসনে তুমি তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বে

(প্রস্থানোদ্যত)

বিজয়। আমার উত্তর শুনে যাও গৌড়েশ্বরী, তোমার আদেশ কখনই পালিত হবে না;—সিংহাসন আমার—আমি তা' গ্রহণ ক'র্‌ব।

অরুণা। সাবধান বিজয়—আমি অভিশাপ দেব—এখনও ভেবে দেখ, মা হ'য়ে আমাকে তোমার অকল্যাণ কামনায় প্রবৃত্ত করিও না।

বিজয়। আমি আর বিলম্ব ক'রতে পারি না—আমায় কর্ণাট যাত্রা ক'রতে হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

অরুণা। বিজয়, আমি তোমার মা—আমার নিকট কি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা নেই—কোন ঋণ নেই—

বিজয়। কিসের কৃতজ্ঞতা—কিসের ঋণ!—না, কিছুমাত্র নেই—

অরুণা। কিছুমাত্রও নেই?

বিজয়। না।

অরুণা। তবে শুনে যাও বিজয়, যে সিংহাসনের জন্য তুমি আমার মর্ম্মে এ কঠিন শেলাঘাত ক'রেছ—সে সিংহাসন তুমি কখনই পাবে না—মুষ্টিগত হ'য়েও তা' তোমার হস্তচ্যুত হবে—প্রতি কার্য্যে প্রতি পদে কাল-ব্যাধির মত লাঞ্ছনা তোমার অঙ্গ ছেয়ে থাক্‌বে—এই আমার অভিশাপ—কঠোর অভিশাপ।

বিজয়। হাঃ—হাঃ—হাঃ— [প্রস্থান।

অরুণা। উপেক্ষা—উপেক্ষা! উত্তম। এই বিজয় আর সেই জয়ন্ত! ওঃ—কি ভ্রম! একটা মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা!—ঈশ্বর—ঈশ্বর—আমার জন্য চির তুষানলের ব্যবস্থা কর— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কর্ণাট-প্রাসাদ—কক্ষ।

রাণী রত্না ও জয়ন্ত।

রত্না। গৌড় থেকে এসেছ?

জয়ন্ত। হাঁ মহারাণী—

রত্না। একাকী?

জয়ন্ত। কর্ণাটেশ্বরীর নিমন্ত্রণ পেয়ে বিপুল সেনাদল গৌড় থেকে

আসছে। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি অস্ত্রব্যবসায়ী, কর্ণাটের সেনাবিভাগে আমি কর্ম্মপ্রার্থী।

রট্টা। তুমি কি কার্য্যের যোগ্য হবে?

জয়ন্ত। মহারাণী পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

রট্টা। তুমি গৌড়বাসী, গৌড়ের সেনাবিভাগে প্রবেশ কর নি কেন?

জয়ন্ত। আমি অযোগ্য বিবেচিত হ'য়েছি।

রট্টা। কেন?

জয়ন্ত। গৌড়েশ্বরের বিশ্বাস, কাশ্মীরপতির দিগ্বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'য়েছে।

রট্টা। এরূপ বিশ্বাস হবার কারণ?

জয়ন্ত। আসন্ন সময়ে গৌড়েশ্বর আমাকে গৌড়বাহিনী পরিচালনা ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন—আমি তাঁর সে আদেশ পালন ক'র্‌তে পারি নি—

রট্টা। কেন?

জয়ন্ত। মায়ের আদেশে।

রট্টা। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—

জয়ন্ত। আমার দুর্ভাগ্য যে এর বেশী আমিও মহারাণীকে বোঝাতে পার্‌ছি না। তবে এই-টুকু আমি ব'ল্‌তে পারি, যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হ'লে মহারাণীর আদেশে কর্ণাটের হিতসাধনে প্রাণ বিসর্জ্জনেও আমি কুণ্ঠিত হব না।

রট্টা। তোমার নাম?

জয়ন্ত। জয়ন্ত।

রট্টা। তুমি গৌড়বাহিনী পরিচালনা ক'র্‌তে আদিষ্ট হ'য়েছিলে?—

জয়ন্ত। হাঁ মহারাণী—

রট্টা। (ক্ষণেক ভাবিয়া) শোন বীর, কর্ণাটের গৌরব-সূর্য্য শূরশ্রেষ্ঠ

আমার পিতৃতুল্য কর্ণাট সেনাপতি আজ মাসাধিক কাল অসহায় কর্ণাটকে আঁধার ক'রে অস্তমিত হ'য়েছেন। শত সমরবিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়ী বাহিনীকে উপেক্ষা ক'রতে সাহসী হ'য়েছিল এই ক্ষুদ্র কর্ণাট, শুদ্ধ তাঁরই শৌর্য্য—তাঁরই পরাক্রমের উপর নির্ভর ক'রে। আজ কর্ণাট-সৈন্য ভগ্নোৎসাহ—নিরুদ্যম। যে ওজস্বিনী উৎসাহবাণীর বজ্রধ্বান মৃতদেহে প্রাণের সাড়া ছুটিয়ে দিত, আজ তা একেবারে নীরব। বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধির উন্মত্ত উর্ম্মিরাজির প্রচণ্ড তাণ্ডবের মাঝে নাবিকহীন তরীর ন্যায় কর্ণাট আজ আন্দোলিত—লক্ষ্যভ্রষ্ট—নিমজ্জমান। পারবে বীর তাকে ফিরিয়ে আ'নতে—কূলে তুলতে?

জয়ন্ত। যদি না পারি মহারাণী, তার সঙ্গে ডুবতে পারব।

ভট্টা। পারবে?

জয়ন্ত। পারব।

ভট্টা। শপথ ক'রছ?

জয়ন্ত। হাঁ মহারাণী, এই তরবারি স্পর্শ ক'রে আমি শপথ ক'রছি।

ভট্টা। এই আকস্মিক বিপৎপাতে আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হ'য়েছে—একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আমায় গ্রাস ক'রেছে। গৌড়বীর, আমি বিচার-বুদ্ধি হারিয়েছি। যদিও তোমায় কখনও দেখিনি—যদিও তোমার কোন পরিচয় পাইনি—নিমজ্জমান ব্যক্তি যে ভাবে একটা তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে—সেইভাবে তোমাকে অবলম্বন ক'রে আমি এই দুস্তর সমর-সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ব। তোমার ঐ বীর্য্যদীপ্ত প্রশস্ত ললাট দেখে আমার তোমাকে বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে—বীরধর্ম্মী, আজ থেকে তুমি কর্ণাটের সেনাপতি —

জয়ন্ত। (নতজানু হইয়া) রাজরাজেশ্বরী, এ আমার মহৎ সম্মান। আমায় বিশ্বাস ক'রবেন কর্ণাটেশ্বরী—আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'রতে প্রাণ দানেও আমি কুণ্ঠিত হব না। (স্বগত) খুল্লতাত—জয়ন্ত শৃগাল কি

সিংহশিশু সে পরিচয় এইবার পাবেন। মা—মা—এই দূর থেকে আমি তোমায় কোটী কোটী প্রণাম ক'রছি—কল্যাণময়ী, তোমার পূত আশীষে আমি দুর্ব্বল ভীরু অপবাদ ক্ষালনের এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। মা—মা—আমার সাধনায় সিদ্ধি দাও—সফলতা দাও। (প্রকাশ্যে) মহারাণী আমি একবার সেনাবাস পরিদর্শন ক'রতে ইচ্ছা করি।

রট্টা। হুকুম।

প্রহরীর প্রবেশ।

কে? কি সংবাদ?

প্রহরী। রাণীমা, গৌড়-সৈন্য নগরে প্রবেশ ক'রেছে—সেনাপতি কর্ণাটেশ্বরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে দ্বারদেশে উপস্থিত।

রট্টা। এঁ্যা, গৌড়-সৈন্য নগরে প্রবেশ ক'রেছে! সসম্মানে সেনাপতিকে এখানে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান।

গৌড়বীর, আজ আমার সমস্ত চিন্তার অবসান হ'ল। তুমি যেন সৌভাগ্যের অগ্রদূত স্বরূপ আজ কর্ণাটে পদার্পণ ক'রেছ।

জয়ন্ত। কে এই গৌড় বাহিনীর নায়ক! বোধ হয় বিজয়—যাক্, সে চিন্তায় আর আমার প্রয়োজন কি! (প্রকাশ্যে) মহারাণী, অনুমতি হ'লে আমি বিদায় হই—

রট্টা। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে পরিচিত হবে না?

জয়ন্ত। পরিচয় কার্য্যক্ষেত্রে হবে মহারাণী, সময় যে সংক্ষেপ।

[প্রস্থান।

বিপরীত দিক হইতে বিজয় ও পিয়ারিলালের প্রবেশ।

রট্টা। এই যে—আপনিই বোধ হয় গৌড়-সেনাপতি—আপনাদের শুভ পদার্পণে আজ আমার ক্ষুদ্র কর্ণাট পবিত্র হ'ল। আমার সমস্ত উদ্বেগ আজ দূরীভূত হ'ল।

বিজয়। আমি বোধ হয় কর্ণাট-সম্রাজ্ঞীর দ্বারা সম্ভাষিত হ'চ্ছি।

রত্না। আপনার অনুমান সত্য।

বিজয়। জান্‌তে পারি কি রাজ্ঞী, যে আমাদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে কর্ণাট কেন এত কার্পণ্য প্রদর্শন ক'রেছে। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাতে কর্ণাটেশ্বরীই গৌড়ের নিকট সাহায্য ভিক্ষা ক'রেছিলেন—গৌড় যেচে কর্ণাটের আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌তে আসেনি।

রত্না। (স্বগত) একি ঔদ্ধত্য! (প্রকাশ্যে) আমি ত্রুটী স্বীকার ক'র্‌ছি সেনাপতি, কর্ণাটের আজ বড় দুর্দ্দিন। মন্ত্রনায় সুদক্ষ, রণপাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় আমার পিতৃতুল্য সেনাপতি আর ইহজগতে নেই। তাঁর আকস্মিক তিরোভাবে আমরা মুহ্যমান।

বিজয়। কেন? মুহ্যমান হবার ত আমি কোন কারণই দেখ্‌ছি না। আমি যখন সসৈন্যে কর্ণাটে পদার্পণ ক'রেছি তখন আর তোমার কোন শঙ্কা নেই। রাণী, তোমার যে মুষ্টিমেয় সৈন্য আছে তাদের আমি আমার গৌড়বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে নেব—তা' হ'লে আর তোমার চিন্তার কোন কারণ থাকবে না—কি বল রাণী?

রত্না। একি অসম্ভ্রমসূচক সম্ভাষণ! এ যে একেবারে অসহ্য! (প্রকাশ্যে) সেনাপতির সৌজন্যে প্রীত হ'লেম, কিন্তু বিপন্ন কর্ণাটকে সাহায্য দান ক'রতে আপনারা যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার ক'রেছেন, তার উপর আমি এই অশিক্ষিত কর্ণাট সেনাদলের নেতৃত্ব আপনার উপর চাপিয়ে আমার ঋণের মাত্রা আর আমি বৃদ্ধি ক'র্‌তে চাই না। সেনাপতি, কর্ণাটের মুষ্টিমেয় সৈন্য পরিচালনা ক'র্‌তে আমি যোগ্য নায়ক পেয়েছি।

বিজয়। না—না—তা' হবে না—উভয় সেনাদল এক নেতৃত্বাধীনে এক যোগে চালিত না ক'র্‌লে রণজয় অসম্ভব। পা'র্‌বে কি তোমার সেই যোগ্য নায়ক আমার দশ সহস্র সৈন্য পরিচালনা ক'র্‌তে? দশ সহস্র সৈন্যের মিলিত নিঃশ্বাসে সে শুধু গগনপথে ব্যোমযানের ন্যায় উড়্‌তে থাক্‌বে!

আর পা'র্‌লেও আমরা তাতে স্বীকৃত হব কেন! আমি তোমায় স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি রাণী, যদি তোমার সৈনাদল আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে তুমি অসম্মত হও তবে গৌড়ের নিকট তুমি কোন সাহায্যই পাবে না।

রট্টা। (স্বগত) কেন পরের উপর নির্ভর ক'রে ললিতাদিত্যকে সমরে আহ্বান ক'রেছিলেম! গৌড়ের নিকট কেন সাহায্য ভিক্ষা ক'রেছিলেম!

বিজয়। শোন রাণী—এই কর্ণাটের অধীশ্বরী হ'লেও, যেহেতু তুমি রমণী, যতদিন আমি কর্ণাটে থাকব ততদিন আমার ইচ্ছাই এখানে প্রবল হবে

রট্টা। (স্বগত) পরাজয়ের অপমান কি এ লাঞ্ছনার চেয়ে বেশী তিক্ত, বেশী তীব্র!

বিজয়। কি—নীরব রইলে যে! উত্তর দাও। তোমাকে আরও স্পষ্ট জানাচ্ছি, নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে যদি তুমি আমাদের অপমান কর—তবে আমরা তোমাকে শত্রুজ্ঞান ক'রব। আমরাও কাশ্মীরের সঙ্গে যোগ দেব। কি বল পিয়ারীলাল? কি হে, একেবারে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলে যে—

পিয়ারী। (জনান্তিকে) দেখে শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে—এত রূপ! নাঃ, কর্ণাট বাসোপযোগী বটে। এখানে একটা উপনিবেশ স্থাপন ক'র্‌তে হবে।

বিজয়। (জনান্তিকে) কেন—কেন—হঠাৎ কর্ণাটের উপর এতটা আকর্ষণ হ'ল যে—

পিয়ারী। (জনান্তিকে) এমন আন্‌কোরা চুম্বক সাম্‌নে রয়েছে, আকর্ষণ ত আকর্ষণ, একেবারে মাধ্যাকর্ষণ হয়ে যাচ্ছে যে—

বিজয়। (জনান্তিকে) কেমন দেখ্‌ছ?

পিয়ারী। (জনান্তিকে) হলপ্‌ ক'রে বল্‌তে পারি এমন খাঁটী মাণিক তোমার গৌড়ের দৌলতখানায় একখানিও নেই। ঐ বেণীটা পেলে আমি দশবার গলায় দড়ি দিয়ে ভূত হ'তে রাজী আছি। আর ঐ ঢল্‌ঢলে

মুখখানার যা বাহার— আহাহা—সখা—এ রত্ন যদি ছেড়ে যাও তবে আমি তোমায় দস্তুর মত অভিশাপ দেব।

বিজয়। (জনান্তিকে) ছেড়ে যাবার জন্য কি কর্ণাট-সৈন্য হাতে এনে রাণীকে মুঠোর ভিতর আন্‌ছি! নিশ্চিন্ত হও সখা, ঐ রূপসাগরে প্রাণভ'রে সাঁতার না কেটে বিজয় দেশে ফির্‌ছে না—

পিয়ারী। (জনান্তিকে) জিতারহ ভাই—তোমার বাড় বাড়ন্ত হোক্—ধনে পুত্রে লক্ষীবন্ত হও—একেই ত বলে রাজবুদ্ধি!

রট্টা। (স্বগত) কি জঘন্য কুৎসিত দৃষ্টি এদের—এরা যেন কি একটা মতলব আঁট্‌ছে। না, আর এদের সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই—আমি কাশ্মীরের সঙ্গে সন্ধি ক'রব। (প্রকাশ্যে) সেনাপতি, আপনারা গৌড়ে ফিরে যান্—আমি মতের পরিবর্ত্তন ক'রেছি—আমি কাশ্মীরের সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌ব।

পিয়ারী। (জনান্তিকে) ও সখা, সব যে ফস্‌কে যায়! ছুঁড়ী বলে কি! হায় হায় হায়—আমার যে গালেমুখে চড়াতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে!

বিজয়। (জনান্তিকে) কিছু ভেব না পিয়ারীলাল—রাণী মত বদ্‌লেছে, আমি ত মত বদলাইনি! এখনই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। (প্রকাশ্যে) বুঝেছি রাণী, কিন্তু আর তা হয় না এখন। এমন গুরুতর বিষয়ে যে মত এত সহসা পরিবর্ত্তিত হয়, সে মতের কোনই মূল্য নেই। বিশেষ তুমি রমণী—নিজের শুভাশুভ নির্ণয়ে অক্ষম। এই বিপদের মাঝে আমরা যদি তোমাকে ফেলে যাই—আমাদের কলঙ্ক হবে—আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। যাক, আমাদের বাসস্থানের কি ব্যবস্থা ক'রেছ?

রট্টা। সেনাবাস—

বিজয়। সে ত' সৈন্যদের জন্য।

রট্টা। সেনাপতিও সৈন্যদের পার্শ্বে স্থান নেবেন।

বিজয়। জান রাণী, আমি কে?

পিয়ারী। রাণী-ঠাকরুণ! ইনি যে সে লোক নন—এই আমাদের ভাবী সম্রাট কুমার বিজয় সেন।

রট্টা। (স্বগত) এই গৌড়ের ভাবী অধীশ্বর! কুমারের এমন ইতরজনোচিত ব্যবহার!

পিয়ারী। (জনান্তিকে) সখা, রাণীর পাশে থাকা চাই—সকালে বিকেলে ত মুখখানা দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করা যাবে। (প্রকাশ্যে) রেগে আর কি হবে সখা; রাণী অবলা—না জেনে একটা ভুল ক'রে ব'সেছেন। তুমি না হয় সেরে সুরে নাও।

বিজয়। প্রাসাদেই আমি আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রলেম। সৈন্যেরা অবশ্য সেনাবাসেই থা'কবে। আমি শ্রান্ত—রাণী! সময়ান্তরে আমার সঙ্গে দেখা ক'র! এস পিয়ারীলাল—

[পিয়ারীলালের সহিত প্রস্থান।

রট্টা। এক বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য স্বেচ্ছায় এ আবার কি নূতন বিপদ সৃষ্টি ক'রলেম! এই গৌড়ের ভাবী সম্রাট! এর ইতর-জনোচিত ব্যবহার—এর অসম্ভ্রমসূচক দৃষ্টি—হেয় জঘন্য কথাবার্ত্তা আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। নিজের রাজ্যে—নিজের গৃহে আজ আমি পরের মুখাপেক্ষী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কর্ণাট-সেনাপতি মহারাণীর দর্শনপ্রার্থী।

রট্টা। কর্ণাট-সেনাপতি! এখানেই আহ্বান কর। [প্রহরীর প্রস্থান। আর কর্ণাট-সেনাপতি!

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। বিশেষ প্রয়োজনে এ অসময়ে মহারাণীর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি—প্রয়োজন গুরুতর বলেই সাহসী হয়েছি। সেনাবাস

পরিদর্শন ক'রে যে কয়েকটী সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় ব'লে আমার মনে হয়েছে তাই—

রট্টা। আর সংস্কারের প্রয়োজন হবে না গৌড়বীর—কর্ণাট-সৈন্যের উপর আর আমার কোন আধিপত্য নেই—তারা এখন গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাধীন।

জয়ন্ত। তার অর্থ মহারাণী?

রট্টা। কর্ণাট-সৈন্য গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাধীন ক'রে না দিলে তিনি কাশ্মীর-পতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রবেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রেছেন। বাধ্য হ'য়ে তাঁরই প্রস্তাবে আমার সম্মত হ'তে হয়েছে!

জয়ন্ত। কে এই গৌড়সেনাপতি?

রট্টা। শুনলেম গৌড়ের ভাবী-সম্রাট—

জয়ন্ত। বিজয়! আমিও এইরূপ অনুমান ক'রেছিলেম। মহারাণী, আমি কি ক'রব?

রট্টা। যা তোমার অভিরুচি।

জয়ন্ত। আমি ত গৌড়সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হ'তে পা'রব না। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতেও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে না। আপনি বাস্তবিকই বিপন্না। মহারাণী, আপনার এই প্রাসাদের ক্ষুদ্র এক অন্ধকার কোণে আপনার এই দীন ভৃত্যের জন্য কি একটু স্থান হবে না! রণস্থলে একজন দেহরক্ষীরও ত প্রয়োজন হবে—

রট্টা। এ কথার উত্তর আর আমার দেবার অধিকার নেই।

জয়ন্ত। কেন কর্ণাটেশ্বরী?

রট্টা। নিজের গৃহে নিজের রাজ্যে আজ আমি পরমুখাপেক্ষী—পরের আজ্ঞাবহ। কুক্ষণে কাশ্মীরকে সমরে আহ্বান করেছি—কুক্ষণে গৌড়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছি! আমা অপেক্ষা লক্ষগুণ

শক্তিশালী নৃপতিবৃন্দ যাঁর পরাক্রমের নিকট মাথা হেঁট করেছেন—আমার দুর্মতি হ'য়েছিল গৌড়-বীর, তাই আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে তাঁর সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছি। শাস্তি—এ তার উপযুক্ত শাস্তি!

জয়ন্ত। মহারাণী আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—

রট্টা। গৌড়সৈন্যের বাসস্থান আমি কর্ণাট-সেনাবাসেই নির্দেশ ক'রেছিলেম, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেনাপতি প্রাসাদেই বাস ক'র্‌বেন জানিয়েছেন। আমি আর এ রাজ্যের কেউ নই—মাত্র গৌড়-সেনাপতির আজ্ঞাবহ। গৌড়বীর! আমি কি তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি—বল, তুমি আমার নিকট বিশ্বাসঘাতক হবে না—

জয়ন্ত। মা, ছেলে যদি মায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে এই মুহূর্ত্তে ঐ সূর্য্য আকাশ থেকে খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌বে যে!

রট্টা। কে তুমি দেবতা, মাতৃ সম্বোধনে আমার হৃদয় থেকে মুহূর্ত্তে সমস্ত চিন্তা সমস্ত উদ্বেগ দূরীভূত ক'র্‌লে—

জয়ন্ত। গৃহহীন আশ্রয়হীন আপনার করুণার দ্বারে ভিখারী এক হতভাগ্য গৌড়বাসী। আমার মাথায় সমস্ত ভাবনা তুলে দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করুন মহারাণী।

রট্টা। বিপদ আমার একটা নয়। কাশ্মীরপতিকে সমরে আহ্বান ক'রে আমি আমার প্রকৃতি-পুঞ্জেরও বিরাগভাজন হ'য়েছি।

জয়ন্ত। যাও মা, বিশ্রাম গ্রহণ করগে'।

রট্টা। শোন বীর, আমার জন্য কোন চিন্তা ক'র না—অবলা হ'লেও আমি কর্ণাটেশ্বরী। আমার সম্ভ্রম, আমার মর্য্যাদা আমি রাখ্‌তে জানি—রাখ্‌তে পার্‌ব। কিন্তু এই কর্ণাটের স্বাধীনতা আমার দুর্ব্বল হস্তে যেন চিরদিনের জন্য লুপ্ত না হয়। ঐ কর্ণাট-সিংহাসনের প্রতি অণুর সঙ্গে আমার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত-

এই কর্ণাট শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যন্ত আমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষের গৌরবগীতিতে মুখরিত—তাঁদের মহিমার পতাকা বুকে করে ঐ দেখ বাবা, আজও এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য কেমন হাস্যোজ্জ্বল—কেমন সুন্দর! গৌড়বীর, পার যদি কর্ণাটকে রক্ষা কর—আমার পিতৃপুরুষের পবিত্র স্মৃতি কর্ণাটের বুকে অমর কর—আমায় মাতৃসম্বোধন করেছ, পার যদি কর্ণাটেশ্বরীর মুখ রক্ষা কর। [প্রস্থান।

জয়ন্ত। মা—মা—আর একবার তোমার অভয় হস্ত আমার চোখের সম্মুখে সত্য হ'য়ে ভেসে উঠুক—আর একবার তোমার কল্যাণবাণী বজ্রস্বরে আমার কর্ণে ধ্বনিত হ'ক। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণাট-প্রাসাদ—কক্ষ।

বিজয় ও পিয়ারীলাল মদ্যপান করিতেছেন।

নর্ত্তকীগণ গীত গাহিতেছে।

গীত।

সুমুখে চেওনা, পশ্চাতে ফিরো না,
বেয়ে যাও—শুধু বেয়ে যাও।
প্রলয় বান, খর তুফান
ভেবনা, চেওনা—তরী ভাসাও—
বেয়ে যাও—শুধু বেয়ে যাও।
কাঁদিয়ে বিশ্ব চরণে লুটায়,
ভেঙ্গে গলে যায়, তোমার কি তায়
ভাবনা কান্না,—কিছু না কিছু না—
শুধু নাচো আর শুধু গাও—
চালাও—জোরে ক্ষেপণী চালাও।

বিজয়। ললিতাদিত্য এসে পড়েছে—শিবির স্থাপন করেছে হয়ত কাল প্রভাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে। কই পিয়ারীলাল, রাণী ত এখনও এল না—

পিয়ারী। তাইত।

বিজয়। আজ যে আমার তাকে চাই-ই চাই। কে জানে কাল কে প্র জীবিত থাকবে!—রাণীর স্বর্গীয় রূপ-সুধা প্রাণ ভ'রে পান না করে মরলে যে আমার জীবনের কাম্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তুমি যাও এ পিয়ারীলাল, প্রাণেশ্বরীকে নিয়ে এস।—কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে —এর মধ্যে আমার একটা জীবনের রূপ তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত ক'রতে হবে— যাও পিয়ারীলাল—

পিয়ারী। আমি ত কতবার গিয়েছি—কতবার ডেকেছি—

বিজয়। আবার যাও—তাকে বল, যে আমি তার জন্য সুদূর গৌড় থেকে এই কর্ণাটে ছুটে এসেছি, আর সে কয়েক দণ্ডের জন্য আমার এই আনন্দ উৎসবে যোগ দেবে না!

পিয়ারী। যাওয়া বৃথা—তোমার রাণী নেহাৎ নিরিমিষি—এত চোরা চাহনি মারলেম—ত্রিভঙ্গিম ঠামে বাঁকা হ'য়ে দাঁড়ালেম—মিহি গলায় মিষ্টি মিষ্টি ক'রে কথা কইলেম—কোথায় প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার মত আলু থালু বেশে, আলু থালু কেশে ছুটে আসবে—না, একেবারে খাঁচায় পোরা কেউটের মত ফোঁস ফোঁস ক'রতে লাগল—সখা, ও রাণীর আশা ত্যাগ কর।

বিজয়। কি, রাণীর আশা ত্যাগ ক'রব! আচ্ছা—পিয়ারীলাল—

পিয়ারী। হুকুম—

বিজয়। চালাও—

পিয়ারী। এ ত অহোরাত্রই চ'লছে—এই নাও—(মদ্যদান)

বিজয়। (পান করিয়া) ব্যস্—আমি চ'ললেম রাণীকে আনতে রাণীকে চাই—প্রাণেশ্বরী রত্নাকে চাই, নইলে জীবন বিফল—ব্যর্থ!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

নর্ত্তকী। আমরা এখন কি ক'রব?

পিয়ারী। ঘাড়ে ক'রে আমায় বিছানায় তুলে দিয়ে আস্‌বি—পা ানা কি বেল্লিক—একটু সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না—যেন বার বছর য়োপবেশনে আছেন।

১ম নর্ত্তকী। তাহলে এস ভাই—তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমরা কটু ছুটি পাব। [সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

রাণী রট্টার শয়ন-কক্ষ।

রট্টা নিদ্রিতা।

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। রাণী—প্রাণেশ্বরী—এ কি তুমি ঘুমুচ্ছ! রাণী রাণী ক'রে ামার বুকখানা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে—আর তুমি অকাতরে নিদ্রার কালে গা ঢেলে দিয়ে পড়ে আছ! এই কি তোমার প্রেম! মরি—মরি ক সুন্দর! বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে আমার রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ ়রবার জন্যই কি তুমি সংসারে এসেছ!—ঐ রক্তিম অধরে—

রট্টা। কে—কে—কে তুমি আমার শয়নকক্ষে?

বিজয়। ভয় পেও না রাণী। আমি—

রট্টা। এ কি! গৌড়-সেনাপতি—আপনি—এ সময়ে আমার শয়ন-কক্ষে। কাশ্মীরপতি কি নগরী আক্রমণ করেছেন?

বিজয়। না রাণী—তুচ্ছ কাশ্মীরপতির আক্রমণের জন্য তোমায় ও সুখ নিদ্রা থেকে জাগাবার কোন প্রয়োজন ছিল না—তার জন্য ত আমিই জেগে রয়েছি।

রট্টা। তবে? একি—আপনি অমন টল্‌ছেন কেন? আপনি যে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ছেন না—বসুন না ঐ আসনে।

বিজয়। না—না—ব'স্‌বার সময় নেই—সুসময় বয়ে যাচ্ছে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জীবনটাকে সার্থক ক'র্‌তে হবে যে—চল রাণী—

রট্টা। কোথায় ?

বিজয়। তোমার বিহনে আমার উৎসব আয়োজন সব মলিন হ'য়ে গিয়েছে—চল রাণী—আমার উৎসবে যোগ দিয়ে তাকে প্রাণময়—সঙ্গীতময় হাস্যোজ্জ্বল ক'রে দেবে—

রট্টা। হুঁ—গৌড়সেনাপতি, আপনি সুরাপান করেছেন—বিশ্রাম করুন গে'।

বিজয়। তুমি হাত ধরে নিয়ে চল প্রাণেশ্বরী—

রট্টা। স্তব্ধ হও—অসমসাহস—

বিজয়। বাঃ রাণী বাঃ—ক্রোধের উচ্ছ্বাসে সহস্র গোলাপ ঐ রাঙ্গা কপোলে মুহূর্ত্তে বিকসিত হ'য়ে উঠল—এ যে আমায় উন্মাদ ক'রে দিচ্ছে—রট্টা—প্রাণেশ্বরী—এস ছুটে এস—আমার বাহু পাশে ধরা দাও—

রট্টা। গৌড়-সেনাপতি, যাও, এই মুহূর্ত্তে আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে এ কক্ষ ত্যাগ কর—প্রহরীনী—

(প্রহরীনীর প্রবেশ)

কেন এই সুরাপানোন্মত্ত পশুকে এ কক্ষে প্রবেশ ক'র্‌তে দিয়েছিস ?

বিজয়। ওকে কেন বৃথা তিরস্কার ক'রছ রাণী—তোমার এ কর্ণাটে এ স্পর্দ্ধা কার আছে যে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে ?

রট্টা। জান সেনাপতি, যে আমি এই কর্ণাটের অধিশ্বরী—

বিজয়। হাঁ, কর্ণাটবাসীর অধিশ্বরী কিন্তু আমার কৃপা ভিখারিনী—

রট্টা। (প্রহরীনীকে) এই মুহূর্ত্তে এই মাতালটাকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দে।

বিজয়। রাণী—

রত্না। শুদ্ধ তাই নয়, তাকে আমার আদেশ জানিয়ে দে যে এই মুহূর্ত্তে তারা কর্ণাট পরিত্যাগ করে চলে যাক—

বিজয়। যদি তারা না যায়—

রত্না। তাদের দূরীভূত করা হবে—

বিজয়। জান্‌তে পারি কি মহিমাময়ী রাজ্ঞী, কোথায় তোমার সে শক্তি যা দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত ক'র্‌বে। তুমি বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছ, যে তোমার কর্ণাট-বাহিনী পর্য্যন্ত আজ আমার আয়ত্তা-ধীন—তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ, যে কাশ্মীরের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ ক'রে তুমি তোমার প্রকৃতিপুঞ্জেরও বিরাগভাজন হয়েছ।

(রত্না নীরব রহিলেন—বিজয় বলিতে লাগিলেন।)

জান শক্তিময়ী সম্রাজ্ঞী, যে আমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এই মুহূর্ত্তে তোমাকে এই সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে সেখানে তোমার ঐ হীনা প্রহরীনীকে বসাতে পারি। জান দাম্ভিকা রমণী, যে আমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এখনই তোমাকে তোমার প্রাসাদ থেকে—তোমার শয্যা থেকে ধরে নিয়ে আমার প্রমোদকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে পারি—এ ক্ষমতা আমার আছে—আর আমি ক'র্‌বও তাই—বুঝেছ নারী, আমি ক'র্‌বও তাই—(প্রহরীনীকে) যা, এখান থেকে দূর হ'—

রত্না। না দাঁড়িয়ে থাক—

বিজয়। যা—(সভয়ে প্রহরীনীর প্রস্থান) এইবার বুঝেছ রাণী, আজ কোথায় এসে তুমি দাঁড়িয়েছ --

রত্না। প্রহরীনী—প্রহরীনী—

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ডাক—ডাক—আরও উচ্চৈঃস্বরে গগন বিদীর্ণ করে ডাক—কিন্তু কেউ সাড়া দেবে না—কারও এ স্পর্দ্ধা—এ দুঃসাহস হবে না যে আমার আদেশ অমান্য ক'র্‌বে—

ললিতাদিত্য।

রট্টা। তাইত! প্রহরীনী এল না—সাড়াটা পর্য্যন্ত দিল

ষড়যন্ত্র—ভীষণ ষড়যন্ত্র—

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এখন বুঝ্‌তে পেরেছ—এস নারী—এ

আমার প্রমোদকুঞ্জে—

রট্টা। তবে কি এ কর্ণাটে আমার এমন কেউ নেই যে এই

শয়তানকে এখান থেকে বের ক'রে দিতে পারে—

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। বেরিয়ে যাও—যাও—

বিজয়। কে তুই বর্ব্বর? একি—একি! জয়ন্ত—জয়ন্ত!

জয়ন্ত। হাঁ জয়ন্ত;—বেরিয়ে যাও—

বিজয়। তুমি এখানে!

জয়ন্ত। হাঁ আমি এখানে। বিজয়, এই মুহূর্ত্তে এ কক্ষ ত্যাগ কর—

বিজয়। তোমার আদেশে!

জয়ন্ত। হাঁ আমার আদেশে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌লে আমি পদাঘাতে তোমায় দূর ক'র্‌ব। গৌড়ের ভাবী অধীশ্বর তুমি—খুব কীর্ত্তি রাখ্‌লে! যাও—

বিজয়। উত্তম। [প্রস্থান।

জয়ন্ত। মা—

রট্টা। জয়ন্ত, তুমি কে!

জয়ন্ত। আপনার আশ্রিত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। মা, আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে যে দুরাত্মা এখনই সসৈন্যে এই প্রাসাদ আক্রমণ ক'র্‌বে। আমি একাকী ত আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না—

রট্টা। এখন উপায়?

জয়ন্ত। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে আমার সঙ্গে আসুন—

রট্টা। কোথায়?

জয়ন্ত। কোথায় তা জানি না—

আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করাও নিরাপদ নয়।

না মা, দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে আয়।

রট্টা। ওঃ—চল।

চতুর্থ দৃশ্য।

সম্রাট ললিতাদিত্যের শিবির—কক্ষ।

ললিতাদিত্য ও জয়াপীড়।

ললিত। গৌড় কর্ণাটের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

জয়া। হাঁ সম্রাট।

ললিত। উত্তম। গৌড়ের জন্য আর পৃথক সমরায়োজন আবশ্যক হবে না। এক যুদ্ধে কর্ণাট ও গৌড় দুই শক্তি কাশ্মীরের পরাক্রমের পরিচয় পাবে। ভারতের সমস্ত শক্তিগুলি সম্মিলিত হ'য়ে এক যোগে যদি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন ক'রত, তাহলে আমার কার্য্য আরও সহজ আরও সংক্ষেপ হ'ত। কি আশ্চর্য্য জয়াপীড়, দুটী বৎসর কেটে গেল, অথচ আজও আমরা সমগ্র ভারত জয় ক'রতে পারলেম না। মাত্র তার পশ্চিমার্দ্ধ কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন করেছে! মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান জয়াপীড়?—

জয়া। কি সম্রাট?

ললিত। আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়ত এই সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ জীবন আমার পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ ক'রতে দেবে না। ক্ষুদ্র একটী [illegible] দিয়ে অসীম অনন্ত কর্ম্ম-সমুদ্রে মানবকে ছেড়ে দেওয়া সৃষ্টি [illegible] একটী মহাভ্রম।

ললিতাদিত্য।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। কর্ণাট-রাজ্ঞী সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থী—

ললিত। কে ?

প্রহরী। কর্ণাট-রাজ্ঞী।

ললিত। কর্ণাটরাজ্ঞী!—সে কি! হুঁ—বুঝেছি—কয়েকটী দিন আমার বৃথা নষ্ট হ'ল, শুদ্ধ এই দাম্ভিকা রাণীর নিস্ফল আস্ফালনে যাক, আস্তে বল—

চম্পা। সসম্ভ্রমে নিয়ে এস। বাবা, তিনিও তোমার মত একটা রাজ্যের অধিশ্বরী—

ললিত। তা সত্য। কিন্তু এই রাণী সমরে আহ্বান করে আমার যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসে আজ তা একেবারে হারিয়েছেন। উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এস— (প্রহরীর প্রস্থান।

চম্পা। সন্ধির প্রস্তাব নিয়েই যে রাণী এসেছেন, এ ধারণা তোমার কিসে হ'ল বাবা—

ললিত। তা ভিন্ন তাঁর এখানে আসবার আর কি কারণ থাকতে পারে। আমার সৈন্য যে এতক্ষণ সজ্জিত হয়েছে—এই যে—

(রাণী রট্টা ও জয়ন্তের প্রবেশ।)

(স্বগত) এই রাণী! এ অলৌকিক রূপরাশি যে কল্পনার অতীত (প্রকাশ্যে) তারপর কর্ণাটেশ্বরী, আগমনের কারণ ব্যক্ত করে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

রট্টা। সম্রাট, আমি বড় বিপন্ন—

ললিত। অর্থাৎ সন্ধি—এই ত ?

রট্টা। না সম্রাট—

ললিত। তবে ?

রট্টা। আমি সম্রাটের আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌ছি—

ললিত। কি রকম?

রট্টা। গৌড়ের নিকট আমি সৈন্য সাহায্য চেয়েছিলাম—

ললিত। গৌড় দশ সহস্র সৈন্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করেছে।

রট্টা। না সম্রাট, সে দশ সহস্র সৈন্য আমাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে—

ললিত। বটে!

রট্টা। গৌড়-সেনাপতি আমার সিংহাসন গ্রাস করেছে—আমার রাজ্যে আজ আমি বন্দিনী। তাই আমি সম্রাটের শরণাপন্ন হয়েছি।

ললিত। নিজের শক্তিতে আপনি কেন তাদের প্রতিরোধ করেন নি?

রট্টা। কর্ণাটে পদার্পণ করেই কর্ণাট-সেনাদলকে তিনি তার আজ্ঞাধীন করে নিয়েছেন।

ললিত। চতুর এই গৌড় সেনাপতি।

চম্পা। আপনার সেনাদল গৌড়ের এ দুর্ব্যবহারের কথা শুন্‌লে কি আবার আপনার দিকে ফিরে দাঁড়াবে না—

রট্টা। তাদের সাহস হচ্ছে না সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌তে—

ললিত। আপনার অভিপ্রায় কি?

রট্টা। সম্রাটের সাহায্যে গৌড়-সৈন্য দূরীভূত ক'রে আমি কর্ণাটে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'তে ইচ্ছা করি—তারপর—

ললিত। তারপর?

রট্টা। আমি সম্রাটকে সমরে আহ্বান করেছি, তারপর কর্ণাটের সঙ্গে কাশ্মীরের শক্তিপরীক্ষা হবে—

ললিত। তা'হ'লে আমার গৌড়-বাহিনীকে আক্রমণ ক'র্‌তে হবে?

রট্টা। সম্রাটের অনুগ্রহ।

ললিত। আপনার সঙ্গে দেখ্‌ছি—ইনি কে?

জয়ন্ত। আমি একজন গৌড়বাসী—বর্ত্তমানে কর্ণাটেশ্বরীর আজ্ঞাবহ

ললিতাদিত্য।

ললিত। গৌড় বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে অথচ আপনার সঙ্গে আপনার রক্ষী একজন গৌড়বাসী একি প্রহেলিকা রাজ্ঞী?

জয়ন্ত। সম্রাটের সন্দেহের কোন কারণ নেই। বর্ত্তমানে গৌড়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—

ললিত। কারণ?

জয়ন্ত। আমি গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত।

ললিত। কি অপরাধে?

জয়ন্ত। বীরপ্রসু গৌড়বাসের অযোগ্য আমি—এই জন্য।

ললিত। এই জন্য! দেখা যাবে গৌড়বাসের যোগ্য হ'তে কতটা বীরত্বের প্রয়োজন।

(জয়াপীড়ের প্রবেশ।)

জয়া। সৈন্য সজ্জিত সম্রাট—

ললিত। উত্তম। গৌড়-সেনাপতিকে জীবিত বন্দী ক'র্বে—

জয়া। আর কর্ণাটেশ্বরীকে?

ললিত। কর্ণাটেশ্বরী তোমার সম্মুখে।

জয়া। আমার সম্মুখে!

ললিত। ঐ দাঁড়িয়ে—গৌড়-সেনাপতি এঁকে সাহায্য ক'র্তে এসে সিংহাসনচ্যুত করেছে। আমরা রাজ্ঞীকে পুনরায় কর্ণাটে প্রতিষ্ঠিত ক'র্ব। বুঝ্লে?

জয়া। হাঁ সম্রাট।

ললিত। যুবক, আজ তোমার পরীক্ষা। জয়াপীড়, একে সঙ্গে নাও, প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ দেবে। (জনান্তিকে নিম্নস্বরে) এই যুবকের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখ্বে। [জয়ন্ত ও জয়াপীড়ের [প্রস্থান।

চম্পা। (স্বগত) বীরপ্রসূ গৌড়বাসের অযোগ্য ইনি—যাঁর তেজঃপুঞ্জ কান্তির প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে বীরত্বের আভাস পাওয়া যায়। নিশ্চয় গৌড়েশ্বরের মতিভ্রম হয়েছে।

ললিত। আপনি কি ক'র্‌বেন রাণী ?—

রট্টা। অনুমতি হ'লে রণক্ষেত্রে সম্রাটের সমভিব্যাহারী হব

ললিত। উত্তম, চম্পা রাজ্ঞীকে রণসাজে সাজিয়ে দাও—শিবিরদ্বারে আমি আপনার প্রতীক্ষা ক'র্‌ব কর্ণাটেশ্বরী।

রট্টা। এ বিপন্না রমণী এ জীবনে সম্রাটের করুণা ভুল্‌বে না—

চম্পা। আসুন রাণী—(রট্টাকে লইয়া চম্পার প্রস্থান)

ললিত। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত যার নিকট মূল্যবান, আজ সেই পৃথিবী-বিজয়কামী সম্রাট ললিতাদিত্য এক রমণীর প্রতীক্ষায় শিবির দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে !—এ কি পরিবর্ত্তন ! (প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

বিজয় ও পিয়ারীলাল।

বিজয়। কি প্রচণ্ড আক্রমণ এই সম্রাট ললিতাদিত্যের ! প্রাণপণ চেষ্টায়ও যে আমি আমার ছত্রভঙ্গ সেনাদলকে স্থির রাখ্‌তে পার্‌ছি না ! এ বিশৃঙ্খলার পরিণাম যে নিশ্চিত পরাজয়।

পিয়ারী। আর সেই সঙ্গে মৃত্যু—সেটা বাদ দিচ্ছ কেন সখা ? না, যুদ্ধটা দেখছি অতি ছ্যাঁচড়া কাজ। এর চেয়ে মজলিস ঢের ভাল। হুড় হাঙ্গামা নেই—রক্তারক্তি নেই—নাচ আর গাও আর খাও, খাও আর নাচ আর গাও—ব্যস্—

লালিতাদিতা।

বিজয়। ঐ দেখ পিয়ারীলাল আমাদের দক্ষিণপার্শ্ব ছিন্ন করে ইরম্মদ বেগে কাশ্মীর-বাহিনী ছুটে আস্‌ছে।

পিয়ারী। আস্‌ছে নাকি! ওদের ছুটে আস্‌তে নিষেধ ক'র্‌ব?

বিজয়। পেছন হ'টনা—পেছন হ'টনা—স্থির হ'য়ে, অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক—যে হট্‌বে, আমি নিজ হাতে তাকে বধ ক'র্‌ব—

পিয়ারী। আহাহা কাশ্মীরের লোকগুলো কি এত অভদ্র যে তোমার উপর তারা ঐ ছ্যাঁচড়া কাজটার ভার দেবে! ও কাজে ওরাও কম ওস্তাদ নয়। না বাবা, এই নাক মলা আর এই কাণ মলা, কোন মতে একবার দেশের চাঁদবদনখানি দেখ্‌তে পেলে কোন শালা আর মজলিস ছেড়ে এক পা চলে। ও হোঃ হোঃ—নাচ আর গাও আর খাও—খাও আর নাচ আর গাও—

বিজয়। সখা—সখা—এখন উপায়? ঐ দেখ—ঐ দেখ—

পিয়ারী। সব দেখেছি সখা সব দেখেছি—তুমি ত মাত্র আজ দেখ্‌ছ, আমি ও দেখ্‌ছি তোমার জন্মের বহু পূর্ব্ব থেকে। এখন যদি প্রাণটা বজায় রেখে দেশে ফির্‌তে চাও তবে ওদের মত যঃ পলায়তি করে দাও—

বিজয়। কি পালিয়ে যাব!

পিয়ারী। তুমি পালিয়ে যাবে কি! পালিয়ে যাবে ঐ সব ইতর ছোট লোক চুনোপুটীগুলি—তুমি একটা দরের লোক—একটা সেনাপতি, তুমি ক'রবে পলায়তি।

বিজয়। ওঃ! আমার ছত্রভঙ্গ সেনাদল দাঁড়িয়ে মর্‌ছে—

পিয়ারী। তা আর ম'র্‌বে না—ওদের জন্মই যে ম'র্‌বার জন্য। হ'ত তোমার মত একটা মস্তবড় সেনাপতি, তবে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দশ বিশ ক্রোশ তফাতে নিরাপদে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারত। তা যখন হয় নি—তখন ওরা আলবৎ ম'র্‌বে।

বিজয়। না, এ শোচনীয় মৃত্যু আর দেখা যায় না—

পিয়ারী। যায় না নাকি—তবে কি বন্ধ ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌ব ?

বিজয়। কর্ণাট-সৈন্য সাম্‌নে রেখে তাদের আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে আমি আমার গৌড়-সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে যাই—কি বল পিয়ারালাল ?

পিয়ারী। সে ত বহুক্ষণই বল্‌ছি—এখনই—

বিজয়। কর্ণাটসৈন্য ! অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—[বেগে প্রস্থান।

পিয়ারী। (যাইতে যাইতে) আহাহা ! নাচ আর গাও আর খাও—খাও আর নাচ আর গাও— (বিজয়ের অনুবর্ত্তী হইল।)

(বিপরীত দিক হইতে রণসাজে রট্টা ও ললিতাদিত্যের প্রবেশ।)

রট্টা। সম্রাট—সম্রাট—অস্ত্র সংবরণ ক'র্‌তে আদেশ দিন—ঐ দেখুন রণস্থলে একটিও গৌড়সৈন্য নেই—শুদ্ধ আমার প্রাণপ্রতিম কর্ণাটসৈন্য দাঁড়িয়ে মর্‌ছে ! হায় হতভাগ্যের দল !

(বেগে জয়াপীড়ের প্রবেশ।)

জয়া। সম্রাট ! গৌড়সেনাপতি পাশ কাটিয়ে পলায়ন ক'র্‌ছে—

ললিত। সে যুবক কোথায় ?

জয়া। সে গৌড়সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করেছে—

ললিত। উত্তম, তুমি রাণীকে নিয়ে যাও, যুদ্ধ ক্ষান্ত করগে'—আমি যুবকের সাহায্যে যাচ্ছি।

(একদিকে ললিতাদিত্য ও অপর দিকে জয়াপীড় ও রট্টার প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পর্ব্বতমালা। মধ্যে বিপুলকায়া খরস্রোতা পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী—তদুপরি কাষ্ঠের সেতু।

(গৌড়সৈন্য কোলাহল করিতে করিতে বিজয় ও পিয়ারীলালের সহিত প্রবেশ করিল।)

সৈন্যগণ। পালাও—পালাও—পেছনে আস্‌ছে—পালাও, ছুটে পালাও—

(বিজয়, পিয়ারীলাল ও কতকগুলি সৈন্য গোলমাল করিতে করিতে সেতুর উপর আসিয়া উঠিল।)

বিজয়। আর কেউ সেতুর উপর এস না—জীর্ণ সেতু টলমল ক'র্‌ছে, এখনই ভেঙ্গে পড়বে—

(নেপথ্যে জয়ন্ত। "ঐ যে—ঐ যে কাপুরুষের দল গৌড়ের নাম কলঙ্কিত করে পলায়ন ক'র্‌ছে—ফের্ ফেরুপাল—ফিরে দাঁড়া—প্রাণের মায়া ক'রে দেশের মুখে কালী দিস্ না"—)

যে সৈন্যগণ সেতুর এ পার ছিল তাহারা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—"ঐ যে এসে পড়েছে—আর রক্ষা নেই"—তারাও সেতুর উপর হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িল—জীর্ণ সেতু ভাঙ্গিয়া গেল -বিজয় প্রভৃতি সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময় জয়ন্ত "বিজয় —ভাই—ভয় নেই- ভয় নেই—এই যে আমি এসেছি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল ও যেমন লম্ফ প্রদান করিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কিছু উপরে পর্ব্বতগাত্রে ললিতাদিত্যকে দেখা গেল ও তিনি বলিয়া উঠিলেন—"উন্মাদ, ক'র্‌ছ কি!—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও"—জয়ন্ত মুহূর্ত্ত তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"সম্রাট! ও যে ভাই—ভাই" বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল। ললিতাদিত্য বেগে নামিয়া আসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০ঃঃ০—

প্রথম দৃশ্য।

ললিতাদিত্যের শিবির সম্মুখ।

চিন্তামগ্ন জয়ন্ত।

জয়ন্ত। তবুও গৌড় আমার দেশ—আমার জন্মভূমি। আজ তার মর্ম্মভেদী পরাজয়ে বিজয়ী কাশ্মীর-বাহিনীর উৎসব-কোলাহল আমার কর্ণে মরণ দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনিত হচ্ছে। বিজয়ী কাশ্মীর গৌড়-বাহিনীর পলায়নে তাদের নামে ধিক্কার দিচ্ছে—কাপুরুষ বলে তাদের ঘৃণা ক'র্‌ছে! বিজয়, বিজয়, কেন তুই পালিয়ে গেলি—কেন দর্পভরে শির উন্নত করে বুক ফুলিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে গৌড়ের নাম রক্ষা ক'র্‌তে প্রাণ দিলি না—সেও যে ছিল ভাল—তা হলেও যে বিজয়ীর শির শ্রদ্ধায় নত হ'ত।

(ললিতাদিত্যের প্রবেশ।)

ললিত। এই যে জয়ন্ত—সমস্ত শিবির আমি তোমার খোঁজ করেছি। সবাই বিজয়-উৎসবে মত্ত, আর তুমি এখানে একাকী এরূপ বিষণ্ণ কেন জয়ন্ত?

জয়ন্ত। আমার কি বিষণ্ণ হবার কারণ নেই সম্রাট! গৌড়ের এই মর্ম্মঘাতী পরাজয় যে আমার বুকে শেলের মত বেজেছে—আমি যে এ চোখফাটা অশ্রুর বন্যা কোন মতে রোধ ক'র্‌তে পার্‌ছি না সম্রাট—

ললিত। তুমি না গৌড় থেকে নির্ব্বাসিত?

জয়ন্ত। হাঁ সম্রাট—গৌড়ে আর আমার স্থান নেই।

ললিত। তবু তুমি গৌড়কে এত ভালবাস?

ললিত। উত্তম, উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্ণাট আক্রমণ ক'র্‌ব।

রট্টা। সম্রাট, গত যুদ্ধে আমি বহু সৈন্য হারিয়েছি—প্রস্তুত হবার জন্য আমি একমাস সময় প্রার্থনা করি—

ললিত। তত বিলম্ব করা যে আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হবে রাণী—

রট্টা। কিন্তু তার পূর্ব্বে যে আমার আয়োজন সম্পূর্ণ হবে না সম্রাট—

ললিত। তাইত! (স্বগত) রমণীকে বিমুখ করা বর্ব্বরের কার্য্য। (প্রকাশ্যে) উত্তম, তাই হবে রাণী—

রট্টা। সম্রাট, আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না। জয়ন্ত, পুরপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত হও—

জয়ন্ত। আসন্ন সমরে যদি জীবিত থাকি, তবে আপনার দিগ্বিজয় গৌরবের অংশ থেকে আমি আমাকে বঞ্চিত রাখব না সম্রাট—

ললিত। কাশ্মীর-শিবির তোমার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকবে জয়ন্ত— [জয়ন্তের প্রস্থান।

কর্ণাটেশ্বরীর সঙ্গে রণস্থল ভিন্ন কি আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না—

রট্টা। সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য কর্ণাট-প্রাসাদ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌বে।

ললিত। আমায় বেশী প্রলুব্ধ ক'র্‌বেন না, কর্ণাটেশ্বরী—

রট্টা। এ যে আমার সৌভাগ্য সম্রাট—

ললিত। লুব্ধ অতিথির অতিরিক্ত অত্যাচারে প্রাসাদ-দ্বার শেষে রুদ্ধ না হয়—

রট্টা। কর্ণাটে অতিথি দেবতার ন্যায় পূজিত হ'ন—

ললিত। আমি আশ্বস্ত হ'লেম—

(জয়ন্তের পুনঃ প্রবেশ।)

জয়ন্ত। অশ্ব প্রস্তুত মহারাণী— [জয়ন্তের প্রস্থান।

রত্না। তা' হ'লে আমরা বিদায় হই সম্রাট—

ললিত। সত্বরই অতিথি প্রাসাদ-দ্বারে উপস্থিত হবে—

রত্না। দেখ্‌ব অতিথি কেমন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। [প্রস্থান।

ললিত। রাণী হবারই যোগ্য বটে। শিবিরের আলোক-রশ্মি যেন আজ নির্ব্বাপিত হ'ল।

(চম্পার প্রবেশ)

চম্পা। বাবা—

ললিত। কি মা?

চম্পা। রাণী কোথায়?

ললিত। এইমাত্র তিনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন—

চম্পা। সবাই?

ললিত। হাঁ, জয়ন্তও তাঁর সঙ্গে গেছে। (স্বগত) রাণীর সঙ্গ-সুখে দিন কটা বড় আনন্দে কেটে গেছে—(প্রকাশ্যে) তুমি আজ এমন বিষণ্ণ কেন মা?

চম্পা। তাত বল্‌তে পারি না বাবা—

ললিত। আমিও প্রাণের ভিতর যেন কিসের একটা অভাব অনুভব ক'র্‌ছি। (প্রকাশ্যে) চম্পা, একটা গান শোনাও মা—

চম্পা। গানের পদগুলো আজ যেন কেমন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে, কিছুতেই আমি তাদের মেলাতে পার্‌ছি না— [চম্পার প্রস্থান।

ললিত। কোন দিন যার আলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, একটা জন্মও সে আঁধারে কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একবার যে আলোক পেয়েছে—আলোক চিনেছে, মুহূর্ত্তের অন্ধকারও তার নিকট অসহ্য। রাণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে যেন একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল—আজ সব নীরব—মলিন—বিষণ্ণ।

(জয়াপীড়ের প্রবেশ)

কে ?

জয়া। আমি জয়াপীড়—

ললিত। কি চাই ?

জয়া। শিবির তুলতে আদেশ দেব ?

ললিত। না জয়াপীড়—কর্ণাট আমাদের সমরে আহ্বান করেছে

জয়া। তবে সৈন্য সজ্জিত ক'রব ?

ললিত। না, যুদ্ধের কিছু বিলম্ব আছে—

জয়া। বিলম্ব !—কতদিন ?

ললিত। বেশী নয় —এক মাত্র এক মাস

জয়া। একমাস বেশী নয় সম্রাট ! ভারত জয় সম্পূর্ণ ক'রতে একমাস সময় নিরূপণ হ'য়েছিল—

ললিত। তার পূর্ব্বে যে রাণী প্রস্তুত হ'তে পারছেন না—

জয়া। না পারেন, কাশ্মীরের বিজয়লক্ষ্মীকে অভিবাদন করুন।

ললিত। বিনা যুদ্ধে রাণী কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রতে ইচ্ছুক নন—

জয়া। উত্তম ! যুদ্ধ করুন—

ললিত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তেই ত রাণী একমাস সময় নিয়েছেন—

জয়া। রাণীর সমরায়োজনের জন্য একমাস কাল এই দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটাতে পারে না—

ললিত। তুমি কি ক'রতে চাও ?

জয়া। আমি সৈন্য সজ্জিত ক'রতে চাই। সমগ্র পৃথিবী যিনি জয় ক'রতে অভিলাষী, তুচ্ছ কর্ণাট জয় ক'রতে তিনি কখনই একমাস সময় নষ্ট ক'রতে পারেন না—আপনার মুখেই শুনেছি সম্রাট যে জীবন সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ—কার্য্য অনন্ত অসীম।

ললিত। তা সত্য, কিন্তু আমি রাণীকে সময় দিয়েছি।

জয়া। "আপনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন সম্রাট।

ললিত। জয়াপীড়!

জয়া। সম্রাট!

ললিত। তুমি উত্তেজিত—

জয়া। না সম্রাট, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। তবে সম্রাটের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে আমি চিন্তিত—স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছি।

ললিত। পরিবর্তন! কি পরিবর্তন আমার দেখেছ জয়াপীড়?

জয়া। উত্তম, চলুন সম্রাট আমরা তিব্বত ও কিন্নর রাজ্য জয় করে আসি। কর্ণাট সীমান্তে বসে দীর্ঘ একমাস সময় বৃথা নষ্ট করার চেয়ে তাতে আপনার সঙ্কল্পিত কার্য্য অনেক অগ্রসর হবে সৈন্যগণও কার্য্যে ব্যাপৃত থেকে উৎসাহ হারাবে না— চলুন সম্রাট, তিব্বত আক্রমণ করি—

ললিত। আমি শ্রান্ত— আমার বিশ্রামের প্রয়োজন জয়াপীড়—

জয়া। কি ব'ললেন সম্রাট— আপনি শ্রান্ত! আমিও এইরূপ আশঙ্কা করেছিলেম। আপনার মুখেই শুনেছি সম্রাট, যে আমরা শ্রান্ত হব সেই দিন, যে দিন পৃথিবী জয় সম্পূর্ণ করে আমাদের আর কার্য্য থাকবে না।— বুঝলেম কাশ্মীরের দিগ্বিজয় আজ এই কর্ণাট সীমান্তে শেষ হ'ল। একটা কথা স্মরণ ক'রিয়ে দিয়ে যাই সম্রাট আপনার শিবিরশীর্ষে উড্ডীয়মান ঐ কাশ্মীরের বিজয়-বৈজয়ন্তী ব্যাকুল দৃষ্টিতে আপনারই দিকে চেয়ে আছে। [প্রস্থান।

ভাবিতে ভাবিতে ললিতাদিত্যের অপর দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৌড়-রাজপ্রাসাদ—কক্ষ।

ভূপালসেন ও বিজয়।

ভূপাল। পালিয়ে এসেছ—প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছ কুলাঙ্গার!

বিজয়। পিতা, আমাকে তিরস্কার ক'র্‌তে হয়, করুন—শাস্তি দিতে হয় দিন—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার বক্তব্যগুলি শেষ ক'র্‌তে দিন।

ভূপাল। হুঁ—আচ্ছা, বল আর তোমার কি বক্তব্য আছে—

বিজয়। জয়ন্তের চক্রান্তে কর্ণাটরাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কাশ্মীর-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাদের আক্রমণ করেছিল। তাদের সেই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রণজয় কি সম্ভব পিতা! জয়ন্ত যদি স্বদেশদ্রোহীতা না ক'র্‌ত—কর্ণাটরাজ্ঞী যদি বিশ্বাসঘাতকতা না ক'র্‌ত, তবে দেখ্‌তাম একবার কত শক্তিমান সেই কাশ্মীর-ঈশ্বর।

ভূপাল। জয়ন্ত স্বদেশদ্রোহী! তুমি বল্‌ছ কি বিজয়!

বিজয়। আমায় বিশ্বাস না করেন, যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন এক বাক্যে সবাই আমার কথার সত্যতা সপ্রমাণ ক'র্‌বে। জয়ন্ত যদি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন না ক'র্‌ত, তবে সেদিন প্রত্যাগমন পথে আমার দুই হাজার সৈন্য নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হ'ত না।

ভূপাল। এ ও কি সম্ভব—এ ও কি সম্ভব বিজয়! সেই জয়ন্ত—শৈশবে যার উৎসুক কর্ণে আমি বীরত্বের শত অমর গাথার মধুবর্ষণ করেছি—যার উদার কিশোর হৃদয়ে সযত্নে আমি স্বদেশপ্রেমের বীজ রোপণ করেছি শত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম উপেক্ষা করে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নিজে আমি যাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি—যার ধীর প্রশান্ত উদার মুখশ্রী দেখে উল্লাসে আমার বুক ভরে যেত—আমার এই ধূসর জীবনসন্ধ্যায়

আমার নিমীলিতপ্রায় নয়নের সম্মুখে যে তার প্রদীপ্ত কিরণে গৌড়ের ভবিষ্যৎকে আলোকোজ্জল করে আমার মরণের পথ আলোকিত করেছিল —এই কি সেই জয়ন্ত! ওঃ—ভ্রম—মহা ভ্রম! (আসন হইতে উঠিয়া ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পাদচারণা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন) বিজয়!

বিজয়। পিতা!

ভূপাল। এর কারণ?

বিজয়। আপনি তাকে নির্ব্বাসিত করেছেন, তাই সে প্রতিশোধ নিয়েছে। এ আর কি শুনলেন পিতা—এবার সে যা ক'র্‌বে, তা শুন্‌লে প্রস্তর মূর্ত্তির মত ঐখানে আপনি নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন। সে সঙ্কল্প করেছে—

ভূপাল। ধীরে—বিজয়—ধীরে। বজ্র হানবার পূর্ব্বে আমায় প্রস্তুত হবার অবকাশ দেও—আমার সইতে হবে তো!—ওঃ অগ্রজ আমার মহাপুণ্যবান; পাতকী—মহা পাতকী আমি, তাই আজও বেঁচে আছি—ওঃ (পুনরায় ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পাদচারণা করিলেন) বল, বিজয়, এইবার বল—আমি প্রস্তুত হয়েছি—হৃদয়কে পাষাণের চেয়েও কঠিন করেছি। এইবার হান বজ্র—

বিজয়। না পিতা, সে কথা শুনে আপনার কাজ নেই—আপনি প্রাণে বড় ব্যথা পাবেন।

ভূপাল। ব্যথা পাব! (ম্লান হাসি হাসিলেন) আমি সইতে পারব—সইব—বল—বল—

বিজয়। পিতা, ব'ল্‌তে আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ ছুটে যায়—জয়ন্ত সঙ্কল্প করেছে যে কাশ্মীর-সৈন্যের সাহায্যে সে আপনাকে রাজ্যচ্যুত করে —হত্যা করে এই গৌড় সিংহাসন অধিকার ক'রবে—

ভূপাল। কি বল্‌লে! কি ক'র্‌বে সে?—

বিজয়। আপনাকে রাজ্যচ্যুত ক'র্‌বে—হত্যা ক'র্‌বে—

ভূপাল। হত্যা ক'র্‌বে!

বিজয়। হাঁ পিতা—হত্যা ক'র্‌বে—

(অরুণার প্রবেশ।)

অরুণা। মিথ্যা কথা—

ভূপাল। কে—কে? রাণী—রাণী এসেছ! দাঁড়াও—শুনে যাও স্থির হ'য়ে শুনে যাও—তোমার জয়ন্ত কি সংকল্প করেছে;—আমার সে রাজ্যচ্যুত ক'র্‌বে আমায় সে হত্যা ক'র্‌বে—তাকে এই বুকের উপর করে মানুষ করেছি কি না!

অরুণা। আমি আবার বল্‌ছি মহারাজ, যে আপনি যা শুনেছেন তার এক বর্ণও সত্য নয়—সমস্তই আপনার এই গুণধর পুত্রের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কুৎসিত কল্পনা। বিজয়! পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সরল কণ্ঠে পরিষ্কার মিথ্যা কথাগুলো উচ্চারণ ক'র্‌তে তোমার জিহ্বা জমাট অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে না—তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছে না—

বিজয়। তুমি ত প্রাণকে নিয়ে আমার দোষই দেখবে। তোমার জয়ন্ত যদি এতই সুশীল সুবোধ, তবে গৌড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল কেন?

অরুণা। কেন তা আমি গৌড় বসে কি করে জানব? তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার কারণও তুমি—নিশ্চয় তুমি। কি, মাথা হেঁট ক'র্‌লে যে—আমি কি জয়ন্তকে জানি না—আমি কি তোমাকে চিনি না! আমার একটা মুখের কথায় যে জীবনের আশা ভরসা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে হাসতে হাসতে রাজরোষ বরণ করে নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় নিতে পারে—অম্লান বদনে শুভ্র ললাটে কলঙ্ক মাখিয়ে আঁধারের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে পারে—

ভূপাল। সে কি রাণী!

অরুণা। তবে শুনুন মহারাজ, এই পাপিষ্ঠের জঘন্য প্রবৃত্তির কথা। প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিতে সেই হতভাগ্য, কর্ণাট যাত্রার জন্য সজ্জিত হ'য়ে আমার প্রণয় ভিখারী হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। স্বার্থান্ধ হীনমতি মনে আছে, মহারাজ আমার ভগবান পিতা এই বিজয়কে উপেক্ষা করে ওকে সেনাপতি বরণ করেছেন শুনে, ক্রুদ্ধ হ'য়ে, আমি তাকে কর্ণাট যুদ্ধে নিষেধ করেছিলেম—তাই সে মহারাজের নিকট তার অক্ষমতা নিয়ে কাপুরুষ বলে ধিক্কৃত হয়েছিল, তাই সে বিনাপরাধে গৌড় থেকে তাড়িত—নির্বাসিত হয়েছিল—

ভূপাল। রাণী—রাণি—উন্মাদিনী তুমি—তুমি জান না, তুমি কি বলছ—

অরুণা। আমি সত্য কথাই বলেছি মহারাজ।

ভূপাল। এ্যাঁ সত্যকথা সত্যকথা!

বিজয়। পিতঃ, আপনি ও কথা বিশ্বাস ক'রবেন না—

ভূপাল। স্তব্ধ হও মিথ্যাবাদী। রাণি, তুমি আমার যোগ্য সহধর্ম্মিণী! মরণ পথের যাত্রী আমি—সাবাস—স্বর্গের দুন্দুভী বেজে উঠেছে—শুনছো রাণী—শুনছো? ঐ শোন স্বর্গের দেবতারা শত মুখে আমার সুখ্যাতি ক'রছেন আমার জন্য সোণার স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন—আমায় সেই নূতন স্বর্গে তাঁরা রাজা ক'রবেন—ক'রবেন না? কোথায় পাবেন তাঁরা এমন আদর্শ রাজা—এমন আদর্শ বিচারক—এমন আদর্শ পুণ্যাত্মা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় বিচরণ) ওঃ তার রাজ্য—তার সিংহাসন—আমি মাত্র তার অভিভাবক! পুত্রকে সিংহাসনে বসাবে না? আর তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র—তোমার হাতের পিণ্ড পেয়ে আমি নরক থেকে উদ্ধার হব! মিথ্যাবাদী কুলাঙ্গার!

বিজয়। বাঃ, আমার ত ভারী অপরাধ! মা যা বলবে তাই ধ্রুব বেদবাক্য হবে! কার কথা সত্য প্রমাণ নিন না—

রাজা। প্রমাণ নেব—এই নিচ্ছি—কে আছিস? (রক্ষীর প্রবেশ) এই মিথ্যাবাদী শয়তানকে কারাগারে নিক্ষেপ কর—না, তার পূর্ব্বে এই পাপমতি নারীকে বন্দী কর—না, ওদের অপরাধ নেই—এই মূর্খ রাজাকে—এই পরস্বাপহারী তস্করকে বন্দী কর—শূলে দে! কি বিজয়! সিংহাসনে বসবে? এস—এস—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—সিংহাসনখানা গুড়ো করে তোর মায়ের মুখে ছড়িয়ে দেব—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[উন্মাদের ন্যায় পাদক্ষেপে প্রস্থান।

অরুণা। ওঃ—আর আমিই এর কারণ—মহাপাপের মহাশাস্তি—ঈশ্বর এখনও এ পাপিষ্ঠার মস্তকে তোমার বজ্র হানছ না। [প্রস্থান।

বিজয়। বেড়ে সখের পাগল।

[মুখভঙ্গি করিয়া বিপরীত দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণাট—রাজপথ।

বিপরীত দিক হইতে ২ জন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম নাঃ। আরে কেও! গোবর্দ্ধন যে—এত ভোরে এদিকে কোথায়?

২য় নাঃ। আমাদের কথা আর বল কেন! সিপাহীখাতায় নাম লিখিয়েছি আমাদের কি আর সকাল সন্ধ্যা আছে।

১ম নাঃ। তারপর গোবর্দ্ধন?

২য় নাঃ। কিসের পর ভায়া?

১ম নাঃ। ও দিকের কতদূর?

২য় নাঃ। কোন দিকের?

১ম নাঃ। এই যুদ্ধের আয়োজন?

২য় নাঃ। আয়োজনের আর বড় প্রয়োজন হচ্ছে না—আমাদের জয় হয়েছে—

১ম নাঃ। জয় হয়েছে! সে কি! যুদ্ধ হ'ল কবে?

২য় নাঃ। কেন যুদ্ধ না করে বুঝি আর জয়ী হওয়া যায় না। এবার আমাদের বিনা যুদ্ধে জয়—

১ম নাঃ। গোবর্দ্ধন তোমাকে ত সুচরিত্র বলে জানতেম।

২য় নাঃ। তাতে অবশ্য তোমার স্ত্রীহত্যার মহাপাতক হয়নি—

১ম নাঃ। ইদানিং সেপাইদলে মিশে কি নেশাটা আসটা অভ্যাস করেছ!

২য় নাঃ। কি রকম?

১ম নাঃ। তোমার কথা শুনে যে আমার সেইরূপ বোধ হচ্ছে।

২য় নাঃ। গোবরগণেশ, এই সোজা কথাটা মাথায় ঢুকছে না—আমাদের রাণী যে আজকাল অসি ছেড়ে বাঁশী ধরেছেন—

১ম নাঃ। তার অর্থ?

২য় নাঃ। দুটো টানা চোখের বাঁকা চাহনি—আর ললিতাদিত্য মশাইর কুপোকাত—একেবারে দেহিপদচরণকমলেষু!

১ম নাঃ। সে কি! কই, আমরা এসব শুনিনি ত—

২য় নাঃ। কোথা থেকে শুনবে! রামীর মার কানাচে আর বামীর ঘর আনাচে ঘুরলে এ সব শোনা যায় না—এ সব রাজা রাজড়ার খোঁজ খবর রাখতে হ'লে দরবার টরবার ঘাটতে হয়। তোমায় বলব কি দাদা, অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে আজকাল, যে দিন নেই—রাত নেই—যখন তখন ললিতাদিত্য মশাই রাণীর কাছে যাচ্ছেন, আসছেন, বসছেন, খোস গল্প ক'রছেন—রঙ্গ তামাসা ক'রছেন! একেবারে জমজমাট—বুঝলে হে, একদম—

১ম নাঃ। বিয়ে টিয়ে হবে নাকি হে?

১ম নাঃ। এ্যাঁ বলেন কি? ২২ বছরের ছেলে হয়েছে!

৩য় নাঃ।, সে ত আজ ত্রিশ বছর আগে হয়েছে—তোমরা কি কুম্ভকর্ণের মত নাক ডাকাচ্ছিলে!

১ম নাঃ। বলেন কি মশাই—আমাদের রাণীরও ত বাইশ বছর বয়স হয়নি—

৩য় নাঃ। নাই বা হ'ল। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি শোননি? এ ও তাই—রাজা রাজড়ার কারখানা বড় ঘরের ব্যাপার ও রকম হয়েই থাকে।

১ম নাঃ। ও রকম হয়েই থাকে!

৩য় নাঃ। কেমন—এখন বিশ্বাস হল ত?—

১ম নাঃ। কি বিশ্বাস হবে! এই গাঁজাখুরি গল্প!

৩য় নাঃ। কি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না! আমাকে অবিশ্বাস! জান আমি কে? আচ্ছা, কিসে তোমার বিশ্বাস হবে?

১ম নাঃ। উপযুক্ত প্রমাণে।

৩য় নাঃ। ওঃ এই কথা। প্রমাণ চাও—তা এতক্ষণ বলতে হয়। (সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া ১ম নাগরিকের বুকের উপর ধরিয়া) কেমন? পেয়েছ প্রমাণ?

১ম নাঃ। এ কি!

৩য় নাঃ। বল বিশ্বাস করেছ—নইলে এই ছুরি তোমার বুকে বিঁধে দেব—বল—

১ম নাঃ। খুন ক'রবে না কি।

৩য় নাঃ। নিঃসন্দেহ। বল—

১ম নাঃ। বিশ্বাস করেছি বাবা—খুব বিশ্বাস করেছি—

৩য় নাঃ। আর প্রমাণ চাই?

১ম নাঃ। এর পরও আবার প্রমাণ থাকে না কি!

৩য় নাঃ। আচ্ছা যাও—[বুক ফুলাইয়া বিজয়গর্ব্বে বীরপদক্ষেপে প্রস্থান

২য় নাঃ। কি হে বুঝলে এখন? —

১ম নাঃ। নিশ্চয়।

২য় নাঃ। ওহে ভায়া, ঐ দেখ, ঐ কর্ত্তা প্রিয়াসন্দর্শনে যাচ্ছেন এই পথ দিয়েই যাবে—সরে পড়—সরে পড় বাবা [উভয়ের প্রস্থান

(বিপরীত দিক হইতে ললিতাদিত্যের ও জয়াপীড়ের প্রবেশ।

জয়াপীড়। কর্ণাট-রাজ্ঞীকে প্রস্তুত হবার জন্য সম্রাট যে একমাস সময় দিয়েছিলেন, আজ তা পূর্ণ হ'ল।

ললিত। এঁ্যা! এত শীঘ্র! বল কি জয়াপীড়—

জয়া। কালের গতি কা'র প্রতীক্ষায় রুদ্ধ থাকে না সম্রাট—

ললিত। তা থাকে না বটে।

জয়া। কাল তা'হলে যুদ্ধ—

ললিত। রাণীর আয়োজন যদি সম্পূর্ণ হ'য়ে থাকে—

জয়া। আর যদি না হ'য়ে থাকে—

ললিত। রাণী যদি আরও ২৪ দিনের সময় প্রার্থনা করেন, তা প্রার্থনা পূর্ণ না করা বড় হৃদয়হীনতার কাষ্য হবে—

জয়া। সম্রাট!

ললিত। কি জয়াপীড়?

জয়া। না, থাক। সম্রাট বোধ হয় এখন কর্ণাটপ্রাসাদে যাবেন?

ললিত। হাঁ,—তা—হাঁ—কর্ণাট-প্রাসাদেই যাচ্ছি। অলস জীবন বড় একঘেয়ে হ'য়ে গিয়েছে কিনা—কি বল জয়াপীড়?—

জয়া। (শুষ্কস্বরে) হাঁ—

ললিত। তাই রট্টার—রাণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এক রকম কেটে যায়। চমৎকার সৌন্দর্য্য এই কর্ণাটের—কি বল জয়াপীড়?

জয়া। সম্রাট, আমার কাশ্মীরের তুলনা নেই। সম্রাটের অনুমতি হ'লে আমি এখান থেকেই বিদায় হই—

ললিত। চল না আর একটু। প্রাসাদের নিকটেই ত এসে পড়েছি, ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তুমি বিশেষ আনন্দ অনুভব ক'রবে।

জয়া। প্রত্যুষে হয়ত যার বক্ষরক্তের সন্ধানে উন্মত্ত শার্দ্দুলের মত আমাকে ছুটতে হবে—তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা—

ললিত। আচ্ছা থাক—তুমি পছন্দ না কর নাই বা গেলে।

জয়া। যথা আজ্ঞা। এই সেই কর্ম্মবীর পৃথিবী বিজয় প্রয়াসী সম্রাট ললিতাদিত্য! ওঃ—কি শোচনীয় অধঃপতন! [প্রস্থান।

ললিত। কাশ্মীরের প্রকৃত ভক্ত—ললিতাদিত্যের পরম হিতৈষী এই জয়াপীড়। কিন্তু যদি জান্‌তে, যে একটা প্রবল বাসনার সঙ্গে দিবারাত্র কঠোর সংগ্রামে এ বক্ষ কিভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে—যদি বুঝতে, যে ঐ বিদ্যুৎবরণা রট্টার অপার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি কি ভাবে আমায় উন্মাদ করেছে (ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—জীবন যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত ঐ যে বিরাট পুরুষ যষ্টিতে ভর করে, বিবশ তনুখানি পশ্চিম গগনপ্রান্তে এলিয়ে দিয়ে যেন একবার তার গৌরবময় অতীতের পানে সতৃষ্ণ করুণ নয়নে চেয়ে দেখ্‌ছে, ঐ কি সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর, যার প্রখর তেজদীপ্তিতে এই বিরাট বিশ্ব মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে হেসে উঠেছিল—এই বিশাল প্রাণীজগৎ মুহূর্ত্তে চাঞ্চল্যের কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল—এই কি সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণাট-প্রাসাদ—সজ্জিত কক্ষ।

রাণী রট্টা।

রট্টা। জীবনকুঞ্জের হৃদয়-কদম্বমূলে কে তুমি মোহন বেশে এসে দাঁড়ালে, কে তুমি অনির্ব্বচনীয় পুলকে আমার প্রাণ মনকে নীপের মত কণ্টকিত ক'রে মধুর সুরে তোমার বাঁশী বাজালে—আমার এই চিরসুপ্ত নয়নের অঙ্গে প্রেমের অঞ্জন মাখিয়ে মুহূর্ত্তে তাকে রঙ্গিন করে দিলে—হে আমার জীবন-নিকুঞ্জের বংশীধারী বাজাও, বাজাও, তোমার ঐ মোহন বাঁশী আবার বাজাও সুরে সুরে এ হৃদয়ের স্তরে স্তরে কুসুমরাশিকে প্রস্ফুটিত করে—ধমনীর প্রবাহ স্রোতকে উজান বহিয়ে—বাজাও—আবার তোমার মোহন বাঁশী বাজাও—

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। রাণীমা!—

রট্টা। (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) কে—কে?—ওঃ—

পরি। সম্রাটের আসবার সময় হ'ল।

রট্টা। এঁ্যা [illegible] আমায় কুসুমভূষণে সাজিয়ে,—আন বীণা, সপ্তস্বরে [illegible] দীপ আঁধারের রাজ্য লুটে নিক্—উৎসবের [illegible] মুখর হ'য়ে উঠুক—

(মুহূর্ত্তে সহস্র [illegible] কর্ণাট ষোড়শীর করে বীণা ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল—[illegible] ক্ষুদ্র একটী অমরাবতীতে পরিণত হইল। পরিচারিকারা [illegible] কুসুম ভূষণে সজ্জিত করিতে লাগিল।)

(প্রহরিণীর প্রবেশ।)

প্রহরিণী। মহারাণী, [illegible] দ্বারদেশে উপস্থিত—

রট্টা। এঁ্যা—এসেছেন সম্রাট! যা তোরা সখি, সম্রাটকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আয়—
[কর্ণাট ষোড়শীগণের প্রস্থান।

(প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণের সম্মুখে যাইয়া) কোথায় লুকিয়েছিল এতদিন নয়ন কোণের এই চারু কটাক্ষময় সুপ্ত হাসি!—এতক্ষণে এ উৎসব আয়োজন আমার সার্থক হ'ল। এই যে—

(ষোড়শীগণের সহিত ললিতাদিত্যের প্রবেশ। ষোড়শীগণ সুমিষ্ট সঙ্গীতে সম্রাটের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। রাণী রট্টা হাত ধরিয়া সম্রাটকে একখানি আসনে বসাইলেন ও অন্য একখানি আসনে নিজে তাঁহার নিকটে বসিলেন।

ষোড়শীগণের গীত।

যদি এসেছে অতিথি ঘরে।
বসালো তাহারে যতন ক'রে, আদরে—ওরে চির আদরে॥
লুকায়েছিল সে অতল তলে,
কত সাধন বলে মধি জলধি জলে,
আজি ভুলেছি তাহারে ভুলে
বিরহ ব্যথিত বেদনা ভুলে
হরষে পরশে নিবিড় আবেশে কাঁপিছে হিয়া প্রেমভরে॥

[রট্টা ও ললিতাদিত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রট্টা। সম্রাট—

ললিত। রাণী!

রট্টা। আর কতদিন এ উৎসবের বীণা এমনি বাজবে—

ললিত। যতদিন তুমি বাজাবে রাণী—

রট্টা। আজ যে একমাস শেষ হ'ল সম্রাট—

ললিত। হ'ক শেষ—মাসের পর মাস চলে যাক—বৎসরের পর বৎসর কেটে যাক—যুগের পর যুগ ব'য়ে যাক—তোমার এ উৎসবের বীণা এমনি সঙ্গীতময় ক'রে রাখ রট্টা—

রট্টা। যুদ্ধের কি হবে সম্রাট?

ললিত। আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই—আমি ত' পরাজয় স্বীকার করেছি—রাণী—রট্টা—প্রিয়তমে—ঐ ফুল্ল বাহুলতার নিগূঢ় বাঁধনে আমায় জন্ম জন্ম বেঁধে রাখ প্রাণেশ্বরী—(রট্টাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন)

রট্টা। সম্রাট! হৃদয়েশ্বর! রট্টা যে জীবনে মরণে তোমার! বল নাথ, কখনও আমায় ছেড়ে যাবে না।

ললিত। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব প্রাণেশ্বরী! তোমার এই অপার্থিব পুষ্পিত সৌন্দর্য্যের নিকট যে আমি আত্মবিক্রয় করেছি—

(রট্টা সম্রাট ললিতাদিত্যের বুকের উপর তাহার মুখখানি রাখিলেন। সম্রাট বাগ্র আলিঙ্গনে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রট্টার কপোলে তাহার অধর স্পর্শ করাইলেন।)

রট্টা। এই স্বর্গ। (সহসা ললিতাদিত্যের বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া রট্টা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন) না—না—তা হবে না—তা হয় না।

ললিত। কি হয় না রট্টা?

রট্টা। সম্রাট! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য—

ললিত। যুদ্ধ!

রট্টা। হাঁ সম্রাট, যুদ্ধ—কাশ্মীর কর্ণাটের যুদ্ধ। আমি এ দৌর্ব্বল্য জয় ক'রব—প্রয়োজন হয় এ বুকখানা উপড়ে এনে নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ক'রব—তবু—তবু—স্বাধীনতা—কর্ণাটের স্বাধীনতা দেব না।

ললিত। আমি ত তোমার কর্ণাটের স্বাধীনতা চাইনি রট্টা।

রট্টা। চেয়েছ সম্রাট। তোমার আমার মিলনের অর্থ, কাশ্মীরের পদতলে কর্ণাটের আত্মবিক্রয়—নয় কি? কর্ণাটের স্বাতন্ত্র—কর্ণাটের অস্তিত্ব সব দুদিনের মধ্যে তোমার কাশ্মীর গ্রাস ক'রবে—আর আমার পিতৃ-পুরুষের কীর্ত্তি—আমার পিতৃ-পুরুষের পুণ্য স্মৃতি বিস্মৃতির অতল

জলে চিরদিনের তরে নিমজ্জিত হবে। এই প্রাসাদের শিখরদেশে কর্ণাটের গৌরব বুকে করে বায়ুভরে আর উড়বে না ঐ শুভ্র পতাকা—সেখানে উড়বে সম্রাট, তোমার ঐ দীপ্ত লোহিত বিজয় বৈজয়ন্তী। আর গাইবে না কর্ণাটের যুবক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ মাতান সুরে কর্ণাটের জয়গীতি, তারা শিখবে সম্রাট নতজানু হ'য়ে স্তুতি তোষামোদ—চাটুবচন? সম্রাট—সম্রাট—আমি তোমায় সমরে আহ্বান করেছি—উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কাশ্মীর-বাহিনাকে আক্রমণ ক'রব।

ললিত। রট্টা, রট্টা—কল্পনার মোহন তুলিকায় এক মুহূর্ত পূর্ব্বে আমি যে সুখের নন্দন রচনা করেছিলেম—এক আঘাতে তা চূর্ণ করে দিলি! পাষাণী, এই সহস্র বাসনা বিজড়িত বুকখানাকে চূর্ণ ক'রতে কি ঐ নীরস নয়ন কোণে এক ফোঁটা অশ্রু ফুটে উঠল না—

রট্টা। অশ্রু! হৃদয়ের সমস্ত শোণিত অশ্রু হ'য়ে আমার চোখ ফেটে বেরুতে চাচ্ছে না! প্রাণ হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করে আমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ছে না—আকুল হ'য়ে মাথা খুঁড়ছে না! প্রথম দর্শনাবধি প্রতি মুহূর্ত্ত শয়নে স্বপনে জাগরণে যাকে কামনা করেছি, যাঁর দর্শনে এ হৃদয়ে আনন্দের লহর ছুটে যায়, যাঁর পরশনে এ দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়—সম্রাট, তুমি আমার সেই চির-ঈপ্সিত—চির-বাঞ্ছিত জীবন-আকাশের পূর্ণচন্দ্র : কিন্তু কি ক'রব সম্রাট—তা হবার নয়—আমি ত শুদ্ধ রট্টা নই আমি যে রাণী রট্টা। রট্টা তোমার অনুরাগিনী ; রট্টা তোমার প্রেমভিখারিণী—রট্টা তোমার প্রেমোন্মাদিনী ; কিন্তু রাণী রট্টা তোমার প্রতিযোগিনী— তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

ললিত। পারবি—পা'রবি পাষাণি আমার মাথার উপর খড়্গ তুলতে?

রট্টা। কে আমি আর কে তুমি, সম্রাট! তুমি কাশ্মীর—আমি কর্ণাট ; কাশ্মীর এসেছে সমুদ্র-তরঙ্গের মত কর্ণাটকে গ্রাস ক'রতে, কর্ণাট দাঁড়াবে অটল হিমাদ্রীর ন্যায় তাকে প্রতিহত ক'রতে।

ললিত। যদি এমন করে ভাঙ্‌বি তবে গড়েছিলি কেন পাষাণি: কেন মুহূর্তের তরে এ সুধার পাত্র অধরের সম্মুখে ধরে সারাটী জীবন আমার বিষময় করে দিলি রাক্ষসী—

রট্টা। সম্রাট, তুমি না বীর—তুমি না পুরুষ—তুমি না পৃথিবী জয়ের শক্তি ধর! আমি রমণী হ'য়ে—অবলা হ'য়ে—এ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে জয় ক'র্‌তে পার্‌ছি—আর তুমি কাতর হ'চ্ছ!

ললিত। কাতর! হায়, পাষাণ প্রতিমা—এ নয়নের সম্মুখে আজ যে বিশ্বের আলো নির্ব্বাপিত হ'ল—

রট্টা। আর না—আর না সম্রাট—অশ্রু নয়—কাতরতা নয়—বিলাপ নয়—পেছনে তারা অনন্ত সমুদ্র সৃষ্টি ক'রে বসে আছে। যতক্ষণ কাছে আছ—যতক্ষণ পাশে আছ—নির্ব্বাপিত প্রদীপের দীপ্ত উজ্জ্বলতার মত হাসির অমিয় দিয়ে অধরকে ছেয়ে রাখ—বিষণ্ণ দৃষ্টি প্রেমের স্নিগ্ধতায় ভরে দেও,—আর—আর—ঐ ব্যগ্র বাহুযুগলকে অনন্ত আগ্রহে বাড়িয়ে দিয়ে চোখে চোখে চেয়ে মুখের উপর মুখখানি রেখে সমস্ত প্রাণ দিয়ে একবার আমায় আকুল কণ্ঠে রট্টা বলে ডাক—আমি এক নিমিষে জীবনের সমস্ত সুখসাধ সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে' নিই।

ললিত। রট্টা—রট্টা—প্রাণেশ্বরী—

রট্টা। আঃ—ডাক প্রিয়তম আবার ডাক—

ললিত। রট্টা—প্রিয়তমে—

রট্টা ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করিলেন। পরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন:—"যাও সম্রাট, এইবার সৈন্য সাজাও গে'।"

ললিত। রট্টা!

রট্টা। না—না—আর সে নেই—সে মরেছে—মধুর মিলনের মধুর স্মৃতি বুকে করে অনন্ত বিচ্ছেদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সে মরেছে—আর তাকে

ডেক না, আর তাকে জাগিয়ে তুল না—আর সে মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'র্‌বার প্রয়াস পেয় না—এখন যাকে সম্মুখে দেখ্‌ছ, সে রাণী রত্না—যাও সম্রাট, সৈন্য সজ্জিত কর গে'—তোমার কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা কর গে'—

ললিত। তবে তাই হ'ক কর্ণাটেশ্বরী—অস্ত্রের ঝনৎকারে এ মিলনের মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠুক,—মৃতের আর্ত্তনাদে মিলনশঙ্খ ধ্বনিত হ'ক—আর আমরা দু'জনে শবের স্তূপের মাঝে আমাদের সাধের বাসর রচনা করি। [প্রস্থান।

রত্না। তবে আর কেন এ কুসুম ভূষণ—আর কেন এ উৎসব আয়োজন! ভেঙ্গে ফেল দূরে ফেল সব—সাজাও, আমায় রণসাজে সাজাও—রণবাদ্য বাজাও—

মুহূর্ত্তে আলোকমালা নির্ব্বাপিত হইল—কর্ণাট নারীসৈন্যগণ। রণগীতি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল—পরিচারিকা রাণীকে সমর সজ্জায় সাজাইল।

রণগীতি

করে মত্ত কৃপাণ,—করিতে স্নান
তপ্ত আরাতি রুধিরে,
চল সমরে, আজি চল সমরে।
হেথা বজ্র জিনিয়া গরজনধ্বনি,
ঘূর্ণিত খড়্গে চমকে দামিনী,
রক্তে রঙ্গে, রঞ্জিত মেদিনী,
পুঞ্জিত দেহ দেহ পরে,—
চল সমরে—আজি চল সমরে
দৃঢ়তা ঘোষিবে অনল নয়নে
কম্পিত মরণ লুটাবে চরণে,
সমর জিনিয়া, জীবন পণে,
হসিত আননে ফিরিব ঘরে,
দৃপ্ত শিরে জয়মাল্য পরে,—
চল সমরে—আজি চল সমরে।

পঞ্চম দৃশ্য।

সমরক্ষেত্রের এক পার্শ্ব।

ললিতাদিত্য ও জয়াপীড়।

জয়া। সম্রাট, আপনি কাশ্মীরের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। রাজা হ'য়ে—রক্ষা হ'য়ে আপনি তার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ললিত। কেন—কেন জয়াপীড়?

জয়া। আপনার এই করুণ উদাস মূর্ত্তি দেখে ঐ দেখুন আপনার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ছে—ঐ দেখুন তারা পেছন হট্‌ছে। আপনার বজ্রস্বরের উৎসাহবাণী না শুনে ঐ দেখুন আর তারা পূর্ণ উদ্যমে শত্রুর সম্মুখীন হ'তে পারছে না। সম্রাট—সম্রাট-কি আপনার কাম্য? কাশ্মীরের জয় না পরাজয়?

ললিত। তুমি ত রয়েছ জয়াপীড়—কাশ্মীরকে রক্ষা কর—কর জয়াপীড়—

জয়া। আপনার কার্য্য কি আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব সম্রাট। ক্ষুদ্র খদ্যোত যদি এই পৃথিবীকে তার কিরণ জালে আলোকিত ক'রতে পারত তবে আর সূর্য্যের প্রয়োজন হ'ত না—

ললিত। আমিও ত রয়েছি জয়াপীড়—

জয়া। কোথায় রয়েছেন আপনি? কে কবে শুনেছে—কে কবে দেখেছে সম্রাট, যে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য সমরক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে করুণ শূন্য প্রেক্ষণে আকাশ পানে চেয়ে থাকেন! আপনি কি সত্যই সেই বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট ললিতাদিত্য! তা যদি হতেন তবে আপনার স্থান হ'ত আজ সৈন্যদের পুরোভাগে। আপনি যদি সত্যই সম্রাট ললিতাদিত্য হতেন তবে কাশ্মীর বাহিনী আজ তুচ্ছ কর্ণাট সমরে পেছন হট্‌ত না—এতক্ষণ তারা বিজয়-গর্ব্বে শত্রু সৈন্যের বুকের উপর দিয়ে উল্কা

বেগে—ঐ যে, ঐ যে—কাশ্মীরের পশ্চিম পার্শ্ব ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল—পরাজয়—মর্ম্মঘাতী পরাজয়—কাশ্মীরের পরাজয়! ওঃ—সম্রাট, এখনও চেয়ে দেখছেন! ঐ যে ঐ যে একটা ঘন অন্ধকারের কুয়াসা কাশ্মীরের সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেল্লে—না—না—আর আমি এ দৃশ্য সহ্য ক'রতে পারছি না—সম্রাট—আমায় মুক্তি দিন—আমায় হত্যা করুন—আপনার পায়ে পড়ি, কাশ্মীরকে বলি দেবার পূর্ব্বে আপনার ঐ কোষবদ্ধ তরবারি আমার বুকে বিঁধিয়ে দিন—

ললিত। জয়াপীড়—বল—বল আমি কি ক'রব—কি করে আমার স্বদেশ কাশ্মীরকে রক্ষা ক'রব—

জয়াপীড়। শুধু একবার ঐ বজ্র কণ্ঠে 'কাশ্মীর ফিরে দাঁড়াও' বলে ডেকে উঠুন দেখি—একবার এ চঞ্চল সৈন্য স্রোতের সম্মুখে কৃপাণ হস্তে মাথা খাড়া করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান দেখি সম্রাট, দেখি একবার কাশ্মীরের কোন কুলাঙ্গার তার জন্মভূমির ললাটে কলঙ্ক-কালিমা মাখিয়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে চায়—

ললিত। তবে তাই হ'ক। ফিরে দাঁড়াও—ফিরে দাঁড়াও সৈন্যগণ—তোমাদের সাধের কাশ্মীরকে আঁধারের গর্ভে নিক্ষেপ করে কোথায় পালাও ভাইসব! তোমরা যে পৃথিবী জয় ক'রবে তুচ্ছ কর্ণাটের ভ্রুকুটী দেখে ভীত হবার জন্য ত তোমরা সৃষ্ট হও নি—

জয়া। আর চিন্তা নেই। অগ্রসর হও—আক্রমণ কর।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

রণস্থলের অপরাংশ।

শবস্তূপ—তন্মধ্যে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্তদেহ রত্না অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অস্তাচলগামী সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া আছেন।

রত্না। ঐ সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে যে প্রগাঢ় কালিমা কর্ণাটকে গ্রাস ক'র্‌বে—কে জানে কবে কোন যুগ যুগান্তে কোন দেবতার পূত করস্পর্শে আবার তা কর্ণাটের অঙ্গ থেকে দূরীভূত হবে আমার পিতৃ পিতামহের লীলাভূমি—তীর্থক্ষেত্র অপেক্ষা পবিত্র প্রিয় কর্ণাট, তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারলেম না। একে একে দশ হাজার প্রাণ বলি দিয়েছি—শবের উপর শব দিয়ে পাহাড় রচনা করেছি—এক এক ফোটা ক'রে তোমার জীবন-যজ্ঞে বুকের সমস্ত রক্ত আহুতি দিয়েছি —তবু ত মা তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারলেম না!—তোমার অঙ্গের ঐ লৌহশৃঙ্খল মৃত্যুনাদে বেজে উঠ্‌ছে আর আমার কর্ণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরের যূপকাষ্ঠতলে হস্তপদ বদ্ধ তোমার ঐ মলিন, কাতর মুখশ্রী দেখ্‌ছি আর আমার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে নেমে আসছে—

(জয়াপীড় ও ললিতাদিত্যের প্রবেশ।)

ললিত। আমি তাকে অশ্ব থেকে পড়ে যেতে দেখেছি—তারপর আর তার কোন সন্ধান পাইনি—তুমি আর একবার জয়ন্তের অনুসন্ধান কর জয়াপীড়—

জয়া। রণস্থলে যে পার্শ্বে ঘোরতর সংগ্রাম হচ্ছিল, সেইখানেই জয়ন্ত পড়েছে—রাশি রাশি শবস্তূপের মাঝে কি তার সন্ধান করা সম্ভব হবে সম্রাট।

(চম্পার প্রবেশ।)

চম্পা। আমি সন্ধান করে দেব বাবা—যেখানে তিনি পড়েছেন সেখানে আমি একটা নিশান পুঁতে রেখে এসেছি কিন্তু—

ললিত। কিন্তু কি মা!

চম্পা। তিনি জীবিত আছেন কি না জানি না। আমি তাঁর নিকটে ছিলেম, শরবৃষ্টি হ'য়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর দেহের উপর পাহাড় তৈরি

হ'য়ে গেল—প্রাণপণ চেষ্টাতেও আমি তাঁকে স্থানান্তরিত ক'রতে পারলেম না।

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—উল্কাবেগে ছুটে যাও—দেখ, যদি এখনও তার দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের উত্তাপ অবশিষ্ট থাকে।

[জয়াপীড় ও তৎপশ্চাৎ চম্পার প্রস্থান।

বিজয়ের উল্লাস এমন ভাবে বুঝি আর কোথাও হাহাকারে পূর্ণ হয় নি—ওঃ—

রট্টা। মৃত্যু, আর একটু, আর একটু অপেক্ষা কর। রাণী রট্টার আর একটী কার্য্য অসম্পূর্ণ আছে—সেইটী শেষ হলেই তার এই বিষাদময় জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ হবে।

ললিত। ঐ বিরাট শবস্তূপের মাঝে বিকৃত কণ্ঠে কে কথা কইলে না! কে তুমি মরণ-পথের যাত্রী, যদি জীবিত থাক তবে আমায় বল কোন অপূর্ণ বাসনা তোমার মরণকে তিক্ত ক'রছে। তোমার অন্তিম অভিলাষ পূর্ণ ক'রতে আমি প্রাণদানেও কাতর হ'ব না—

রট্টা। কে তুমি কথা কইছ? সম্রাট না?

ললিত। হাঁ—আর তুমি?

রট্টা। আমি রট্টা।

ললিত। রট্টা—রট্টা—তুমি রট্টা! আমি যে সারা দেশ তোমার খোঁজ করেছি—পাইনি—তুমি এখানে এ ভাবে! রট্টা—প্রিয়তমে!

রট্টা। আর একটু অপেক্ষা কর সম্রাট—রাণী রট্টাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রতে দাও—তারপর তোমার প্রেম কাঙ্গালিনী রট্টাকে জাগিয়ে তুলো। সম্রাট, আমার অন্তিম অভিলাষ শুনতে চেয়েছিলে না?

ললিত। হাঁ রাণী,—বল কোন্ বাসনা তোমার অপূর্ণ আছে?

রট্টা। বল, পূর্ণ ক'রবে?

ললিত। ক'রব।

রট্টা। তবে শোন সম্রাট, যুদ্ধে এক পক্ষ জয়ী হয়—এক পক্ষ পরাজিত হয়, তার জন্য আমার কোন আক্ষেপ নেই। কিন্তু সম্রাট্ আমি যে আমার পূর্ণ শক্তি নিয়ে তোমার সম্মুখীন হ'তে পারলেম না, এ আক্ষেপ মরণের পরপারেও আমাকে পীড়িত ক'র্‌বে। সম্রাট, গৌড় যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না ক'র্‌ত—গৌড়সমরে যদি আমি আমার অর্দ্ধেক সৈন্য না হারাতেম তবে এত সহজে কর্ণাট কাশ্মীরের পদানত হ'ত না। সম্রাট, প্রতিশোধ নিতে হবে—গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে—পার্‌বে ?

ললিত। হাঁ পার্‌ব। নিশ্চিন্ত হও রাণী—প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—এই মৃত্যুর বীভৎসতার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—শোন রাণী, গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নেব—কঠোর প্রতিশোধ নেব।

রট্টা। নিশ্চিন্ত ;—রাণীর কার্য্য শেষ। এইবার এস প্রিয়তম—তোমার আদরিণী রট্টার কাছে এস—হাতে হাত রাখ—স্বামী হৃদয়েশ্বর, এই জাগ্রত মৃত্যুর ভৈরবী লীলার মাঝে এই আমাদের মধুর মিলন। এইবার ডাক একবার প্রিয়তম রট্টা ব'লে আদর ক'রে—যেমন একদিন ডেকেছিলে—আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি—

ললিত। রট্টা—রট্টা—আমার রট্টা—আমার আদরিণী রট্টা—

রট্টা। হৃ—দ—য়ে—শ্ব—র। [মৃত্যু।

ললিত। দীপ নিভে গেল—জলবার পূর্ব্বে দীপ নিভে গেল! ও হো হোঃ—রট্টা—রট্টা—প্রিয়তমে—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—০:০:০—

প্রথম দৃশ্য।

ললিতাদিত্যের শিবির-সম্মুখ

ললিতাদিত্য ও জয়ন্ত।

ললিত। আজ থেকে তুমি কাশ্মীরের অন্যতম সেনাপতি। এই নাও জয়ন্ত আমার তরবারি—ভরসা করি তোমার হাতে এ তরবারির অমর্য্যাদা হবে না—

জয়ন্ত। সম্রাটকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বর্ত্তমানে আমি এ অনুগ্রহের দান গ্রহণ ক'র্‌লাম। সম্রাট, এ তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে প্রয়োজন হয় আমি প্রাণ দেব। এ দিগ্বিজয়ী বাহিনী এখন কোন দিকে চালিত হবে সম্রাট—

ললিত। সর্ব্বাগ্রে গৌড়ের দিকে—

জয়ন্ত। গৌড়ের দিকে!

ললিত। হাঁ জয়ন্ত—গৌড়ের দিকে। গৌড়ের সঙ্গে আমার কিছু দেনা পাওনা আছে।

জয়ন্ত। সম্রাট, কাশ্মীরের সেনাপতির পদে বরণ করে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন তজ্জন্য আমি পুনরায় সম্রাটকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি যখন গৌড়ের বিরুদ্ধে আপনার অস্ত্র উদ্যত করেছেন, তখন আপনার তরবারি গ্রহণ ক'র্‌তে আমি অক্ষম। এই নিন সম্রাট আপনার তরবারি—

ললিত। কেন—কেন জয়ন্ত?

জয়ন্ত। আপনি বিস্মৃত হয়েছেন সম্রাট, গৌড় আমার জন্মভূমি—

ললিত। হাঁ জন্মভূমি—যে তোমাকে নির্ব্বাসিত করেছে।

জয়ন্ত। তবু আমি গৌড়বাসী বলে পরিচয় দেই। সম্রাট! আমি চললেম—

ললিত। কোথায়?

জয়ন্ত। গৌড়ে।—সম্রাট! সমর ক্ষেত্র হ'তে আপনি আমার মৃতকল্প অচেতন দেহ সযত্নে শিবিরে এনে আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন—তার জন্য আমি আপনার নিকট ঋণের নাগপাশে আবদ্ধ। কিন্তু সম্রাট আপনি আজ যখন শত্রুভাবে গৌড়ে প্রবেশ ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছেন—তখন আপনি আমারও শত্রু—আপনার আক্রমণ প্রতিরোধ ক'র্‌তে আপনার বিরুদ্ধে আমারও খড়্গা তুলতে হবে।

ললিত। সে খড়্গা আমিই তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি দেশভক্তবীর জয়ন্ত, আমার তরবারি আজ ধন্য হ'ল। চম্পা তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে—আমার নিকট তোমার কোন ঋণ নেই। যদি কিছু থাকে আমি সানন্দে তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি—যাও গৌড়ের সুসন্তান, আমি মুক্ত-কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করি—জন্মভূমির সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হও।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। এ মহত্ত্ব এক তোমাতেই সম্ভব সম্রাট—

(চম্পার প্রবেশ।)

চম্পা। ওগো—শোন—শোন—ভারি সুন্দর একটা গান আমার পেটের মধ্যে গিজ্ গিজ ক'রছে—

জয়ন্ত। কে? চম্পা! চম্পা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ—

চম্পা। তার জন্য তুমি আমার নিকট খুব কৃতজ্ঞ—প্রয়োজন বোধ ক'র্‌লে হাসতে হাসতে আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও ক'র্‌তে পার—না?

জয়ন্ত। হাঁ চম্পা—

চম্পা। তা সে কথা ত এই পনের দিনের মধ্যে অন্ততঃ দু' হাজার বার বলেছ—আবার কেন? ও ছেড়ে দাও—ও তে আর নূতনত্ব নেই।

জয়ন্ত। আমি আজ গৌড়ে যাচ্ছি—আমায় বিদায় দেও চম্পা—

চম্পা। গৌড়ে ত যাচ্ছ—আমার গান শুন্‌বে কে?

জয়ন্ত। আমি এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে যারা শুন্‌ত এখনও তারা শুন্‌বে।

চম্পা। পাগল! আর কি তা হয়! তুমি এসেই যে আমার গানের সুর বদলে দিয়েছ—এ গান ত তোমার নিকট ছাড়া আর কারও কাছে গাইতে নেই—

জয়ন্ত। কিন্তু আমার যে যেতেই হবে—

চম্পা। যেতেই হবে—কেন?

জয়ন্ত। তোমরা যে গৌড় আক্রমণ ক'র্‌ছ—

চম্পা। তা ত ক'র্‌বই—আর তুমিও যখন গৌড়ে জন্মেছ, তখন তোমারও ত যেতেই হবে। আচ্ছা এই গানটী না হয় শুনে যাও—

জয়ন্ত। আমি যে আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—

চম্পা। এই না বল্‌লে যে আমার জন্য প্রাণ দিতে পার। আমার একটা গান শোনা কি প্রাণ দেওয়ার চাইতেও শক্ত কাজ—আমি কি এমনই ওস্তাদ। খুব অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ছ কি! কি, গাইব?

জয়ন্ত। গাও।

চম্পা। তবে চুপ করে দাঁড়িয়ে শোন—

(চম্পার গীত।)

স্বপ্নের আঁধারে,
তোমায় আমায় মিলন হ'লো, কোন সাগর তীরে।
পথ ছিল আঁকা বাঁকা,
আমিও একা,

চমকে উঠে ও গো সখা
পেনু তোমার দেখা ;
ফুটল চোখে প্রাণের ভাষা,
বিজন বনে কেন আসা,
কয় সে তোমারে।

কেমন শুনলে? চমৎকার! না? বল - বল—

জয়ন্ত। অতি সুন্দর! চম্পা!

চম্পা। তোমার জন্মভূমি বিপন্ন—যাও বীর—ছুটে যাও—[প্রস্থান

জয়ন্ত। একটী জীবন্ত প্রহেলিকা! [বিপরীত দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ-কক্ষ।

পিয়ারীলাল ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণের গীত।

ঝর ঝর বারি ঝরে দুটী নয়নে,
অলি কি ব্যথা প্রাণে?
নীরবে নিতি নিতি নলিনী ফুটে
গুন গুন গুঞ্জরি মধু লও লটে ;
আজি এ কি পরমাদ, বিধি যে সাধিল বাদ,
ঘন ঘন গরজন বহে খর সমীরণ
থর থর কমলিনী পবন তাড়নে,
অধর চুমিবে বল আজি কেমনে?

১মনঃ। কই যুবরাজ ত এখন ও এলেন না—

পিয়ারী। তাঁর খুসী। তোমার ইচ্ছামত কি তাঁর যেতে আসতে

...। তোমরা তোমাদের চরকায় তেল মাখাও না—নাচ আর গাও আর

...আর নাচ আর গাও—

...। যুবরাজ ত এখনও আসেন নি—কার কাছে গাইব!

পিয়ারী। কেন, আমায় কি তুমি হিসেবেই আনছ না! জান

...—

...। আজ্ঞে কেতকী—

পিয়ারী। কেতকা!

...। আজ্ঞে হাঁ—আমি কেতকী—

পিয়ারী। কেতকা তুমি! কেতকার বুঝি ঐ রকম চাপ্ চাপে

...। তুই দিগম্বরা—

(বিজয় ও সামন্তদ্বয়ের প্রবেশ।)

কুমার এসেছেন—কুমার এসেছেন—

বিজয়। আঃ, চেঁচাচ্ছ কেন?

পিয়ারী। উহু—এটা হচ্ছে উচ্ছ্বাস! তোমার জন্য ছুঁড়ীরা এতক্ষণ

হুতাশ ক'রছিল—

বিজয়। এদের স্থানান্তরে যেতে বল—

পিয়ারী। সে কি! এদের স্থানান্তরে পাঠিয়ে কি ঐ অধম লোমচর্ম্ম

... জুটোকে নিয়ে মজলিস জমাবে নাকি!

বিজয়। আঃ, কেন বিরক্ত কর! দেখ্‌ছ এই বিপদ—

পিয়ারী। বিপদ! তা বল্‌তে হয়—তাহ'লে ত ওদের স্থানান্তরে

...ই হবে—ওগো শুনছ তোমরা, আমাদের যে বিপদ—

বিজয়। তোমরা সব স্থানান্তরে যাও—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

...না করে দেখুন, কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর নিশ্চিত ধ্বংসকে

আহ্বান করা একই কথা। বিশেষ গত যুদ্ধে আট হাজার সৈন্য হারি
আমরা বিশেষরূপে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি—

১ম সাঃ। কি ক'র্‌তে চান?

বিজয়। আমার মতে কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত
তাতে কোন ক্ষতি নেই—আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব—কাশ্মীরকে
কোন রাজস্ব দিতে হবে না—কোন সমর-ব্যয় বহন ক'র্‌তে হবে না—
ধর্‌তে গেলে ভবিষ্যতে 'কাশ্মীরে'র সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই থাকবে
না। মুখে আমাদের মাত্র কাশ্মীরপতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'র্‌তে হবে—
আর কাশ্মীরের প্রথামত সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে আমাদের একবার
অভিবাদন ক'র্‌তে হবে। এই মাত্র।

১ম সাঃ। মহারাজকে এ সব কথা নিবেদন করেছেন?

বিজয়। কোন লাভ নেই। তিনি ত মতিচ্ছন্ন—হিতাহিত
জ্ঞানশূন্য। তাঁকে বলা না বলা সমান কথা। গৌড় আপনাদের—
আপনারাই সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ—গৌড়ের শুভাশুভ—গৌড়ের ভবিষ্যৎ
নিয়ে যখন কথা হয় তখন আপনাদের মতামতই প্রবল হবে।

১ সাঃ। কুমারের কথা শুনে প্রীত হলেম।

বিজয়। আপনাদের যদি সন্ধি করা অভিপ্রেত হয়—আপনাদের
ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হবে—

২য় সাঃ। নিশ্চয়।

বিজয়। (স্বগত) নিশ্চয়! না, তোমরা আমার অভিষ্টসাধনের
ব্রহ্মাস্ত্র। এখন আমি তোমাদের হাতছাড়া ক'র্‌ব না। কিন্তু আমি
তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে তোমাদের ইচ্ছার প্রজার ইচ্ছার
কোন মূল্য নেই। তোমাদের শিখিয়ে দেব যে প্রজার কর্ত্তব্য, বিনা
বিচারে বিনা তর্কে রাজার আজ্ঞা পালন করা। (প্রকাশ্যে) পিতার দেহ
অবস্থা সামন্তগণ, তাতে এ সব জটিল সমস্যার বিষয়ের মধ্যে টেনে এনে আমি

…র বিকৃত মস্তিষ্ককে অধিকতর বিকৃত ক'র্‌তে চাই না। আপনারা বা …াম—আমরা ত রাজ্যের অহিতাকাঙ্ক্ষী নই।

১ম সাঃ। নিশ্চয়।

বিজয়। তাহলে আপনাদের অভিপ্রায় কি?

২য় সাঃ। সন্ধি করাই কর্ত্তব্য—কি বলেন?

১ম সাঃ। আমি ত সন্ধি করাই সঙ্গত বিবেচনা করি।

বিজয়। এ কথা আপনারা স্মরণ রাখবেন সামন্তগণ, যে আমরা মুখে মাত্র কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ছি—কার্য্যতঃ আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহ'লে আপনাদের এই সন্ধি করার অভিপ্রায় পত্রে আমি সম্রাটকে জানাতে পারি—

১ম সাঃ। কুমারের পত্র কি সম্রাট—

বিজয়। গৌড়েশ্বরই পত্র লিখবেন—

১ম সাঃ। মহারাজ তাহলে সব জান্‌তে পার্‌বেন?

বিজয়। বলেছিত, এ সব জটীল বিষয় নিয়ে তাঁকে আর আমি পীড়া দেব না। তাঁর নাম না হয় পত্রে আমিই স্বাক্ষর করে দেব—

১ম সাঃ। স্বাক্ষর ক'র্‌বেন মহারাজের বিনাঅনুমতিতে!

বিজয়। অনুমতি দেবার মত অবস্থা কি আর তাঁর আছে সামন্ত-প্রধান! আর প্রকৃত প্রস্তাবে আমি ত এখন গৌড়েশ্বর। রাজকার্য্য পরিচালনার শক্তি আর পিতার নেই। সত্বরই একটা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হবে। যাক্, সামন্তগণ, বিলম্ব ক'র্‌বার আর অবসর নেই—সম্রাট গৌড়ে এসে পড়লে আর সন্ধি হবে না—

১ম সাঃ। তাহলে কুমার আপনি সম্রাটকে সংবাদ দিন।

বিজয়। আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ত?

১ম সাঃ। হাঁ কুমার।

বিজয়। বেশ।

১ম সাঃ। আমরা এখন বিদায় হই—

বিজয়। হাঁ, আসুন। [সামন্তদ্বয়ের প্রস্থান

(স্বগত) আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ত!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মা আদেশ দিয়েছেন যে সিংহাসন আমি কখনই পাব না। দেখা যাক। (প্রকাশ্যে) কি ভাবছ পিয়ারীলাল?

পিয়ারী। আমাদের যে বিপদ!

বিজয়। তুমি মূর্খ! [প্রস্থান

পিয়ারী। এতদিন পরে মশাই যদি সেটা আবিষ্কার করে থাকেন তবে মশাইও যে কতটা বুদ্ধিমান তা সকলেই বুঝছেন। যাই দেখি ছুঁড়ীটা আবার কোথায় ঘুমিয়ে পড়ল—আমাদের যে বিপদ! [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌড়-প্রাসাদ—কক্ষ।

ভূপালসেন।

ভূপাল। ধীরে ধীরে চেতনাশক্তি হ্রাস হ'য়ে আসছে—অথচ আমার প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ! আর কি সে ফিরে আসবে! ওঃ—মরবার পূর্ব্বে কি একবার তার দেখা পাব না—একবার তার মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রতে পারব না। ঈশ্বর! আমার এই শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর—আমায় শান্তিতে মরতে দেও—

(অরুণার প্রবেশ।)

অরুণা। মহারাজ!

ভূপাল। কে? রাণী! কি চাই?

অরুণা। কাশ্মীরপতি নাকি গৌড় আক্রমণ ক'রতে আসছেন?

ভূপাল। সে সংবাদ রাখ্‌বে এখন তোমার রাজাপুত্র আর তার মাতা তুমি। আমার আর সে সংবাদে প্রয়োজন কি!

অরুণা। নাথ, ইষ্টদেবতা! সে অপরাধের জন্য ত কতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছি—ও চরণতলে আকুল হ'য়ে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করেছি—আজও কি আমাকে মার্জ্জনা ক'রতে পার্‌লে না—

ভূপাল। মার্জ্জনা! সে অপরাধের মার্জ্জনা! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ—তোমার সর্ব্বনাশ করেছ—জয়ন্তের সর্ব্বনাশ করেছ—তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ করেছ—গৌড়ের সর্ব্বনাশ করেছ! যাক্‌, গৌড় সম্বন্ধে কি বলছিলে?

অরুণা। কাশ্মীর-বাহিনী নাকি গৌড় আক্রমণ ক'রতে আস্‌ছে?

ভূপাল। হুঁঃ—তোমার পুত্র কোথায়?

অরুণা। জানি না—

ভূপাল। কে আছিস্‌? বিজয়কে ডাক,—রাণী!

অরুণা। বল—

ভূপাল। একটু আশা হচ্ছে না?

অরুণা। কিসের আশা মহারাজ?

ভূপাল। গৌড়ের এই দুর্দ্দিনে সে কি অভিমান করে দূরে থাক্‌তে পারবে—রাণী, সে আসবে—এইবার তার আসতে হবে। ঈশ্বর—ঈশ্বর—দেখত—দেখত রাণী, কে আসছে?—

(বিজয়ের প্রবেশ।)

কে—কে? তুমি—ওঃ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলেন)

বিজয়। আমায় ডেকেছেন?

ভূপাল। কাশ্মীর-সম্রাট গৌড় আক্রমণ ক'রতে আসছেন?

বিজয়। হাঁ তাঁর দূত এসেছিল—

ভূপাল। এসেছিল! কই, আমি ত জানি না—

বিজয়। জানেন না! অথচ আপনি কাশ্মীরপতির সঙ্গে স করেছেন।

ভূপাল। সন্ধি করেছি! আমি!

বিজয়। হাঁ আপনি। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে সম্রাটের নিক পাঠিয়েছেন—

ভূপাল। বিজয়! প্রকৃতিস্থ হ'য়ে এস—

বিজয়। আমি খুব প্রকৃতিস্থ আছি—

ভূপাল। প্রকৃতিস্থ আছ! আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে সম্রাটে নিকট পাঠিয়েছি?

বিজয়। হাঁ।

ভূপাল। তুমি দেখেছ সে সন্ধিপত্র?

বিজয়। দেখেছি বই কি। আমি কেন, আপনার সামন্তরাও কেউ কেউ দেখেছেন—আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাদের জিজ্ঞাসা করুন —ডাক্‌ব তাদের?

অরুণা। পিতার সম্মুখে সহজ স্বরে পরিষ্কার মিথ্যা কথাগুলো উচ্চারণ ক'রতে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ না হ'তে পারে বিজয়, কিন্তু সামন্তগণ এখনও মহারাজকে দেবতার অধিক শ্রদ্ধা ক'রে, এতটা নীচতা এখনও তাদের চরিত্রকে কলুষিত করে নি। ডাক তোমার সামন্তদের—

ভূপাল। না—না—আর তাদের ডাকতে হবে না—বিজয়, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—সব বুঝ্‌তে পেরেছি—কার পায়ের শব্দ? দেখত—দেখত রাণী—কে আস্‌ছে?

অরুণা। কই মহারাজ, কেউ ত নয়।

ভূপাল। কেউ নয়! তবে আর আশা নেই। ওঃ—গৌড়—আমার জীবনাধিক গৌড়! তুমি সে সন্ধিপত্র দেখেছ বিজয়?

বিজয়। পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমার কথা বিশ্বাস না হয় সামন্তদের ডেকে শুনুন—

ভূপাল। না, সামন্তদের আর ডাকবার প্রয়োজন নেই—তুমি আমার পুত্র, আমার বংশধর—চোখের সম্মুখে জগতের আলো ধূসর মলিন হ'য়ে আসছে—এখন যে তুমিই আমার ভরসা—তোমায় কি আমি অবিশ্বাস ক'রতে পারি! তাহ'লে বিজয়, আমি সন্ধি করেছি—

বিজয়। হাঁ মহারাজ। (স্বগত) একশ' একবার এক কথা বলতে হবে। মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে!

ভূপাল। বিজয়!—

বিজয়। আদেশ করুন—

ভূপাল। কি সর্ত্তে আমি সন্ধি করেছি?

বিজয়। আপনি কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক'রবেন—

অরুণা। কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক'রবেন!

বিজয়। সে একটা নাম মাত্র স্বীকার করা। কোন রাজস্ব দিতে হবে না—কোন সমরব্যয় বহন ক'রতে হবে না—

ভূপাল। হুঁ—

বিজয়। আর—

ভূপাল। আর?

বিজয়। আর সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে আপনার একবার অভিবাদন ক'রতে হবে—

ভূপাল। সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন ক'রব আমি! জান বিজয় আমি কে? রাণী—রাণী—আমার তরবারি আন—

বিজয়। (স্বগত) নড়ে বসতে মূর্চ্ছা যান—আস্ফালন দেখলে হাসি পায়।

অরুণা। (তরবারি দিয়া) মহারাজ, আমিই এ সর্ব্বনাশের কারণ—

সর্ব্বাগ্রে আমায় হত্যা করে—তারপর ঐ দেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের মস্তক ছেদন করুন—আপনার গৌড়কে রক্ষা করুন—

বিজয়। (স্বগত) এরা সবাই আমার শত্রু। এদের ইচ্ছা যে কাশ্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্যটা ছারখার হ'ক—আর আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াই। না, তা কোন মতে হ'চ্ছে না। সিংহাসন আমি হারাচ্ছি না—

ভূপাল। না, আর তা হয় না। এ কম্পিত হস্ত আর তরবারি ধরতে পারে না। ঈশ্বর—ঈশ্বর—এমন শক্তিহীন করে কেন আমায় এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে!—কার স্বর রাণী? শুনছ—শুনছ? না, আমারই ভ্রম। ওঃ!—বিজয়,—

বিজয়। আদেশ করুন—

ভূপাল! আমার তা' হ'লে কাশ্মীর যেতে হবে—তাদের বিজয়স্তম্ভকে হেঁট মুণ্ডে দন্তে তৃণ ধরে অভিবাদন ক'র্‌তে হবে?

বিজয়। এই মধ্যেই আপনি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন—

ভূপাল। স্তব্ধ হ' মিথ্যাবাদী—(উন্মাদের ন্যায় পদচারণা)

অরুণা। এই কুলাঙ্গারকে আমি গর্ভে স্থান দিয়েছি! ধিক—শত ধিক আমাকে!—

ভূপাল। উঃ—আমার সোনার গৌড়—আমার সাধের গৌড়—ওঃ কি ইচ্ছা হয় জান রাণী? ইচ্ছা হয় পরপদানত'হ'বার পূর্ব্বে এ সোনার রাজ্যকে উপড়ে সাগরের জলে বিসর্জ্জন দেই। রাণী—রাণী—দেখত—দেখত—সূর্য্য অস্ত গিয়েছে কি না?

বিজয়। সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

অরুণা। এলো না— এখনও সে এলো না—দেশ বিপন্ন—জন্মভূমি বিপন্ন—আর সে অভিমান করে বসে আছে! এই জন্যই কি তাকে স্তন্যপান ক'রিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।

ভূপাল। বিজয়, আমার যেতেই হবে?

বিজয়। সে আপনার অভিরুচি।

ভূপাল। না—না—বিরক্ত হ'য়ো না—বিরক্ত হ'য়ো না—আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক যাব—তোমার সিংহাসন আমি বিপদমুক্ত ক'রব। কিন্তু—কিন্তু—দিনের আলোতে নয়—এ লোহ শৃঙ্খল গলায় পরে এই শুভ্র স্পষ্ট দিবালোকে আমি এ কলঙ্কিত মুখ প্রকাশ ক'রতে পারব না। আর একটু অপেক্ষা কর—রজনীর গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীর বুকখানাকে গ্রাস করুক, তারপর তস্করের মত—অপরাধীর মত—আমি গৌড় থেকে বেরিয়ে যাব—

(নেপথ্যে জয়ন্ত—"খুল্লতাত—খুল্লতাত")

অরুণা। মহারাজ মহারাজ—এসেছে—ঐ আপনার জয়ন্ত এসেছে—

ভূপাল। শুনেছি—শুনেছি রাণী—কিন্তু বার বার প্রতারিত হ'য়ে আমি যে আমার কর্ণকে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না—

(জয়ন্তের প্রবেশ।)

জয়ন্ত। খুল্লতাত - খুল্লতাত—সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভূপাল। এঁ্যা! এসেছিস—সত্যই এসেছিস—সত্যই এসেছিস—জয়ন্ত—জয়ন্ত—(ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন) জয়ন্ত—আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—আমি অবিচার করেছি—বড় অবিচার করেছি।

জয়ন্ত। এ আপনি কি বলছেন খুল্লতাত—সন্তানকে অপরাধী ক'রবেন না—

ভূপাল। মা—কতকাল পরে—কতকাল পরে,—রাণী।

জয়ন্ত। আমার মা—মা কোথায়? একি মা, অমন অপরাধিনীর মত এক কোনে তুমি দাঁড়িয়ে কেন মা? মা—মা—কত কাল পরে তোমার জয়ন্ত তোমার পাদবন্দনা ক'রতে তোমার কাছে ছুটে এসেছে—করুণাময়ী জননী, একবার তাকে আদর করে জয়ন্ত বলে ডাক।

অরুণা। জয়ন্ত—জয়ন্ত! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

জয়ন্ত। মা—মা—কাঁদছ তুমি!

অরুণা। আমি রাক্ষসী, আমি তোর সর্ব্বনাশ করেছি!

জয়ন্ত। মা—মা—কি বলছ তুমি! তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমার চেয়ে ভাগ্যবান কে এ জগতে! সম্রাট ললিতাদিত্য সাদরে আমাকে তাঁর দিগ্বিজয়ী বাহিনীর সেনাপতিত্বে বরণ করেছেন—

বিজয়। তাই বুঝি সম্রাটের গুপ্তচর হ'য়ে গৌড়ে এসেছ!

জয়ন্ত। সমগ্র পৃথিবী পদানত ক'রবার উচ্চাশা যিনি হৃদয়ে পোষণ করেন, রণজয়ের জন্য তাঁর গুপ্তচরের প্রয়োজন হয় না। তুমি নিজেও ত একবার তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়েছ বিজয়। কাশ্মীর-পতির গৌড়াক্রমণের সঙ্কল্প অবগত হ'য়েই আমি ছুটে এসেছি তাঁর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে জন্মভূমি রক্ষা ক'র্তে, কিন্তু তোমাদের অলস উদাস ভাব দেখে আমার প্রাণে একটা মহা আতঙ্ক জেগে উঠেছে। বিজয়, ভরসা করি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তোমরা যথাযথ ভাবে প্রস্তুত হয়েছ।

বিজয়। মহারাজ কাশ্মীরের সঙ্গে সন্ধি ক'র্বেন।

জয়ন্ত। সন্ধি ক'র্বেন! কি ভাবে?

বিজয়। গৌড় কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'র্বে—

ভূপাল। আর গৌড়েশ্বর কাশ্মীরে গিয়ে সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে আভূমি অবনত হ'য়ে অভিবাদন ক'র্বে!

জয়ন্ত। খুল্লতাত, অন্য কা'র মুখে এ কথা শুন্‌লে আমি পরিহাস ব্যতীত অন্য কিছু মনে ক'র্তেম না—

ভূপাল। পরিহাস আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'র্বার সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজদণ্ড পরিচালনে অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছি। আমার হাত থেকে রাজ্যের রশ্মি স্খলিত হয়েছে। আমি আজ নামে গৌড়েশ্বর—কার্য্যে অপরের আজ্ঞাবহ।

জয়ন্ত। এ সন্ধি হবে না—বিজয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—

ভূপাল। বাঃ বাঃ সার্থক আমার শিক্ষাদান! আর আমার কোন আক্ষেপ নেই।

বিজয়। যুদ্ধ করে লাভ! এই শান্তিময় সমৃদ্ধিশালী সোণার রাজ্যে অকারণ আমি একটা অশান্তি সৃষ্টি ক'রতে চাই না—একটা বিরাট ধ্বংসকে ডেকে আনতে চাই না। মহারাজের যদি ইচ্ছা হয়, জয়ন্তকে নিয়ে যুদ্ধ করুন।

জয়ন্ত। আর তুমি?

বিজয়। আমি কেন, সামন্তদের নিকটও এ যুদ্ধে কোন সাহায্য পাবে না।

জয়ন্ত। সামন্তবৃন্দও সাহায্য ক'রবেন না?

বিজয়। না—

জয়ন্ত। কারণ!

বিজয়। বক্তৃতায় ত তাদের পেট ভরবে না।

জয়ন্ত। আচ্ছা, আমি তাদের নিকট যাচ্ছি।

বিজয়। বৃথা চেষ্টা।

জয়ন্ত। দেখা যাক্। [প্রস্থান।

অরুণা। জয়ন্ত—জয়ন্ত—পথশ্রমে কাতর ক্ষুধার্ত তুমি। [প্রস্থান।

বিজয়। আপনার অভিপ্রায়?

ভূপাল। কোন চিন্তা নেই বিজয়। গৌড়েশ্বর মিথ্যাবাদী নয়, তোমার সিংহাসন আমি নিষ্কণ্টক ক'রব। নিশ্চিন্ত হও। একটু অপেক্ষা কর—রজনীর অন্ধকারকে আর একটু জমাট আর একটু গাঢ় হ'তে দেও—

বিজয়। আমি কি কিছু দূর আপনার সঙ্গে আসব?

ভূপাল। বলেছি ত, গৌড়েশ্বর মিথ্যাবাদী নয়। আমায় সন্দেহ ক'রো না - যাও আমার অশ্ব প্রস্তুত কর—আমি যাচ্ছি।

[বিজয়ের প্রস্থান।

ললিতাদিত্য।

আমি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছি—আমি কাশ্মীর-পতির নিকট সন্ধিপত্র পাঠিয়েছি! এই আমার পুত্র! ঈশ্বর! এমন পুত্র যেন শত্রুরও না হয়!

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌড়ের সীমান্ত।

কাশ্মীর-শিবির—কক্ষ।

ললিতাদিত্য ও জয়াপীড়।

জয়া। এইবার আদেশ দিন সম্রাট আমরা তিব্বতাভিমুখে ধাবিত হই। গৌড়ের জন্য আর আমাদের কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

ললিত। কেন?

জয়া। গৌড়েশ্বর আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন—কাশ্মীরে গিয়ে সম্রাটের বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন ক'র্‌তে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন।

ললিত। তাতে কিছু আসে যায় না—গৌড় আক্রমণ আমার ক'র্‌তেই হবে।

জয়া। সে কি সম্রাট। পদানত—শরণাগত গৌড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কখনই সঙ্গত নয়।

ললিত। আমি এ সন্ধিপত্র বিশ্বাস করি না—

জয়া। কেন?

ললিত। জয়ন্তের গৌড় বিনা রক্তপাতে কাশ্মীরের প্রভুত্ব স্বীকার ক'র্‌বে এ আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

জয়া। বিশ্বাস ক'র্‌তে প্রবৃত্তি না হ'তে পারে, কিন্তু সত্যকে সম্রাট অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারেন না।

ললিত। সত্য হ'ক, মিথ্যা হ'ক,—কর্ণাটেশ্বরীর অন্তিম অনুরোধ—গৌড় আক্রমণ আমার ক'র্‌তেই হবে।

জয়া। বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েও! অন্যের মুখে এ কথা শুন্‌লে আপনিও তাকে কাপুরুষ বলে ঘৃণা ক'র্‌তেন সম্রাট।

ললিত। জয়াপীড়, তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি! তোমার কর্ত্তব্য আমার আদেশের সমালোচনা করা নয়—তোমার কর্ত্তব্য তর্ক না করে—প্রশ্ন না করে—অবনতশিরে আমার আদেশ পালন করা, ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হও।

জয়া। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'র্‌বেন সম্রাট! প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হ'লেও স্নেহ বশে স্বীয় উদারতা গুণে এ ভৃত্যের সঙ্গে সম্রাট বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন—সম্রাটের হিতৈষী জেনে এ ভৃত্যের প্রিয় বা অপ্রিয় কোন কথায় সম্রাট কখনও বিরক্ত হ'ন নি—শুদ্ধ এই ভরসায়—যাক, সম্রাট, আপনার আদেশ পালনের শুদ্ধ একটা যন্ত্র বিশেষে পরিণত হবার পূর্ব্বে এ ভৃত্যের এই অসংযত রসনা সম্রাট সমীপে আর একটা মাত্র প্রার্থনা জানিয়ে নীরব হবে। সম্রাট, কর্ণাট আর গৌড় নিয়ে বিনা কারণে আমরা বহু সময়ের অপব্যবহার করেছি। আপনার মুখেই শুনেছি যে জীবন সীমাবদ্ধ—আশা অনন্ত—অসীম। যদি এখনও পৃথিবী জয়ের বাসনা বিন্দুমাত্রও আপনার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে তবে এই তুচ্ছ গৌড় নিয়ে আর বৃথা কালক্ষেপ ক'র্‌বেন না। শরণাগত গৌড়কে রক্ষা বা কর্ণাটেশ্বরীর অভিলাষ পূর্ণ করা বা আপনার অভিরুচি সত্বর করুন। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে,—আর এই উদ্ধত ভৃত্যের অসংযত জিহ্বা ভবিষ্যতে সম্রাটকে বিরক্ত ক'র্‌বে না।

(বিপরীত দিকে উভয়ে প্রস্থানোদ্যত ঠিক সেই সময়
প্রহরীর প্রবেশ।)

ললিত। কে? কি সংবাদ?

ললিতাদিত্য।

প্রহরী। গৌড়েশ্বর শিবির-দ্বারে উপস্থিত।

ললিত। কে?

প্রহরী। গৌড়েশ্বর।

প্রহরী। গৌড়েশ্বর! এই দ্বিপ্রহর রজনীতে! আশ্চর্য্য! উত্তম, জয়াপীড়, সসম্মানে মহারাজকে এখানে নিয়ে এস। (প্রহরীর সহিত জয়াপীড়ের প্রস্থান) এই দ্বিপ্রহর রজনীতে গৌড়েশ্বর আমার শিবিরে! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। (জয়াপীড়ের সহিত ভূপালসেনের প্রবেশ) এই যে আসুন মহারাজ—

ভূপাল। আপনিই কি দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট ললিতাদিত্য?

ললিত। মহারাজের অনুমান সত্য। এই দ্বিপ্রহর রজনীতে মহারাজকে একাকী আমার শিবিরে দেখে আমি বড় কৌতুহলী হয়েছি মহারাজ—

ভূপাল। আমার পুত্র বিজয় সেন বলেছে যে আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছি। আমার পুত্র ত মিথ্যাবাদী নয় সম্রাট, তাই আমি সন্ধির সর্ত্ত পালন ক'রতে এসেছি।

ললিত। এই রাত্রে আপনার এ ক্লেশ স্বীকারের কোন প্রয়োজন ছিল না মহারাজ।

ভূপাল। প্রয়োজন ছিল না!—খুব প্রয়োজন ছিল সম্রাট। এই কলঙ্কিত মুখ দিবসের শুভ্র আলোকে প্রকাশ করে কি চোরের মত পালিয়ে আসা যায় সম্রাট,—তাই মুখ ঢাকতে রজনীর গাঢ় জমাট অন্ধকারের প্রয়োজন হয়েছে। জয়ন্ত সম্রাটকে যুদ্ধদান ক'রবার জন্য সামন্তদের কাছে ছুটে গেল, আর আমি পুত্রের সিংহাসন রক্ষা ক'রতে পুত্রের আদেশে সোনার শৃঙ্খল গলায় পরে সম্রাটের পাদুক লেহন ক'রতে ছুটে এলাম। সুপ্ত গৌড়বাসী এখনও জানেন না যে এই দস্যু তাদের কি অমূল্য রত্ন অপহরণ করে পালিয়ে এসেছে। কাল প্রত্যুষে জেগে উঠে দর্পণে যখন তারা

দের কালিমালিপ্ত বদনখানি দেখ্‌বে তখন তারা সহর্ষে আমায় ধন্যবাদ বে! দেবে না? আমি যে তাদের রাজা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ললিত। বুঝেছি মহারাজ, আমিও এ ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারিনি। নিন আপনার সান্ধিপত্র ফিরিয়ে দিচ্ছি—যান—যুদ্ধের জন্য হ'ন গে।

ভূপাল। যুদ্ধ ক'রব! আপনি বলছেন কি সম্রাট। যুদ্ধ করে যদি হারাই, আমার সর্বগুণালঙ্কৃত পুত্র কোথায় বাস ক'রবে! যুদ্ধে টা যদি ছারখার হ'য়ে যায়, কোথা থেকে আসবে সম্রাট আমার নন্দির বিলাসের উপাদান! গৌড়ের স্বাধীনতা যাচ্ছে;—তা যাবেই ত! নকে যে বেঁধে রাখতে পারে না—বার্দ্ধক্য যার দেহের উপর তার পতাকা তুলতে সাহস পায়—তরবারিখানা যার হাতে কেঁপে যায়—ন অপদার্থকে গৌড় যখন তার সিংহাসনে স্থান দিয়েছে তখন তার ধীনতা যাবে না! যাবেই ত! সম্রাট আমার যেন নিশ্বাস আটকে সছে—এ শৃঙ্খলের ভারে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে। পুত্র লেও মৃত্যু আমায় ভুলবে না। বেঁচে থাকতে থাকতে আমার যা কর্ত্তব্য ছে তা আমার দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে নিন—আমায় সত্বর কাশ্মীর পাঠিয়ে ন—আপনার বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন ক'রে পুত্রের সিংহাসন নিরাপদ রতে পারলেই আমি একটা বুকভাঙ্গা মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। ত্রের সিংহাসন নিরাপদ না করে ত আমার মরবার ও অধিকার নেই।

ললিত। মহারাজ, আপনার কথা শুনে যে আমি অশ্রু সংবরণ রতে পারছি না।

ভূপাল। এঁ্যা! আপনার নয়নে অশ্রু আছে? তবে ত আপনি তা।—আর এই দেখুন সম্রাট, জন্মভূমিকে বিক্রয় ক'রতে এসেছি—মার নয়ন শুষ্ক—একবিন্দু অশ্রু নেই—অশ্রুর রেখাটী পর্য্যন্ত নেই। নি—এমনি পিশাচ আমি!

ললিত। মহারাজ, আপনাকে কি ব'লব আমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আপনি উত্তেজিত, আজ বিশ্রাম করুন, কাল প্রভাতে কর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌ব।

ভূপাল। কর্ত্তব্য আমি স্থির করেই এসেছি সম্রাট—আমায় সত্বর কাশ্মীর পাঠিয়ে দিন—আপনার বিজয়স্তম্ভকে অভিবাদন না ক'রে আমার মুক্তি নেই।

ললিত। বেশ, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে'—প্রভাতে যা হয় ক'র্‌ব।

ভূপাল। না—না—সম্রাট! আমার বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই—

ললিত। দোহাই মহারাজ—আমি শ্রান্ত—জয়াপীড়! মহারাজের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও—

(একদিকে ললিতাদিত্য ও অপরদিকে জয়াপীড় ও ভূপালসেন প্রস্থানোদ্যত হইলেন। দু'এক পা অগ্রসর হইয়া ভূপাল সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

ভূপাল। হাঁ ভুলে গিয়েছি। বৃদ্ধের পদে পদে ভ্রম—আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন সম্রাট: কাশ্মীরপতি, আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ছি—কিন্তু কি ভাবে বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌ব;—কোন দিন করিনি কিনা তাই জানা নেই। বিজয় ও শিখিয়ে দেয় নি—নতজানু হ'ব—না, আভূমি প্রণত হ'ব—না আপনার পাদুকাশোভিত চরণতলে মাথা খুঁড়ব—বলুন সম্রাট, কি ক'র্‌ব—কি ক'রে বশ্যতা জানাব?

ললিত। দোহাই বৃদ্ধ—ক্ষান্ত হ'ন—পিতৃস্থানীয় আপনি, আর আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না—বিশ্রাম ক'র্‌বেন চলুন—

(ভূপালকে টানিয়া লইয়া ললিতাদিত্যের প্রস্থান; জয়াপীড় অনুগমন করিল।)

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির—ললিতাদিত্যের শয়ন-কক্ষ

ললিতাদিত্যের প্রবেশ।

ললিতাদিত্য। দিগ্বিজয়ে এই ত শান্তি—এই ত আনন্দ। প্রতি পাদক্ষেপে একটা হাহাকারের ঘনরোল্ বেজে উঠ্ছে—একটা ধ্বংসের ছবি জেগে উঠ্ছে। (ধীরে ধীরে শয্যার উপর উপবেশন করিলেন)—অভাগা এই গৌড়রাজ! পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ ক'র্‌তে তার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথচ বার্দ্ধক্য তাকে একেবারে শক্তিশূন্য করে দিয়েছে- ভরসা যে পুত্র—সে পিতার মর্ম্মবেদনার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না—সে ব্যস্ত তার সিংহাসন নিয়ে। না, আর দিগ্বিজয়ে প্রয়োজন নেই—কি অধিকার আছে আমার জগতের শান্তির মস্তকে কুঠার হান্‌তে—কি অধিকার আছে আমার মানবের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে! কালই কাশ্মীর প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌ব। (শয্যায় যেমন শয়ন করিতে যাইবেন অমনি প্রাচীরের গায়ে একটা উজ্জ্বল আলোক তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল)—ও কি! কিসের ও জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল আলোকরশ্মি! (আলোকটী ধীরে ধীরে রত্নার আকৃতিতে পরিণত হইল) একি! একি! কে—কে তুমি! কে তুমি! (শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন) এ যে—এ যে পরিচিত—পরিচিত মুখশ্রী! র—র—রত্না—রত্না—রাণী রত্না—আমার আদরিণী রত্না—তুমি—তুমি এখানে! এ কি—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি—না—না—এই ত আমি জাগ্রত,—দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছি,—আর ঐ ত আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রত্না! রত্না—রত্না—মরণের কোলে ঘুমিয়েছিলে তুমি, বল—বল, কোথা হ'তে কেমন করে মৃত্যুর কবল থেকে পালিয়ে এসেছ? কোন প্রয়োজনে কোন আকাঙ্ক্ষে আবার—আবার তুমি স্বর্গ থেকে মর্ত্তে ছুটে এসেছ?—বল, বল

কোন্ অপূর্ণ বাসনার—কোন অতৃপ্ত আকাঙ্খার তীব্র তাড়না তোমার আত্মাকে অস্থির করে তুলেছে—পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে উল্কাবেগে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ?—যদি এসেছ—যদি দয়া করে দেখা দিয়েছ—বল —বল রট্টা—আমি প্রাণ দিয়েও তোমার আত্মাকে শান্তি দেব—তৃপ্তি দেব।

(রট্টার প্রতিকৃতির বুকের উপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া "প্রতিশোধ" কথাটি ফুটিয়া উঠিল) এঁ্যা! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! হাঁ—হয়েছে, স্মরণ হয়েছে—সেই রণস্থল, পায়ের নীচে অগণ্য শবরাশি, সম্মুখে তোমার শোণিত-স্নাত পবিত্র দেহ—বাতাসে মরণের পঙ্কিল নিশ্বাস—উপরে স্তব্ধ বিরাট আকাশ—প্রকৃতির নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করে বজ্রস্বরে আমার সেই প্রতিজ্ঞা—হয়েছে ঠিক স্মরণ হয়েছে—গৌড়ের উপর প্রতিশোধ নেব—কঠোর প্রতিশোধ নেব—গৌড়কে ধ্বংস ক'র্‌ব—চূর্ণ ক'র্‌ব (নেপথ্যে পদশব্দ) জয়াপীড়—জয়াপীড়—তর্ক ক'র না—প্রশ্ন ক'র না—গৌড়েশ্বরকে হত্যা কর—(নেপথ্যে জয়াপীড়। "হত্যা ক'র্‌ব ?") হাঁ, এই মুহূর্তে গৌড়েশ্বরকে হত্যা কর—গৌড়রাজ্য ধ্বংস কর—অগ্নিতে ভস্ম কর—আমার আদেশ—কঠোর আদেশ—(নেপথ্যে জয়াপীড়। "উত্তম।") (সহসা রট্টার প্রতিকৃতি প্রাচীরের সহিত মিলিয়া গেল) রট্টা—রট্টা—এ কি! কোথাও কিছু নেই—কোথায় সে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি!—এই যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কোথায় লুকাল—কোথায় পালাল সে—না, এ স্বপ্ন—অথবা জাগ্রত তন্দ্রায় উত্তপ্ত মস্তিষ্কের তীব্র উত্তেজনা—(মাথাটা দু হাতে চাপিয়া ধরিলেন) ওঃ—না, এই রট্টার স্মৃতি আমায় উন্মাদ ক'র্‌বে—এখনই এ দেশ থেকে পালিয়ে যাব—নইলে নিস্তার নেই—জয়াপীড়—জয়াপীড়—

(গৌড়েশ্বরের রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড লইয়া জয়াপীড়ের প্রবেশ।)

কে—কে—জয়াপীড়—জয়াপীড়! এখনই শিবির—এ কি—এ কি!

(দুই হাতে চক্ষু ঢাকিলেন)

জয়া। সম্রাট, হত্যা করেছি—গৌড়েশ্বরকে হত্যা করেছি—

ললিত। এ্যাঁ—

জয়া। তর্ক না করে, প্রশ্ন না করে আপনার প্রথম আদেশ পালন করেছি সম্রাট, এই দেখুন গৌড়েশ্বরকে হত্যা করেছি—

ললিত। হত্যা করেছ!! আমার আদেশে!!!

জয়া। হাঁ সম্রাট, আপনারই আদেশে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে হত্যা করেছি। আপনার শরণাগত আশ্রিত অতিথি—আপনার শিবিরে—আপনার শয্যায় আপনার আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বড় সুখে ঘুমিয়েছিল—আর আমি! সম্রাট আপনার আদেশে আমি সেই নিদ্রিত বৃদ্ধের শিরশ্ছেদ করেছি। রক্তের সমুদ্র ঢেউ তুলে দু'বাহু বাড়িয়ে আমার পেছনে ছুটে এল—আপনার দ্বিতীয় আদেশ পালনের জন্য আমি তাকে উপেক্ষা করে চলে এলাম। বলুন সম্রাট, কি ভাবে আপনার দ্বিতীয় আদেশ পালন ক'রব—কি ভাবে গৌড় ধ্বংস ক'রব—কিসে আপনার তৃপ্তি হবে—কত বড় নৃশংসতায় আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মাত্রায় পালিত হবে—বলুন সম্রাট, সত্বর বলুন—

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—ঐ দেখ, ঐ দেখ কাশ্মীরের বিজয়-স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

(কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন)

চতুর্থ অঙ্ক।

—০ঃ০—

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত গৌড়ের রাজসভা—শূন্য সিংহাসন; তদুপরি রাজ-মুকুট স্থাপিত; সামন্তগণ, সভাসদগণ, বিজয়, পিয়ারীলাল ও অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য স্থানে দণ্ডায়মান।

বন্দী ও বন্দিনীগণের গীত।

জয় জয় নব ভূপতি।
জয় বীর ধীর বিজয় মহামতি॥
(হোক্) তব জয়-গৌরবে গৌড় ধন্য,
তব যশঃ-সে রভে ভারত পূর্ণ,
ধরণী গরবিনী ধরি নাম পুণ্য—
অক্ষয় হো'ক তব মহান্ কীর্ত্তি॥

গীত সমাপ্ত হইল—বিজয় ধীরে ধীরে উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন—"শ্রদ্ধেয় সামন্ত ও সভাসদবর্গ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে—কাশ্মীরপতির নৃশংসতায় ভগবান রামচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আপনাদের মহারাজ—আমার দেবচরিত্র পূজ্যপাদ পিতৃদেব—আর ইহজগতে নেই। তাঁর পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ ক'রে তাঁর অভাব বিদূরিত ক'রতে পারে এরূপ যোগ্য পাত্র বর্ত্তমানে গৌড়ে কেন, সমগ্র ভারতেও বিরল। আমায় আপনারা আশীর্ব্বাদ ক'রবেন, যেন ঐ মহিমাময় সিংহাসনে উপবেশন করে সত্যের প্রতি অচলা দৃষ্টি রেখে আমি রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রতে পারি—আমার পরলোকগত পিতৃদেবের প্রজারঞ্জনের আদর্শ সম্মুখে রেখে আমি রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রতে পারি।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু।

১ম সামন্ত। কুমার, আপনার বিনয়নম্র আশ্বাস-বাণী শ্রবণ ক'রে আমাদের শোকসন্তপ্ত চিত্ত প্রশমিত হ'ল। আপনিই এখন গৌড়ের একমাত্র ভরসা—গৌড় আজ আপনার হাতে তার শাসনদণ্ড তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। আপনি আপনার প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমাদের পালন করুন, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

বিজয়। (স্বগত) বড় আশা ছিল মায়ের, যে তিনি জয়ন্তকে এই গৌড়-সিংহাসনে বসাবেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

সকলে। জয় গৌড়ের জয়—জয় মহারাজ বিজয় সেনের জয়—

(বিজয় সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন ঠিক সেই সময় রাণী অরুণার প্রবেশ)

অরুণা। একি সামন্তবর্গ! কিসের এ উৎসব-আয়োজন—কেন এ গগনভেদী জয়ধ্বনি? গৌড় কি কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ করে তার নৃপতির বীভৎস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে—গৌড় কি কাশ্মীরের তপ্ত রক্তে তার পরলোকগত অধীশ্বরের অতৃপ্ত আত্মার তর্পণ করেছে—তাই কি আজ এই উৎসব সজ্জা—তাই কি আজ এ আনন্দ-কোলাহল? কেন তোমরা অপরাধীর ন্যায় নতদৃষ্টিতে নীরব রইলে—উত্তর দেও,—কোন্ মায়ের সুসন্তান—গৌড়ের কোন্ বীরধর্ম্মী কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ করেছে—কার জয়ধ্বনিতে তোমরা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত ক'রছ?

১ম সামন্ত। মহারাণী, আজ কুমারের রাজ্যাভিষেক—

অরুণা। রাজ্যাভিষেক! কুমারের রাজ্যাভিষেক!! কি বলছ বৃদ্ধ! কা'কে তোমরা আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসাতে যাচ্ছ! সে কি আমার স্বামীর নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে—সে কি কাশ্মীরের মুকুট পদদলিত ক'রে গৌড়ের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করেছে!—উত্তর দাও বৃদ্ধ

সামন্ত, কোন সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে—কোন যোগ্যতার আভাস দেখে-কোন বীরকার্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তার হাতে তোমরা তোমাদের রাজদণ্ড তুলে দিচ্ছ—তার মাথায় মুকুট পরাচ্ছ?

বিজয়। এর উত্তর আমি দিচ্ছি মহারাণী,—আমি ভূতপূর্ব্ব গৌড়েশ্বরের পুত্র এই অধিকারে আমি এ সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌ছি।

অরুণা। ভূতপূর্ব্ব গৌড়েশ্বরের পুত্র তুমি। তাই বুঝি তাঁর মৃত্যু-সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র; মুক্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর পরিত্যক্ত সিংহাসনে ব'স্‌বার জন্য উৎসব আয়োজনে মত্ত হয়েছ, আর ওদিকে শত্রুর কবলিত তোমার পিতার শবদেহ কোন মলিন-অন্ধকার পচা-দুর্গন্ধ-গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে পচে গলে শৃগাল শকুনির উদর পূরণ ক'র্‌ছে! তুমি তাঁর পুত্র! যে নৃশংস হত্যার কথা শুনে তুষারও উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে—শৃগাল ও ফিরে রুখে দাঁড়ায়—তুমি যদি তাঁর পুত্র হ'তে, তবে তুমি সে হত্যা-কাহিনী অবশ অলস উদাস ভাবে শ্রবণ করে অভিষিক্ত হ'তে ছুটে আস্‌তে না;- তুমি ছুটে যেতে একটা জ্বালাময় সর্ব্ববিধ্বংসী উত্তেজনার উন্মাদনায় অসি হস্তে কাশ্মীরের দিকে প্রতিশোধ নিতে—তুমি ছুটে যেতে শাণিত কৃপাণ করে আরক্ত নয়নে ললিতাদিত্যের বক্ষরক্তের সন্ধানে তোমার পিতার তর্পণের জন্য—তুমি ছুটে যেতে সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করে, বিলাস বাসনা পরিহার ক'রে তোমার পিতার পবিত্র দেহ রাক্ষসের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে তাঁর রাজোচিত সংকার ক'র্‌তে—তুমি তার পুত্র! না, তুমি তা'র কেউ নও—তুমি এ বংশের কেউ নও—তুমি গৌড়ের কেউ নও—

বিজয়। সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, আমরা কি এখানে এই প্রলাপ শুন্‌তে এসেছি?

অরুণা। না, তা আস্‌বে কেন! তুমি এসেছ এখানে অভিষিক্ত হ'তে, তুমি এসেছ এখানে মাথায় মুকুট পর্‌তে—না? নির্লজ্জ

কাপুরুষ! কার সিংহাসনে বস্‌তে যাচ্ছিস্, কার মুকুট পর্‌তে এসেছিস্! নেমে আয়—নেমে আয় অধম! সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, এখনই এ উৎসব-সজ্জা গৌড়ের অঙ্গ থেকে মুছে ফেলে দেও। স্বামীহীন হতশ্রী সে, তার অঙ্গে—বিধবার অঙ্গে উৎসব-সজ্জা শোভা পায় না শোকবেশই বিধবার যোগ্য আভরণ।

বিজয়। আর কিছু তোমার ব'লবার আছে?

অরুণা। তোমাকে! কিছু না। সামন্তগণ, সভাসদ্‌গণ, আমি জান্‌তে এসেছি, তোমরা তোমাদের রাজহত্যার প্রতিশোধ নেবার কি ব্যবস্থা করেছ—কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ ধূলিসাৎ ক'র্‌বার কি আয়োজন করেছ?

১ম সামন্ত। সে কি সম্ভব হবে মা?

অরুণা। তার অর্থ?

১ম সামন্ত। সম্রাট ললিতাদিত্য মহাপরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর—

অরুণা। আর গৌড় কি বীরশূন্য—গৌড় কি শৃগালের আবাসভূমি—গৌড়ের মায়েরা কি তাদের পুত্রদের বুকের রক্ত পান করায় না—তাদের জল খাইয়ে মানুষ করেছে! আমি জান্‌তে চাই—মায়ের সুসন্তান এমন সাহসী গৌড়বাসী কেউ আছে কি না যে তার জন্মভূমির কলঙ্কমোচন ক'র্‌তে পারে—আমি বুঝ্‌তে চাই, অস্ত্রধারী বীরধর্ম্মী এমন পুরুষ কেউ আছে কি না যে সম্রাট ললিতাদিত্যের বিজয়স্তম্ভকে চূর্ণ করে গৌড়ের ম্লানমুখ উজ্জ্বল ক'র্‌তে পারে? যদি কেউ থাক, অগ্রসর হও। কই, কেউ এগুলে না!—একদল মেষশাবকের মত নীরবে সব মাথা হেঁট করে বসে রইলে! বীরত্বাভিমানে কা'র কোষবদ্ধ তরবারি ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে উঠল না—কার' কণ্ঠ কুম্বনাদে গর্জ্জে উঠ্‌ল না! ধিক্!! ধিক্ তোমাদের!! তা হ'লে শৃগালের দল, স্থির হ'য়ে শোন, কাপুরুষ পুরুষে যা ক'র্‌তে সাহসী হ'ল না—গৌড়ের রমণী আজ তাই ক'র্‌বে—আমি চূর্ণ ক'র্‌ব ঐ কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ।

(জয়ন্তের প্রবেশ।)

জয়ন্ত। পুত্র জীবিত থাক্‌তে জননীর অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হবে না—আমি যাচ্ছি মা আমার সহচরদের নিয়ে কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে। মহিমাময়ী জননী, আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার স্তন-দুগ্ধের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হই।

অরুণা। কে—কে—জয়ন্ত! তুমি কি গৌড়ে জন্মেছ—গৌড়-জননীর স্তনদুগ্ধে তুমি কি বৰ্দ্ধিত হয়েছ! তবে কি এখনও গৌড়ের আশা আছে! যাও পুত্র—গৌড়ের মুখ রক্ষা কর—গৌড়ের নাম ইতিহাসের বুকে অমর কর—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি—তোমার উদ্যম সফল হ'ক্—সার্থক হ'ক্—

(প্রণাম করিয়া জয়ন্ত প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া)

জয়ন্ত। মা, খুল্লতাতের দেহ আন্‌তে আমি সম্রাট-শিবিরে গিয়েছিলেম—

অরুণা। গিয়েছিলে!—তারপর?

জয়ন্ত। আমার যাবার বহুপূর্ব্বে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থেকে সে পবিত্র দেহের রাজোচিত সৎকার করিয়েছেন।

অরুণা। ললিতাদিত্য!—এটুকু মহত্ত্ব কি তোমার আছে। জয়ন্ত—পুত্র—তুমি দীর্ঘজীবী হও— [জয়ন্তের পুনরায় প্রণামান্তর প্রস্থান।

শোন সামন্তগণ, শোন সভাসদগণ, যতদিন না কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ করে জয়ন্ত ফিরে আসে, ততদিন এ সিংহাসন এমনি শূন্য থাকবে—ততদিন এ মুকুট আমার কক্ষে আবদ্ধ থাকবে—[মুকুট লইয়া দৃঢ় পাদক্ষেপে প্রস্থান।

বিজয়। সভাসদ্‌গণ, সামন্তগণ—দেখছেন না—মাতার মস্তিষ্ক শোকে বিকৃত—সত্বর মুকুট ছিনিয়ে আনুন।—কি সব চুপ করে রইলেন যে?—

১ম সামন্ত। ক্ষমা ক'র্‌বেন কুমার, মহারাণীর কার্য্যে প্রতিবাদ ক'র্‌তে আমরা অক্ষম।

বিজয়। অক্ষম! অপদার্থের দল।—উত্তম, আমি নিয়ে আস্‌ছি—

১ম সামন্ত। স্মরণ রাখবেন কুমার, যে মহারাণী আমাদের জননী।

বিজয়। হুঁ:—আচ্ছা, এস পিয়ারীলাল।

[পিয়ারীলালকে লইয়া বিজয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীরপ্রত্যাগমনপথ—ললিতাদিত্যের শিবির—কক্ষ।

চিন্তামগ্ন ললিতাদিত্যের প্রবেশ।

ললিত। পৃথিবী জয়ের সঙ্কল্প নিয়ে মনোমত বাহিনী সাজিয়ে বীরদর্পে যে দিন কাশ্মীর থেকে বের হ'য়েছিলেম, স্বপ্নেও কি সেদিন ভেবেছিলেম যে কাশ্মীরের উন্নতশির হেঁট করিয়ে, চির-অনুতপ্ত অপরাধীর মত আবার আমার কাশ্মীরে ফিরতে হবে। হত্যার গাঢ় তপ্ত রুধিরে হস্ত রঞ্জিত—প্রতারণার নীচতায় হৃদয় সঙ্কুচিত—অনুতপ্ত—ভগ্নোদ্যম আমি, সব উচ্চাশা গৌড়ের সীমান্তে বিসর্জ্জন দিয়ে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা বুকে করে আজ কাশ্মীরে ফিরছি। ওঃ—কি পরিবর্ত্তন! কে?

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। একজন গৌড়বাসী সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী—

ললিত। গৌড়বাসী! কে, জয়ন্ত?

প্রহরী। না সম্রাট।

ললিত। তবে? উত্তম—আসতে বল। (প্রহরী প্রস্থানোদ্যত) সশস্ত্র?

প্রহরী। না সম্রাট।

ললিত। তবে? যাও, আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান) গৌড়ে কি একজনও মানুষ নেই! ব্যাকুল আগ্রহে আমি তাদের প্রতীক্ষা ক'রছি—

ললিতাদিত্য।

আর একটা লোক ছুটে এল না প্রতিশোধ নিতে! অথচ আমি তাদের উপর কত বড় অত্যাচার করেছি—তাদের নিকট আমি কত বড় অপরাধ করেছি! শুদ্ধ ললিতাদিত্যের নাম শুনে গৃহকোণে বসে তারা কাঁপছে অপদার্থ ভীরুর দল! যদি তারা—না, তা হবার নয়।

(পিয়ারীলালের প্রবেশ।)

কে তুমি?

পিয়ারী। আজ্ঞে আমি পিয়ারীলাল—

ললিত। পিয়ারীলাল!

পিয়ারী। আজ্ঞে হাঁ—পিয়ারীলাল—

ললিত। কোথা থেকে আসছ?

পিয়ারী। গৌড় থেকে—

ললিত। প্রয়োজন?

পিয়ারী। সম্রাট, জয়ন্ত আপনার বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'রতে কাশ্মীর যাত্রা করেছে—

ললিত। এ কি সত্য?

পিয়ারী। হাঁ সম্রাট। সপ্তাহ পূর্ব্বে সে রওনা হয়েছে। সম্রাটের শিবির খুঁজে বের ক'রতে আমার বিলম্ব হয়েছে—

ললিত। জয়ন্ত—জয়ন্ত তুমি কি দেবতা! আমার দিবারাত্রের কাতর প্রার্থনা কি তোমার কর্ণে পৌঁছেছে—

পিয়ারী। (স্বগত) নিশ্চয় বাতিকগ্রস্থ—

ললিত। বন্ধু, যে সুসংবাদ দিয়েছ তুমি—কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত ক'রব! বুকের উপর যে পাষাণখানা চেপে আমার শ্বাসরোধ ক'রছিল—তুমি আজ তা সরিয়ে দিয়েছ—নেবে তুমি কাশ্মীরের সিংহাসন?

পিয়ারী। (স্বগত) পাগল নাকি!

ললিত। নীরব রইলে! অভিশপ্ত হত্যারাগরঞ্জিত বলে গ্রহণ ক'র্‌তে তুমি দ্বিধা ক'র্‌ছ! কিন্তু আমি যে এই অনুতাপের—

পিয়ারী। সম্রাট, সত্বর না গেলে আপনার বিজয়-স্তম্ভ চূর্ণ হবে।

ললিত। এঁ্যা!

পিয়ারী। (স্বগত) কালা নাকি! (প্রকাশ্যে) সত্বর না গেলে আপনার বিজয় স্তম্ভ চূর্ণ হবে—

ললিত। কে তুমি?

পিয়ারী। (স্বগত) স্মৃতিশক্তিটা একেবারেই হারিয়েছে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে আমি পিয়ারীলাল—

ললিত। শত্রু না সুহৃদ?

পিয়ারী। আজ্ঞে তাঁবেদার— আমায় বিজয় সেন পাঠিয়েছেন।

ললিত। হুঃ—তারপর?

পিয়ারী। আমরা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছি—কেবল ঐ গোয়ার জয়ন্তটা মানতে রাজী নয়। এত বড় স্পর্দ্ধা তার যে সে সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গতে চায়—

ললিত। আর তোমার প্রভু বিজয় সেন বুঝি তোমাকে পাঠিয়েছেন সংবাদ দিয়ে আমাকে সতর্ক ক'র্‌তে—না?

পিয়ারী। আজ্ঞে হা—আমরা যে তাঁবেদার—এ সংবাদ সম্রাটকে না জানিয়ে আমরা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—

ললিত। কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) একে বন্দী কর—

পিয়ারী। আজ্ঞে আমি ত পিয়ারীলাল—

ললিত। তা আমি জানি—

পিয়ারী। সম্রাটের তাঁবেদার—

ললিত। এর জিহ্বা কর্ত্তন কর। আচ্ছা না, একটু অপেক্ষা কর—

ললিতাদিত্য।

আপাততঃ একে নজরবন্দী রাখ—(স্বগত) জয়াপীড়কে বিশ্বাস নেই—এবং আর কাশ্মীরে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়—তিব্বত আক্রমণ ক'র্‌ব। [প্রস্থান।

পিয়ারী। প্রহরী বাবা—

প্রহরী। কি যাদু!

পিয়ারী। আমার জিভখানা এবারের মত রেখে দেও না—

প্রহরী। তা যে হয় না সোনা—সম্রাটের আদেশ কি না—

পিয়ারী। জিভ যে আমার মোটে একখানা—

প্রহরী। বর্ষা পেলে পাশ দিয়ে গজিয়ে উঠ্‌বে আরও দুচারখানা তার জন্য তুমি কিছু ভেব না—

পিয়ারী। ভাবব না?

প্রহরী। কিছু না—

(জয়াপীড়ের প্রবেশ।)

জয়া। কে এ?

প্রহরী। সম্রাটের আদেশে নজরবন্দী—

জয়া। কারণ?

পিয়ারী। আজ্ঞে, আপনাদের উপকার ক'র্‌তে এসে আমার জিভখানা যায়—

জয়া। কি রকম?

পিয়ারী। আমরা সম্রাটের তাঁবেদার—

জয়া। তারপর?

পিয়ারী। জয়ন্ত সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে কাশ্মীর যাত্রা করেছে—

জয়া। কি! কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌বে!

পিয়ারী। আজ্ঞে হাঁ—এই সংবাদ দিয়েই আমার জিভখানা যাচ্ছে।

(ললিতাদিত্যের প্রবেশ।)

ললিত। যা আশঙ্কা করেছিলেম—কেন পাপিষ্ঠের জিহ্বা কর্ত্তন ক'রতে আদেশ দিয়ে আবার তা প্রত্যাহার করেছি! বিষধর প্রাণভরে বিষ উদ্গীরণ করেছে। (প্রকাশ্যে) এই যে জয়াপীড়, জয়াপীড় আমি মতের পরিবর্ত্তন করেছি—তিব্বতাক্রমণের সঙ্কল্প করে আমি ছাউনি তুলতে আদেশ দিয়েছি—তুমি প্রস্তুত হও গে'—

জয়া। শুনেছেন সম্রাট?

ললিত। কি জয়াপীড়?

জয়া। জয়ন্ত বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'রতে কাশ্মীর যাত্রা করেছে—

ললিত। কে বলে?

জয়া। এই—

ললিত। ও একটা উন্মাদ। তুমি প্রস্তুত হওগে' জয়াপীড়—

জয়া। সম্রাট, গৌড়ের উপর আমরা যে অত্যাচার করেছি তাতে এটা অস্বাভাবিক নয়। যাই হ'ক, সর্ব্বাগ্রে আমাদের কাশ্মীর যাওয়াই কর্ত্তব্য।

ললিত। আমি তিব্বত আক্রমণ ক'রতে কৃতসঙ্কল্প—

জয়া। বেশ, আপনি তিব্বত আক্রমণ করুন—আমি কাশ্মীর যাই।

ললিত। (শুষ্কস্বরে) না—না—তা হবে না—তোমায় তিব্বত যেতে হবে—

জয়া। কেন সম্রাট?

ললিত। প্রয়োজন আছে।

জয়া। কি প্রয়োজন আমি শুনতে পারি না?

ললিত। না—

জয়া। সম্রাট আপনার আচরণে আমার সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। আপনার চ'খে মুখে একটা চাঞ্চল্যের চিহ্ন ফুটে বেরুচ্ছে—প্রাণপণ চেষ্টাতেও আপনি তা ঢেকে রাখতে পারছেন না—

ললিত। যাও জয়াপীড়, তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওগে'।

জয়া। সম্রাট, আপনার আদেশে এই হাতে ঘাতকের খড়্গাও ধারণ করেছি কিন্তু আজ আমি আপনার আদেশ পালনে অক্ষম। আমি যেন কাশ্মীরের করুণ আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। সম্রাট—সম্রাট—আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে যে এ ব্যক্তি উন্মাদ নয়—এর সংবাদ সত্য। চলুন সম্রাট, কাশ্মীরে ফিরে চলুন—

ললিত। জয়াপীড়, তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও গে'—

জয়া। তবে আপনি কাশ্মীরে যাবেন না?

ললিত। না।

জয়া। বেশ। সম্রাট, আমায় বিদায় দিন।

ললিত। জয়াপীড়, এই শেষবার বলছি—তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও—

জয়া। আমি প্রাণান্তেও তিব্বত যাব না—

ললিত। কে আছিস? জয়াপীড়কে বন্দী কর—

জয়া। সম্রাট! কি আপনার উদ্দেশ্য?

ললিত। না—না—তুমি কাশ্মীরে যেতে পাবে না—তোমায় তিব্বত যেতে হবে—

জয়া। এইবার বুঝেছি সম্রাট—কিন্তু তা হবে না—কখনই না। কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—ঐ বিজয়স্তম্ভ রচনা ক'রতে এ হৃদয়ের শোণিতও অজস্রধারে উৎসৃষ্ট হয়েছে—ঐ বিজয়স্তম্ভের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা ক'রতে সহস্র সহস্র কাশ্মীরবীর অকাতরে প্রাণ দিয়েছে—কোন অধিকার নেই আপনার তা নিয়ে ইচ্ছামত খেলা ক'রবার। আমি চললেম সম্রাট, কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা ক'রতে—ইচ্ছা হয় আপনি কাশ্মীরকে ধ্বংস ক'রতে জয়ন্তের সঙ্গে মিলিত হ'ন গে'—

[বেগে প্রস্থান।

ললিত। কে আছ? বন্দি কর—জয়াপীড়কে বন্দি কর—হাঁ, এই দুষ্ট দুরাত্মার শিরশ্ছেদ কর—নিয়ে যাও—

পিয়ারী। (ছুটিয়া ললিতাদিত্যের পায়ের উপর পড়িয়া) দোহাই খোদা—আমি তাঁবেদার—

ললিত। যাও—নিয়ে যাও—

(প্রহরী পিয়ারালালকে টানিয়া লইয়া গেল ও বিপরীত দিক হইতে অন্য প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। সম্রাট—

ললিত। কে? জয়াপীড় কোথায়?

প্রহরী। তিনি সুসজ্জিত অশ্বারোহণে উল্কাবেগে কোথায় ছুটে গেলেন—

ললিত। এ্যাঁ—অপদার্থ, কেন তাকে বন্দি করিস্‌নি—

প্রহরী। চোখের পলকে তিনি এক লম্ফে অশ্বারোহন ক'রে ধাবিত হয়েছেন—তাঁর অশ্ব যে সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকে সম্রাট—

ললিত। আমার অশ্ব—আমার অশ্ব—

[বেগে প্রস্থান;—প্রহরী অনুগমন করিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

অঞ্জনগিরির পাদদেশ।

(জয়ন্ত ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ।)

জয়ন্ত। ক্লান্ত অশ্বগুলি বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে হর্ষধ্বনি ক'র্‌ছে—আমরাও দীর্ঘপথ পর্য্যটনে শ্রান্ত—ক্ষুধার্ত্ত। এই পর্ব্বতের পাদদেশে

ললিতাদিত্য।

ক্ষণেক বিশ্রাম ক'রে নবীন উদ্যমে আবার আমরা যাত্রা ক'র্ব। তোমরা দেখ ভাইসব চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করে যদি কিছু আহার্য্য সংগ্রহ ক'র্তে পার

[অনুচরগণের প্রস্থান

অপরিচিত কাশ্মীর এখনও কতদূরে কে জানে—কে জানে কতদিনে সেখানে পৌঁছিতে পার্ব—কতদিনে অভিষ্ট সাধনে সক্ষম হব—হব কি না তাই বা কে জানে! এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতা—এত বড় একটা নৃশংসতা একি বৃথা যাবে! (দূরে সঙ্গীতধ্বনি) সঙ্গীতধ্বনি! কে এই নির্জ্জন বনভূমি তার সুমিষ্ট স্বরলহরীতে প্লাবিত ক'রছে!—একজন পথপ্রদর্শক পেলে আমার কার্য্য আরও সহজসাধ্য হ'ত। পাই বা না পাই—সারাজীবনও যদি কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভের সন্ধানে আমার ঘুরতে হয়—তাতেও আমি বিচলিত হ'ব না—মায়ের আদেশ, কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ আমার চূর্ণ ক'রতেই হবে।

(সঙ্গীতধ্বনি নিকটে আসিল)

একি! এ যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর—এ স্বরের ঝঙ্কার এখনও যেন আমার কাণে বাজ্ছে। এ দিকেই আসছে না!

(গীত গাহিতে গাহিতে চম্পার প্রবেশ।)

গীত।

ফুল্ল কুসুম সম ফুল্ল যৌবন মম
আকুল পিয়াসা পরাণে।
নিঠুর মলয় বায়, পঞ্চমে পাখী গায়,
শিহরে হিয়া মম কুহুতানে।
হৃদয় মরিছে যেন কাহার পরশ তরে,
শ্রবণ যাচিছে ঘন কাহার মধুর স্বরে,
বাঞ্ছিত এস ফিরে, অধরে অধর ধরে,
মরণে জীবন দাও একটি চুম্বনে।

জয়ন্ত। কে? চম্পা! চম্পা তুমি—তুমি এখানে! এ যে আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছি না—

চম্পা। আরে কেও?—তুমি!—তুমি এখানে! আমি ও যে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না। তাই বল—দীর্ঘকাল পরে আজ যখন আমার স্বপ্ন আবার সঙ্গীতময় হ'য়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, তখনই আমার কেন যেন মনে হয়েছে তুমি নিকটে কোথায় আছ। নইলে সেই যে তুমি গৌড় ছেড়ে গেলে, তার পর শত চেষ্টাতেও আমি আর গান গাইতে পারি নি। আঁধার দিনে প্রাণ যেমন আলোর মুখ দেখবার জন্য হাঁপিয়ে ওঠে তেমনি গানের প্রাণটা আমার এ কয় দিনে একটু আনন্দস্পন্দন অনুভব ক'রবার জন্য আকুলি ব্যাকুলি করেছে।

জয়ন্ত। তারপর কোথা থেকে কেমন করে এলে চম্পা—কার সঙ্গে এলে? সম্রাটের শিবির কি নিকটে - সম্রাট কি কাশ্মীর ফিরেছেন?

চম্পা। প্রশ্নের বন্যা ত ছুটিয়ে দিলে—আমার উত্তর দিতে হবে না! কোথা থেকে এসেছি?—তার উত্তর, শিবির থেকে। কেমন করে এসেছি? যেমন করে সবাই আসে—তোমরা এসেছ। কার সঙ্গে এসেছি? সঙ্গ ত এখনও কারও পাই নি।

জয়ন্ত। এই দীর্ঘপথ একাকী এসেছ?

চম্পা। সবুর,—এখনও সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি। তারপর তোমার প্রশ্ন হ'ল যে সম্রাটের শিবির কি নিকটে? তার উত্তর সম্রাটের শিবির এখন কোথায় আমি জানি না।

জয়ন্ত। জান না!—

চম্পা। আর একটু ধৈর্য্য রাখতে পারে না! সম্রাট কাশ্মীরে ফিরেছেন কি না? তার উত্তর ও আমি জানি না। ব্যস, এইবার আবার প্রশ্ন ক'রতে পার—

জয়ন্ত। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

ললিতাদিত্য।

জয়ন্ত। বেশ—আমি তোমায় কখনও জিজ্ঞাসা ক'র্ব না। এইবার আমার সঙ্গে যাবে ত? চম্পা—(হাত ধরিলেন)

চম্পা। গীত

ঐ নূতন প্রাণ পেয়ে
আমার মন-নদীতে ছুট্‌লো রে বান দু'কূল ছাপিয়ে।
আজ মরা গাঙ্গে ঢেউ উঠেছে
শুক্‌নো ডালে ফুল ফুটেছে;
তোরা দেখ্‌বি যদি, মাত্‌বি যদি আয় ত্বরা-ধেয়ে
উল্লাসে প্রাণ পাগল পারা আপন হারায়ে॥

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

হ্রদ মধ্যে ভাসমান সুসজ্জিত গৃহ-পুঞ্জ।

তন্মধ্যে সুকণ্ঠি কাশ্মীরা-যুবতীগণ জলকেলী করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। দূরে কতকগুলি পাষাণ স্তম্ভ।

যুবতীগণের গীত।

(এস) জলকেলি করি সবে মিলি
অঙ্গে রঙ্গে অঙ্গ ঢালি।
ছড়ায়ে রূপরাশি, অলসি ঝিলি ঝিলি,
তরল সলিলে যাইব মিশি;
ভাসিব ধাইব যেন মরালী।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আবার মুখটি তুলে
কমলিনী সম ফুটবো জলে
সুধা লুটিতে ছুটিবে কত অলি।

(চম্পা, জয়ন্ত ও তাহার সহচরগণের প্রবেশ।)

চম্পা। কেমন দেখ্‌ছ আমাদের দেশ ?

জয়ন্ত। অতি সুন্দর। স্বর্গ কোন দিন দেখিনি—কিন্তু এর চেয়ে নয়নাভিরাম কিছু আমি কল্পনাতেও আনৃতে পারি না। ঐ যে সুসজ্জিত গৃহপুঞ্জ হাস্যময়ী ক্রীড়ারতা সঙ্গীতমুখরা অনন্ত-যৌবনা কাশ্মীরী-ষোড়শীদের বুকে ক'রে বিশাল-হ্রদমধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে—ঐ যে কাশ্মীর-প্রসূনরাজি রূপের ছটায় ভুবন আলো ক'রে সুবাসে প্রাণ মাতিয়ে, বাতাসের সঙ্গে তালে তালে নেচে নেচে ভৃঙ্গরাজের সঙ্গে ক্রীড়া ক'র্‌ছে—চম্পা কি দেখ্‌ছ তুমি এক দৃষ্টে ওদিকে ?

চম্পা। হতশ্রী, মলিন—বিবর্ণ। প্রাণ নেই—প্রাণের দীপ্তি নেই—হাসির উজ্জ্বলতা নেই—জীবনের সাড়া নেই—কে এর এ দশা ক'র্‌লে।

জয়ন্ত। কার চম্পা ?

চম্পা। অথচ একদিন গৌরবের দীপ্তিতে জীবন্ত ছিল—বীরত্বের বিভায় প্রাণময় ছিল আজ—আজ এ কি দেখ্‌ছি! একটা পাষাণস্তূপ! প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে শূন্য মণ্ডপের মত হতশ্রী—মলিন—আঁধার—প্রাণহীন!—সম্রাট, পিতা, তুমি দিগ্বিজয়ে মত্ত হ'য়ে প্রবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছ—একবার দেখে যাও—কাশ্মীরবাসীর অনাদরে, কাশ্মীরবাসীর অশ্রদ্ধায় তোমার সাধের বিজয়স্তম্ভ—

জয়ন্ত। এঁ্যা! ঐ বিজয়স্তম্ভ! বিজয়স্তম্ভ ঐ!!!

চম্পা। না—না—আমি বলিনি—ব'লব ব'লে বলিনি—নিজের অজ্ঞাতসারে ও নাম জিহ্বা উচ্চারণ করেছে—ওঃ—কি করেছি—কি করেছি!

জয়ন্ত। ভাইসব পেয়েছি সন্ধান—চল, ছুটে চল—ঐ সে বিজয়স্তম্ভ—

[জয়ন্ত অনুচরগণ সহ প্রস্থানোদ্যত।

চম্পা। যে যেখানে কাশ্মীরী আছ, এস, ছুটে এস, গৌড়বাসী তোমাদের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে এসেছে—

জয়ন্ত। একি! এ যে চিৎকার ক'রতে আরম্ভ ক'রল। এর আওয়াজে এখনই উন্মত্ত নাগরিকগণ ছুটে আসবে। ভাইসব বালিকার মুখ বাঁধ—

চম্পা। কাশ্মীরের ভক্ত—কাশ্মীরের সন্তান যে যেথানে আছ—এস সত্বর ছুটে এস—দেশের গৌরব রক্ষা কর—

(মুহূর্ত্তে অনুচরগণ সাহায্যে জয়ন্ত চম্পার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল)

জয়ন্ত। চম্পা! আমার কার্য্যের গুরুত্ব স্মরণ করে আমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করো। চল ভাই সব— [জয়ন্ত ও তাহার অনুচরগণের প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।)

নাগরিক। এ দিকে কার চিৎকার শুনলেম না! যেন কেউ বিপন্ন হ'য়ে সাহায্য চাচ্ছে। এ যে একটা ছুড়ী!—এঁ্যা—এই দিন দুপুরে রাস্তার মাঝে ছুঁড়ীর উপর অত্যাচার ক'রল! তা আর আশ্চর্য্য কি রাজা গেছেন রাজ্য ছেড়ে—দিনে দিনে আরও কত হবে। যাদের উপর রাজ্য রক্ষার ভার তারা সুযোগ বুঝে নিজেদের তল্পী বাঁধছেন। কে কাকে দেখে! বাছা কি হয়েছে বলত? কে তোমার মুখ বেঁধেছে? কিছু নিয়েছে কি?

চম্পা। ভদ্র, গৌড় কাশ্মীরের বিজয়-স্তম্ভ চূর্ণ ক'রতে এসেছে—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে সেনাবাসে সংবাদ দিন—নাগরিকগণকে সংবাদ দিন—যান ছুটে যান—কাশ্মীরের গৌরব রক্ষা করুন—

নাগরিক। তুমি বলছ কি বাছা! গৌড় আবার কে? সে কেন আসবে আমাদের বিজয়-স্তম্ভ ভাঙ্গতে?

চম্পা। সে অনেক কথা—সে সব ব'লবার সময় নেই—আমায় অবিশ্বাস ক'রবেন না—যান, সত্বর যান—নাগরিকগণকে সংবাদ দিন—কাশ্মীরের সম্মান রক্ষা করুন—

নাগরিক। তুমি বলছ কি বাছা! আহাহা! কড়া বাঁধনে দেখছি তোমার মাথায় রক্ত উঠেছে—তুমি ব'স বাছা—আমি জল নিয়ে আসছি—

চম্পা। জলের কোন প্রয়োজন নেই—যান ভদ্র, সত্বর যান—

নাগরিক। কোথায়?

চম্পা। সেনাবাসে—

নাগরিক। কেন?

চম্পা। বলেছি ত গৌড় কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গতে এসেছে—

নাগরিক। আরে ম'ল—গৌড়—গৌড় ত ক'রছ। কে সে? সে কেন এসেছে আমাদের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গতে? তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?

চম্পা। বলেছি ত সে অনেক কথা—সে সব বলবার সময় নেই।

নাগরিক। তা বাছা সে সব না জেনে না শুনে এই পাকাচুল মাথায় ক'রে আমি তোমার সঙ্গে নাচ্‌তে পারব না। কোথাকার লোক সে, তার বাপপিতেমোর নাম জানি না—কোন দিন চোখে দেখিনি—কোন খোঁজ জানি না—আমি যে তোমার সঙ্গে মিলে একটা হল্লা ক'রব—তা পারব না।

চম্পা। বেশ, যাও বৃদ্ধ—নিজের কাজে যাও! কাশ্মীরী যে যেখানে আছ—এস—ছুটে এস—সশস্ত্র হ'য়ে ছুটে এস—কাশ্মীরের সম্মান যায়—গৌরব যায়—কীর্ত্তি যায়—

[বেগে প্রস্থান।

নাগরিক। হুঁ—তাই বল। সাধে কি আর অমন কাঁচা বয়সে রাস্তার মাঝে মুখ বেঁধে রেখে গিয়েছে! কত রকমের পাগলই যে দেখলাম!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশ্মীর-প্রান্তর : ভগ্ন বিজয়স্তম্ভের পাদদেশ।

শবস্তূপের মাঝে বিজয়-স্তম্ভের একখানি ভগ্ন প্রস্তর হস্তে রক্তাক্ত কলেবর জয়ন্ত দণ্ডায়মান।

জয়ন্ত। কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ করেছি—কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ,

ললিতাদিত্য।

ললিতাদিত্যের বিজয়স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড করে ভূমিসাৎ করেছি—এই তার সাক্ষী। কিন্তু আমার সেই প্রিয় সহচরগণ আমার আদেশে যারা মরণের বুকে অম্লানবদনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তাদের এই দূর কাশ্মীরে, কাশ্মীরীগণের প্রচণ্ড আক্রমণের অনলে এই বিজয়স্তম্ভের পাদমূলে আহুতি দিয়েছি। জানিনা আমি কেন বেঁচে রইলাম! জানিনা কোন দুর্ভেদ্য কবচ সহস্র উদ্যত কৃপাণের শোণিত-লালসা থেকে এ বুকখানাকে রক্ষা করেছে। মরণের কোলাহল যখন স্তব্ধ হ'য়ে এল—রণোন্মাদনা ধীরে ধীরে টুটে গেল—তখন এই প্রান্তরের পানে তাকিয়ে দেখলাম—শূন্য প্রান্তর—জন মানবের সাড়া নেই—শব্দ নেই—শুদ্ধ রাশি রাশি শবস্তূপের মাঝে আমার প্রিয় সহচরগণ অমরবাঞ্ছিত বীরশয্যায় শয়ন ক'রে চিরশান্তি উপভোগ ক'রছে—আর তাদের অলৌকিক বীরত্বের সাক্ষীস্বরূপ—অপার্থিব আত্মত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মাটীতে লোটাচ্ছে। মায়ের আদেশ পালন করেছি—খুল্লতাতের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি—কিন্তু আমার দেহ যেন ক্রমেই অবশ হ'য়ে আসছে—রক্ত মোক্ষণে দেহ দুর্ব্বল নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে—পারব ত এই বিজয়স্তম্ভ ধ্বংসের সংবাদ গৌড়ে বয়ে নিয়ে যেতে—পারব ত এই প্রস্তর উপহার জননীর পদতলে উপঢৌকন দিতে! প্রাণ দৃঢ় হও—গৌড়ে এই দেহটাকে পৌঁছে না দিয়ে তোমার মুক্তি নেই—চল পদ, প্রাণপণে ছুটে চল।

(বেগে প্রস্থানোদ্যত ও সম্মুখ হইতে জয়াপীড়ের উন্মুক্ত কৃপাণ করে প্রবেশ)

জয়াপীড়। কোথায় পালাবি দস্যু কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য অপহরণ করে—কাশ্মীরের সজাগ প্রহরী বিনিদ্র নয়নে এখনও জেগে আছে! মূর্খ, সর্পের বিবরে প্রবেশ করেছিস তার মস্তকের মণি আহরণ ক'রতে! মরণকে আলিঙ্গন ক'রে এইবার তোর দুঃসাহসের যোগ্য পুরস্কার গ্রহণ কর।

জয়ন্ত। মরণসমুদ্র সাঁতার দিয়ে হেলায় পার হয়ে এসেছি জয়াপীড়—তার গভীরতম তলদেশ অন্বেষণ ক'রে এই দেখ মাণিক তুলেছি—ঐ দেখ চূর্ণ করেছি—ধূলিসাৎ করেছি—কাশ্মীরের গৌরবস্তম্ভ খণ্ড খণ্ড করেছি—

জয়া। কাশ্মীরকে হত্যা করে কোথায় পালাবি রাক্ষস? তোর বুকের রক্তে আমি আবার এই মৃত কাশ্মীরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রব—তোর হৃৎরক্তে আমি আবার এই বিজয়স্তম্ভ গ'ড়ব—

(উভয়ে আক্রমণোদ্যত হইলেন—ঠিক সেই সময় ললিতাদিত্য মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—

জয়া। কে? সম্রাট! সম্রাট—সম্রাট বলছ কি! ক্ষান্ত হব! ঐ দেখ সম্রাট, ঐ দস্যু আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া, আমাদের সাধের বিজয়স্তম্ভ—কাশ্মীরের স্বর্ণচূড়া চূর্ণ করেছে—এখনও বলছ তুমি ক্ষান্ত হ'তে!—সরে যাও—সরে যাও সম্রাট—আমি ঐ রাক্ষসের হৃদয়-শোণিত দিয়ে আবার ঐ বিজয়স্তম্ভ গ'ড়ব।

ললিত। জয়াপীড়! জয়ন্ত আমাদের পরম মিত্র—আমাদের অতিথি—

জয়া। মিত্র! হাঁ মিত্র—পরম মিত্র—যেমন মিত্র তুমি কাশ্মীরের! স্বদেশদ্রোহী সম্রাট, এখনও এস্থান ত্যাগ কর নইলে তোমার বুকেও এ তরবারি বসিয়ে দিতে আমি দ্বিধা ক'রব না—

ললিত। পারবে—পারবে তুমি জয়াপীড়—বেশ, এস, এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি—দাও তোমার তরবারি আমার বুকে বিঁধিয়ে—

জয়া। ওঃ—সম্রাট, একদিন যে তোমাকে প্রভু বলে অভিবাদন করেছি, কাশ্মীরের অধীশ্বর বলে একদিন যে তোমার চরণ তলে আভূমি মস্তক আনত করেছি—হাত যে কেঁপে যায় সম্রাট—সম্রাট—সম্রাট—দোহাই তোমার—সরে যাও—সরে যাও—যদি মানুষ হও তবে আমার

হৃদয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে ঐ দুরাত্মার বক্ষরক্ত পান ক'র্‌তে দাও—সম্রাট, পিপাসা—দারুণ পিপাসা—রক্ত চাই—রক্ত চাই—

ললিত। জয়াপীড়, প্রকৃতিস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও—

জয়া। প্রকৃতিস্থ হব—প্রকৃতিস্থ হব সম্রাট! লক্ষবীরের জীবনব্যাপী সাধনার ধন চোখের সম্মুখে অপহৃত হ'ল—জন্মভূমির গৌরব-সূর্য্য কালরাহুতে গ্রাস ক'র্‌ল—কাশ্মীরের স্বর্ণচূড়া আমরা জীবিত থাকতে চূর্ণ হ'ল—প্রকৃতিস্থ হব সম্রাট! ওঃ সম্রাট—কাশ্মীর-সন্তান দেহের পর দেহ সাজিয়ে গগণস্পর্শী করে তাদের যে কীর্ত্তি-মন্দির রচনা করেছিল—এক এক ফোঁটা করে হৃদয়ের তপ্ত রুধিরে সাগর তৈরী করে যাকে স্নান করিয়ে পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল—সম্রাট, এ যে কাশ্মীরের সেই স্বর্ণচূড়া—

ললিত। বৃথা আক্ষেপ ক'র্‌ছ জয়াপীড়! কোথায় কাশ্মীরের সেই বিজয়স্তম্ভ! তাকে যে আমি সেই দিন নিজ হাতে চূর্ণ করেছি—যেদিন আশ্রিত অতিথি গৌড়েশ্বরকে অভয় দিয়ে নিষ্ঠুর নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করেছি। তার প্রাণ ছিল শৌর্য্য, সে প্রাণ বলি দিয়েছি আমি সেই দিন যে দিন ঘাতকের খড়্গ এই হাতে তুলেছি। জয়ন্ত যে পাষাণ-স্তূপ চূর্ণ করেছে—এ ত আমার বিজয়-স্তম্ভ নয়—এ আজ একটা কলঙ্কের কুহেলিকা—এ আজ একটা পাহাড়ের কঙ্কাল, নিষ্প্রাণ। প্রাণহীন শবদেহের কোন মূল্য নেই—সে কেবল দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে—ব্যাধি আনয়ন করে তাকে ধ্বংস করাই কর্ত্তব্য।

জয়া। ওঃ—গেল—কাশ্মীরের সম্মান গেল—কীর্ত্তি গেল—গৌরব গেল। তবে আর এ প্রাণের প্রয়োজন কি—কেন আর বৃথা এ জীবনভার বইব! সম্রাট, আর আমার বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই—

(বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

ললিত। জয়াপীড়—জয়াপীড়—সখা—ভাই—কাশ্মীরের প্রকৃত বন্ধু—জন্মভূমির আদর্শ ভক্ত—কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে! ও হো হো—আমি যে

তোমাকে নিয়ে আবার নূতন কাশ্মীর গ'ড়বার কল্পনা করেছিলেম—কত আশা ছিল আমার—যে আবার নূতন করে কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা ক'রব—সব কল্পনা আমার আকাশ কুসুমে পরিণত করে কোথায় যাও বন্ধু—

জয়া। কাশ্মীর—আমার সাধের কাশ্মীর—জন্ম জন্ম যেন আমি তোমার কোলে আশ্রয় পাই। (মৃত্যু)

ললিত। জয়ন্ত—জয়ন্ত—দেখত এ নিদ্রা না চিরনিদ্রা!

জয়ন্ত। (নতজানু হইয়া) হে স্বদেশ প্রেমের একাদর্শ! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মত স্বদেশ-প্রেমিকে আমার গৌড় যেন পূর্ণ হয়।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়-প্রাসাদ—কক্ষ।

বিজয় ও গুপ্তচর।

গুপ্তচর। মদন সরদার দক্ষিণ দিকে লুটপাঠ আরম্ভ করেছে। তার ভয়ে দিন দুপুরেও কেউ রাস্তায় বেরুতে সাহস পাচ্ছে না।

বিজয়। আর মানিক পালোয়ান?

গুপ্তচর। কুমারের অভয় পেয়ে সামান্তে আড্ডা গেড়ে সে সহরের বুকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে। তার নামে সহরময় হাহাকার উঠেছে—দোকান পাঠ হাট বাজার ব্যবসা বাণিজ্য সব একেবারে বন্ধ; লোকে না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ছে তবু সাহস করে ঘরের দরজা খুল্‌ছে না।

বিজয়। চমৎকার! মানিক পালোয়ানকে বলো যে তার কাজে আমি খুব খুসী আছি। তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।

গুপ্তচর। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যত)

বিজয়। হাঁ, আর দেখ, গোপাল সরদারকে মাণিক পালোয়ানের সঙ্গে এক যোগে কাজ ক'র্‌তে বলো।

গুপ্তচর। গোপাল সরদার সহরে আস্‌তে সাহস পাচ্ছে না।

বিজয়। কেন! কার সাধ্য আমার শরণাগতের কেশাগ্র স্পর্শ করে। না—না—তাকে বলো যে, তার কোন ভয় নেই। সহরের উপর যত বেশী অত্যাচার হবে—সামন্তগণ তত বেশী উৎপীড়িত হবে। তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে?

গুপ্তচর। না কুমার।

বিজয়। উত্তম। যাও—(গুপ্তচরের প্রস্থান) রাজ্যময় আগুন জ্বালাব—সারা দেশটাকে এমন অরাজক করে তুলব যে প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—সামন্তগণ জর্জ্জরিত হ'য়ে ধৈর্য্য হারাবে। "মহারাণী আমাদের জননী!" দেখব একবার যে জননী মহারাণীর সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে কত অত্যাচার তারা নীরবে সহ্য ক'র্‌তে পারে—এই রাজাহীন রাজ্যে কত রজনী তারা বিনিদ্র যাপন ক'র্‌তে পারে। বড় আশা করেছিলেন মা যে তাঁর আদরের জয়ন্ত ললিতাদিত্যের বিজয়-স্তম্ভ ভঙ্গ করে কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে সগৌরবে গৌড়সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'র্‌বে। কত মাস কেটে গেল—বর্ষ পূর্ণ হ'তে চল্‌লো—জয়ন্তের কোন খোঁজ নেই। গৌড়-সিংহাসন তার প্রতীক্ষায় শূন্য। দেখা যাক, সামন্তগণ আর কতদিন জয়ন্তের প্রতীক্ষায় এ সিংহাসন এমনি শূন্য রাখ্‌তে পারে।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। সামন্তগণ, কুমারের দর্শনপ্রার্থী—

বিজয়। সামন্তগণ দর্শনপ্রার্থী! এত শীঘ্র! এতটা যে আমি আশা ক'র্‌তেও পারি নি। মানিক পালোয়ান তাহলে আমার অভয় পেয়ে সাধ মিটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে! (প্রকাশ্যে) সসম্মানে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান) ওঃ কি চমৎকার চালটাই চেলেছি এই তিনটে ডাকাতকে হাত করে। এত ষড়যন্ত্র—এত আয়োজন—দেখা যাক। ঐ সামন্তগণ আস্‌ছে—একটু ভাবের উপর থাক্‌তে হয়। (বিমর্ষভাবে উপবেশন)

(সামন্তগণের প্রবেশ।)

১ম সাঃ। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন কুমার—

বিজয়। দেখি কত দিনে তোমরা আমায় মহারাজ বলে অভিবাদন কর। (প্রকাশ্যে) কে? ওঃ—সামন্তগণ—আপনারা! আসুন—সব কুশল ত?

১ম সাঃ। আর কুশল! কুমার, মান সম্ভ্রম নিয়ে গৌড়ে বাস করা যে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল।

বিজয়। কেন—কেন? হয়েছে কি?

১ম সাঃ। দ্বিপ্রহরের স্পষ্ট দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে পথিককে হত্যা ক'রে নির্ভয়ে দস্যু তার সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রছে—গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ ক'রে তস্কর তার ধনরত্ন অবাধে হরণ ক'রছে—রাজ্যের শোভা সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হয়েছে—কৃষি শিল্প লুপ্ত—ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ—রাজপথ জনশূন্য—অরাজক—একেবারে অরাজক—কুমার! সোনার গৌড় আজ শ্মশান—

বিজয়। আর না—আর না—আর শুনতে পারি না—সামন্তপ্রধান! ক্ষান্ত হ'ন—ক্ষান্ত হ'ন—ওঃ—কেন এই সব শুনবার জন্য আমি বেঁচে আছি! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিলেন—পরে বলিতে লাগিলেন) সামন্তগণ, আমার পরলোকগত পিতৃদেব যখন এই সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তখন এই সোনার গৌড় ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির স্ফুট-সৌন্দর্য্যে হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উৎসব-মন্দিরে পরিণত হয়েছিল—একটা প্রাণময় মহাশান্তি দিবারাত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকত—ওঃ—গৌড়ের সে কি সুদিনই গিয়েছে!

১ম সাঃ। সত্য বলেছেন কুমার—গৌড়ের সে কি সুদিনই গিয়েছে—

বিজয়। দৈন্যের আর্ত্তনাদ ছিল না—দুর্ভিক্ষের ভ্রূকুটি ছিল না—মানীর অমর্য্যাদা ছিল না—কুলললনার লাঞ্ছনা ছিল না—দস্যু তস্করের উপদ্রব ছিল না—আর আজ? বৃথাই আমি ভূপালসেনের পুত্র হ'য়ে জন্মেছি—সামন্তগণ, আমি আর অশ্রুসংবরণ ক'রতে পারছি না—ও হো হোঃ—

১ম সাঃ। শুধু অশ্রুপাত ক'রলে হবে না কুমার—এর প্রতিকার ক'রতে হবে।

২য় সাঃ। আমরা আপনার শরণাগত কুমার—আমাদের রক্ষা করুন।

বিজয়। আমাকে আর কেন এর মধ্যে টেনে নিতে চান—কাশ্মীর থেকে এসে জয়ন্ত যা হয় ক'রবে।

৩য় সাঃ। কতদিন আর তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে এই উৎপীড়ন আমরা সহ্য ক'র্‌ব কুমার!

৪র্থ সাঃ। না, তাঁর প্রতীক্ষা ক'র্‌বার মত ধৈর্য্য আর আমাদের নেই। তিনি আসুন বা না আসুন—আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

১ম সাঃ। আমাদের রক্ষা করুন কুমার—এর প্রতিকার করুন—

বিজয়। প্রতিকার ক'র্‌ব!

২য় সাঃ। হাঁ কুমার—প্রতিকার করুন—আমরা আপনার শরণাগত—

বিজয়। গৌড়ের অধিবাসী পূর্ব্বেও যাঁরা ছিলেন—এখনও তাঁরাই আছেন—সামন্তবর্গও ঠিক পূর্ব্বেরই মত আছেন—হাঁ, পূর্ব্বে রাজা ছিলেন—এখন সিংহাসন শূন্য! রাজা নেই—কাজেই প্রজার শাসন নেই—তাই এ বিশৃঙ্খলা। দেখুন সামন্তবর্গ, মস্তকের অভাবে দেহের যে অবস্থা হয় আপনাদের এ রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থাও তাই। যতদিন না আপনাদের ঐ শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হবে, ততদিন উৎপীড়ন আপনাদের সইতে হবে—ততদিন এ বিশৃঙ্খলা সমভাবে চলবে। আমার মনে হয়, দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

১ম সাঃ। বেশ, তা যদি হয়, তবে আপনাকে আমরা সিংহাসনে বসাব।

২য় ৩য় ৪র্থ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

১ম সাঃ। কুমার, আপনি গৌড়ের সিংহাসন গ্রহণ ক'রে এ অরাজকতা থেকে তাকে রক্ষা করুন।

বিজয়। সে কি সম্ভব হবে সামন্তপ্রবর!

১ম সাঃ। কেন হবে না কুমার। আমরাই গৌড়ের সামন্ত—যাকে ইচ্ছা আমরা সিংহাসনে বসাতে পারি—তার উপর আপনি আমাদের পরলোকগত মহারাজের পুত্র—

বিজয়। সামন্তগণ, আর একবার আপনারা আমাকে অভিষিক্ত ক'রতে গিয়েছিলেন—কই, পারেন নি ত—

১ম সাঃ। ক্ষমা ক'র্বেন কুমার—সেদিন শোকার্ত্তা মহারাণীর অনুরোধ আমরা উপেক্ষা ক'র্তে পারিনি—

বিজয়। এবারও যে মহারাণী অনুরোধ ক'র্বেন না' তা কিসে জান্লেন!

১ম সাঃ। আমরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা করে নেব।

বিজয়। আমার রাজ্যগ্রহণে মহারাণী কখনও সম্মত হবেন না। দেখ্লেন না—পাছে আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে জয়ন্তের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা না করেন এই ভয়ে মহারাণী মুকুটখানা পর্য্যন্ত নিজ কক্ষে আবদ্ধ রেখেছেন।

১ম সাঃ। তবে কি এইভাবে আমরা উৎপীড়িত হ'ব, আর মা হ'য়ে তিনি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্বেন।

বিজয়। সামন্তগণ, আমি ভেবে দেখলাম, আর আমার এর মধ্যে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। একবার যেরূপ লাঞ্ছিত হ'য়েছি,—তার উপর এখন এই অরাজক রাজ্যের সিংহাসন গ্রহণ করে একে সুনিয়ন্ত্রিত করাও,—গুরুতর দায়ীত্ব—না, সামন্তগণ, আমাকে আপনারা ক্ষমা ক'র্বেন।

১ম সাঃ। সে কি কুমার! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ভূপাল সেনের পুত্র আপনি—আপনি এ কথা বল্লে আমরা কোথায় যাব!

২য় সাঃ। কুমার, আমাদের পূর্ব্ব ব্যবহারে যদি আপনার অসন্তোষের কোন কারণ হ'য়ে থাকে—আমাদের ক্ষমা করুন। আজ আমরা বড় বিপন্ন—

৩য় ও ৪র্থ সাঃ। আমরা বড় বিপন্ন কুমার—

বিজয়। তা সত্য—যথার্থ ই আপনারা বিপন্ন। উত্তম, সামন্তবর্গ, আমি এ সিংহাসন গ্রহণ ক'র্তে পারি, যদি আপনারা আমার নির্দ্দেশমত কার্য্য ক'র্তে প্রস্তুত হ'ন।

১ম সাঃ। আদেশ করুন কুমার, আপনার আদেশে নরকের গর্ভে প্রবেশ ক'র্তে হলেও আমরা পশ্চাদপদ হব না—

বিজয়। শপথ ক'র্ছেন?

সকলে। হাঁ কুমার শপথ ক'র্ছি—

বিজয়। সকলে?

সকলে। হাঁ—সকলে—একবাক্যে

বিজয়। উত্তম, আপনাদের সৎসাহস দেখে আমি প্রীত হলেম। শুনুন মন্ত্রবর্গ, আপনারা মহারাণীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করুন—তাঁকে বলুন, যে "এই অরাজক বিশৃঙ্খল রাজাহীন রাজ্যে বাস করা আপনাদের পক্ষে নিরাপদ ও সন্তোষপর নয়! আপনারা হয় ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ভূপাল-সেনের পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাবেন, আর না হয় জন্মের মত আপনারা গৌড় পরিত্যাগ করে যাবেন।" বলুন দেখি আপনারা দৃঢ় ভাবে এই কথা মহারাণীকে—দেখি কি করে তিনি আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

১ম সাঃ। বেশ, আমরা বল্‌ব মহারাণীকে।

বিজয়। আমি আপনাদের পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সিংহাসন গ্রহণের সপ্তাহকাল মধ্যে যদি আমি এই সমস্ত অরাজকতা দমন ক'র্‌তে না পারি, এই সমস্ত উৎপীড়ন নিবারণ ক'র্‌তে না পারি তবে সপ্তাহ পরে এ সিংহাসন আপনাদের করে সমর্পণ করে আমি গৌড় পরিত্যাগ করে চলে যাব।

১ম সাঃ। এই ত ভূপাল সেনের পুত্রের যোগ্য কথা।

সকলে। জয়—কুমার বিজয় সেনের জয়।

বিজয়। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যেতে পারেন।

১ম সাঃ। কুমারের জয় হউক।

[অভিবাদনান্তে সামন্তগণ প্রস্থানোদ্যত।

বিজয়। বিলম্বে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে—(প্রকাশ্যে) সামন্তগণ, একটা কথা—কবে আপনারা মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চান? আমার ইচ্ছা যে সে সময় আমিও উপস্থিত থাকব।

১ম সাঃ। একটা শুভদিনে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য!

বিজয়। তা সত্য।

১ম সাঃ। তা হ'লে আমরা যত সত্বর সম্ভব দিন স্থির ক'রে কুমারকে সংবাদ দেব।

বিজয়। উত্তম। দেখবেন, বেশী বিলম্ব না হয়। এ অরাজকতা যত সত্বর দূরীভূত হয় ততই আপনাদের পক্ষে মঙ্গল। আচ্ছা, আসুন আপনারা। [সামন্তগণের প্রস্থান।

এত দিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সিংহাসনে বসবে জয়ন্ত— এই মায়ের ইচ্ছা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর-প্রাসাদ—সম্রাটের শয়ন-কক্ষ।

সুসজ্জিত শয্যা।

নিদ্রালস নয়নে ললিতাদিত্য পাদচারণা করিতেছেন।

ললিত। নিদ্রা স্বপ্ন আনে—স্বপ্ন বিভীষিকার ছবি আঁকে—কি ভয়ঙ্কর তার তুলনায় চিরজাগরণ সহস্রগুণে শ্রেয়। (ঝিমাইতে লাগিলেন— হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া যেন ঘুমকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন)—অভিশপ্ত নয়ন!—স্বচ্ছন্দ বিলাসে এখনও কি তুমি সুখ নিদ্রার আশা রাখ! এই সুরচিত শয্যা—ওঃ গৌড়সীমান্তের সেই কালরাত্রি—সে দিন!—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন—পরে সহসা চিৎকার করিয়া উঠিলেন) জয়াপীড়—জয়াপীড় হত্যা কর—হট্টাকে হত্যা কর—কুহকিনী সে—(জাগরিত হইয়া) এ কি স্বপ্ন! আবার স্বপ্ন! কই আমি ত ঘুমাই নি—এই ত জেগে আছি তবে কি জাগরণেও স্বপ্ন দেখা দিচ্ছে- জাগরণে স্বপ্ন! আমি পা

হইনি ত! (ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন ও পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পুনরায় ২।৪ বার পাদচারণা করিতে করিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন, সেই সময় চম্পা প্রবেশ করিল।)

চম্পা। বাবার কথা শুনলাম না—যেন কাকে চিৎকার করে ডাকলেন! একি! এত রাত্রে বিছানা ছেড়ে পায়চারি ক'রছেন! বাবা বাবা—(ললিতাদিত্যের কথা বলিবার যেন শক্তি নাই—নিদ্রাচ্ছন্ন নয়নকে জোর করিয়া যেন টানিয়া একটু চাহিয়া মাথা নাড়িয়া যেন ডাক শুনিলেন) এ কি ঘুমুচ্ছেন! ঘুমন্ত অবস্থায় পায়চারি ক'রছেন!—আশ্চর্য্য! এমন ত কখনও দেখিনি। (ললিতাদিত্যের নিদ্রা একটু গাঢ় হইয়া উঠিতেছে—তিনি ঢুলিতে লাগিলেন) ঘুমে ঢুলছেন—অথচ শয্যায় শয়ন না ক'রে!—এর কারণ? বাবার কি কোন অসুখ করেছে!

ললিত। (সহসা বলিয়া উঠিলেন) রক্ত—রক্ত—গ্রাস ক'রবে—ডুবিয়ে মারবে—পালাই পালাই—ছুটে পালাই (নিদ্রিতাবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন)

চম্পা। (ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া) বাবা—বাবা—ও কি ক'রছ বাবা! (ললিতাদিত্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন) বাবা—বাবা—কাঁপছ কেন—স্থির হও, স্থির হও—

ললিত। এঁ্যা—(চারিদিক দেখিয়া) তবে স্বপ্ন!

চম্পা। কি হয়েছে বাবা?

ললিত। (যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগিলেন) কিন্তু নিদ্রায় না জাগরণে!

চম্পা। তুমি ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পায়চারি ক'র্‌ছলে।

ললিত। যাক, তবে উন্মাদ হইনি (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন)—

চম্পা। বাবা, কত ঘুম পেয়েছে তোমার—চল শয্যায় শয়ন ক'রবে।

ললিত। শয্যায় শয়ন করে ঘুমুব!—আমি!! হাঃ হাঃ হাঃ—

ললিতাদিত্য।

(পরে সহসা) পারিস মা, শৌর্য্য ঐশ্বর্য্য সিংহাসন—যা কিছু অবশিষ্ট আছে সে সবার বিনিময়ে—পারিস মা আমাকে একটি রাত্রের স্বপ্নহীন সহজ স্বচ্ছন্দ গাঢ় নিদ্রা দিতে! যদি তা সম্ভব—(ললাটের উপর হাত বুলাইলেন) রাত্রি কত?

চম্পা। বাবা—তীর্থে যাবে?

ললিত। আমার এই কদর্য্য নিঃশ্বাসে তীর্থ যদি অপবিত্র হ'য়ে যায়।

চম্পা। তীর্থ কি কখনও অপবিত্র হয় বাবা, সেখানে যে দেবতারা বাস করেন। চল বাবা আমরা তীর্থে যাই, সেখানে জীবন্ত জাগ্রত দেবতার অভয়বাণী মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত করে দেবে—তোমার জীবনের মলিনতা দূর করে দিয়ে বিবেকের পাষাণ ভার কমিয়ে দেবে।

ললিত। প্রাণের কথা কয়েছিস মা—দিবারাত্র আমিও সেই কথাই ভাবছি—কিন্তু নিজের কাছেও সাহস করে প্রকাশ ক'রতে পারিনি। মা, যদি আমাদের সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়—

চম্পা। পিতা পুত্রীতে মিলে সেই রুদ্ধদ্বারের উপর আকুল হ'য়ে মাথা খুঁড়ব—কতক্ষণ দ্বার রুদ্ধ করে রাখ্‌তে পারবে!

ললিত। ঠিক বলেছিস্ মা। আমি যেন আশার আলোক দেখ্‌তে পাচ্ছি। চল্ মা, এখনই রওনা হব। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দরবার কক্ষ—শূন্য সিংহাসন।

অরুণা।

অরুণা। মাসের পর মাস কেটে গেল পথের দিকে তাকিয়ে, জয়ন্তের কোন সন্ধান নেই। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সে গিয়েছে একটা অসাধ্য সাধন

ক'র্‌তে। কবে ফির্‌বে—ফির্‌বে কিনা কে জানে! কতদিন আর এ ভাবে আমি তার সিংহাসন রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হ'ব! বিজয় ইন্ধন জোগাচ্ছে আর বিশৃঙ্খলার অনল দাউ দাউ করে গৌড়ময় ব্যাপ্ত হচ্ছে। সামন্তগণ—উত্তেজিত—অধৈর্য্য—অত্যাচারে ক্ষিপ্ত—সিংহাসন শূন্য রাখ্‌তে আর তারা সম্মত নয়। কি ক'র্‌ব? কেমন করে জয়ন্তের সিংহাসন আমি রক্ষা ক'র্‌ব—কি করে স্বামীর ঋণ পরিশোধ করে তাঁর অশান্ত আত্মাকে শান্ত ক'র্‌ব—

(বিজয়ের প্রবেশ।)

বিজয়। এই যে মা—

অরুণা। কে? ওঃ—কি চাই?

বিজয়। সামন্তগণ তোমার দর্শনপ্রার্থী—

অরুণা। কেন?

বিজয়। আমি কি করে জানব! তাদের জিজ্ঞাসা কর—

অরুণা। বিজয়, এ আবার কি—না, আচ্ছা, তাদের আস্‌তে বল। (বিজয়ের প্রস্থান) কে জানে আবার বিজয় কি নূতন চক্রান্ত করেছে! সার্থক পুত্র আমার!

(সামন্তদের সহিত বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম সাঃ। রাণী মা, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন—

অরুণা। দীর্ঘজীব হও সব—তারপর সামন্তগণ, কি প্রয়োজনে আমার দর্শন কামনা করেছ?

১ম সাঃ। এ রাজাহীন অরাজক রাজ্যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে মান সম্ভ্রম বজায় রেখে বাস করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় মা। আমরা জন্মের মত আজ গৌড় পরিত্যাগ করে যাচ্ছি—তাই যাবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছি মহারাণী।

নিভাবেন ।

বিজয়। এ কি বলছেন সামন্তবর্গ, আপনারাই গৌড়ের শোভ সম্পদ—আপনারাই গৌড়ের আশা ভরসা—আপনারা গৌড় পরিত্যাগ ক'রলে সোণার গৌড় যে শ্মশানে পরিণত হবে।

১ম সাঃ। সাধে কি আর দেশ ছেড়ে, পিতৃপিতামহের ভিটেমাটি ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে আজ আমরা যাচ্ছি কুমার। গৌড়ে যে আর আমরা কোন মতে টিক্‌তে পারছি না।

বিজয়। সামন্তবর্গ, এ সঙ্কল্প আপনাদের পরিত্যাগ ক'রতেই হবে—আমার অনুরোধ। গৌড় আপনাদের—কেন আপনারা যাবেন—তার চেয়ে যদি আপনাদের কোন অভাব অভিযোগ থাকে আপনারা স্বচ্ছন্দে আমার দয়াময়ী মায়ের নিকট ব্যক্ত করুন।

অরুণা। বিজয়---বিজয়—আর না—আর না—আর ও ভণ্ডামির প্রয়োজন নেই। আমি সব জানি—আমি সব বুঝতে পা'রছি—আমিই তোমার গর্ভধারিণী।

বিজয়। তুমি ত প্রতি কার্য্যেই আমার ভণ্ডামি দেখ্‌ছ। না, বাস্তবিকই আমি অভাগা। মায়ের কোলে সবারই আশ্রয় আছে—মায়ের নিকট সবারই সান্ত্বনা আছে—নাই কেবল সৃষ্টিছাড়া এই আমার।

অরুণা। সামন্তগণ, আরও কিছুদিন জয়ন্তের প্রতীক্ষায় তোমাদের থাকতে হবে।

৩য় সাঃ। তার চেয়ে আদেশ করুন মহারাণী আপনার সম্মুখে আমরা প্রাণত্যাগ করি—

অরুণা। সামন্তবর্গ, আমি সব জানি—সব বুঝতে পারছি।—যদি এত উৎপীড়ন আমার জন্য সয়েছ—আর একটা সপ্তাহ সামন্তবর্গ—তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা করো—

বিজয়! (জনান্তিকে) খবরদার—আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

১ম সাঃ। (জনান্তিকে) কি বল—একটা সপ্তাহ মাত্র—

৩য় সাঃ। (জনান্তিকে) কি বলছ! ততদিন যে আমাদের চিহ্নও থাকবে না। না—অত ধৈর্য্য আমার নেই। (প্রকাশ্যে) মহারাণী, আমরা স্থির সঙ্কল্প করে এসেছি যে হয় আজ আমরা কুমার বিজয়সেনকে সিংহাসনে বসিয়ে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর ক'রব—আর না হয় এই মুহূর্ত্তে জন্মের মত গৌড় পরিত্যাগ করে যাব।

অরুণা। কি বললে সামন্ত—তোমরা বিজয়সেনকে সিংহাসনে বসিয়ে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর ক'রবে!

৩য় সাঃ। হাঁ মহারাণী—আমরা কৃতসঙ্কল্প—

অরুণা। জান কি সামন্ত এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা কার রচনা? জান কি সামন্ত, কে এই সোনার রাজ্যে আগুন জ্বালিয়েছে—জান কি সামন্ত, কার উৎসাহে, কার প্ররোচনায়, কার আশ্বাসে আজ দস্যুতস্কর রাজধানীর বুকের উপর বসে অমানুষিক অত্যাচার ক'রতে সাহসী হচ্ছে?

১ম সাঃ। না মহারাণী—

৩য় সাঃ। তা যদি জান্‌তে পারতেম মহারাণী, তবে এই মুহূর্ত্তে আমরা সে দুরাত্মার শিরশ্ছেদ ক'রতেম—

অরুণা। উত্তম, তবে শোন সামন্তবর্গ, যার করে আজ তোমরা ব্যাকুল আগ্রহে তোমাদের রাজদণ্ড তুলে দিতে উৎসুক—যে তোমাদের অরাজক রাজ্যে শান্তি আনায়ন ক'রবে আশায় তোমরা উৎফুল্ল—সামন্তবর্গ, তোমাদের উৎপীড়ক—গৌড়ের উৎপীড়ক—সেই কুমার বিজয়সেন।

বিজয়। মিথ্যা কথা—

সামন্তবর্গ। সে কি!

অরুণা। শোন সামন্তবর্গ, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে, বিশৃঙ্খলায় ধৈর্য্য হারিয়ে, অনন্যোপায় তোমরা এই বিজয়সেনকেই সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হবে এই আশায় ঐ রাজবংশের কুলাঙ্গার দস্যু তস্করদের প্রশ্রয় দিয়ে

গৌড়ের অঙ্গে এই কালব্যাধি আনয়ন করেছে—এই সমস্ত অরাজকতাকে আহ্বান ক'রে ডেকে এনেছে—

(সামন্তগণ পরস্পরের সহিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন)

বিজয়। আমি আবার বল্‌ছি যে এ সমস্ত মিথ্যা কথা—

অরুণা। মিথ্যা কথা! বিজয়, আমার দিকে একবার তাকাও দেখি—আমার চোখের দিকে চেয়ে বল দেখি যে এ মিথ্যা কথা। ভেবেছ আমি চুপ করে বসে আছি—বিজয়, গুপ্তচরের নিকট আমি তোমার প্রতি কার্য্যের সন্ধান পাচ্ছি—

বিজয়। সর্ব্বনাশ! বেটী কি মন্ত্র জানে! (প্রকাশ্যে) সামন্তগণ, আমার আর বলবার কিছু নেই—মা যখন আমাকে এত বড় একটা অপবাদ দিয়েছেন—ওঃ আমার মত দুঃখী কে! এই জন্যই সামন্তবর্গ এর মধ্যে আমি আসতে চাইনি—শুদ্ধ আপনাদের অনুরোধে—

১ম সা। (জনান্তিকে) এ সব শুনছি কি হে—

২য় সা। (ঐ) এ সম্বন্ধে দস্তুর মত অনুসন্ধান করা দরকার—

৩য় সা। (ঐ) অনুসন্ধান! এর আবার অনুসন্ধান! এই মুহূর্ত্তে বিজয়সেনকে হত্যা ক'র্‌ব—

১ম সা। (ঐ) চুপ—চুপ—দেখ, খুব সম্ভব মহারাণীর কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তাহলে'ও আপাততঃ, অন্ততঃ, যতদিন না জয়ন্ত সেন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌ছেন, ততদিন বিজয়সেনকে সিংহাসনে রাখতে হবে—নইলে এ উৎপীড়নের স্রোত দিন দিনই বাড়বে—কি বল?

২য় সা। (ঐ) এ কথা মন্দ নয়।

৩য় সা (ঐ) আমার মত অন্য রকম। আমার মতে প্রশ্রয় না দিয়ে এ পাপকে এখানেই সমূলে উৎপাটিত করা কর্ত্তব্য।

১ম সা। (ঐ) তুমি একটু থামত বাপু—স্ত্রী কন্যা নিয়ে ত তোমার ঘর ক'র্‌তে হয় না। ও সব গরম মেজাজ দেখাবার সময় এ নয়।

অরুণা। সামন্তবর্গ, এখন বোধ হয় তোমরা সানন্দে এক সপ্তাহ জয়ন্তের প্রতীক্ষা ক'র্‌তে সম্মত হবে—

১ম সা। ক্ষমা ক'র্‌বেন মহারাণী, আমরা কুমার বিজয়সেনকে আজ অভিষিক্ত ক'র্‌তে চাই—

অরুণা। তবুও—তোমরা আমার কথা তা হলে অবিশ্বাস করেছ! সামন্তগণ—উত্তম, একটু অপেক্ষা কর— [প্রস্থান।

বিজয়। আপনাদের সৎসাহস দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। দেখলেন মায়ের ব্যবহারটা—

৩য় সা। ব্যবহার যে কার কি—

২য় সা। তুমি একটু থামত বাপু—

১ম সা। ঐ মহারাণী আসছেন।

(মুকুট লইয়া অরুণার প্রবেশ।)

অরুণা। সামন্তগণ, এই গৌড়ের রাজমুকুট, যার মাথায় ইচ্ছা আপনারা পরাতে পারেন; তবে আমার স্বামী ন্যায়তঃ এ সিংহাসনে অধিকারী ছিলেন না। আমার স্বামী রাজদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন জয়ন্তের অভিভাবক স্বরূপ, আশা করি এ কথা আপনারা বিস্মৃত হন নি।—ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ—এ সিংহাসন জয়ন্তেরই প্রাপ্য;—আমার কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি, আমার যা বক্তব্য তা আমি বলেছি—এই নিন আপনাদের রাজমুকুট—এখন যা আপনাদের অভিরুচি।

রাণী রাজমুকুট ১ম সামন্তের হাতে দিতে গেলেন—ঠিক সেই সময় নেপথ্যে জয়ন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—

"মা—মা—মা—"

অরুণা। এঁ্যা—এঁ্যা—ঐ—ঐ—ঐযে—ঐযে এসেছে—ঐযে আমার জয়ন্ত এসেছে—

(প্রস্তর হস্তে জয়ন্তের প্রবেশ।)

জয়ন্ত। মা—মা—তোমার আদেশ পালন করেছি—কাশ্মীরের বিজয়-স্তম্ভকে চূর্ণ ক'রে খুল্লতাতের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি—এই নাও মা—এই সেই বিজয়স্তম্ভের ভগ্নাংশ—

(অরুণার পদতলে প্রস্তরখণ্ড রাখিলেন।

অরুণা। জয়ন্ত—জয়ন্ত—পুত্র আমার—(জয়ন্তকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন) কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রব—কি বলে তোমায় সম্বর্দ্ধনা ক'রব—তুমি আমার বুকের আগুন নিবিয়েছ—পুত্র! দীর্ঘজীবি হও—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হও—

জয়ন্ত। কাশ্মীরের দর্প চূর্ণ করেছি—বিজয়স্তম্ভকে ধূলিসাৎ করেছি—কিন্তু মা আমার সহচরদের কাশ্মীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি—শুদ্ধ তোমার আশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচে আমার দেহ আবৃত ছিল বলে আমি বেঁচে ফিরে এসেছি—

বিজয়। খুব ভেল্কী খেলেছ জয়ন্ত—

জয়ন্ত। ভেল্কী!

বিজয়। নিশ্চয়। আমরা রমণী নই যে তোমার ঐ ভেল্কীতে ভুলে যাব। কয়েক মাস কোথাও লুকিয়ে ছিলে, আসবার সময় কোন পাহাড় থেকে একখানা পাথর তুলে নিয়ে এসেছ। কি প্রমাণ আছে তোমার যে তুমি সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ করেছ—কোথায় তোমার সাক্ষী যে এ প্রস্তর সেই বিজয়স্তম্ভের ভগ্নাংশ?

জয়ন্ত। সাক্ষী যারা ছিল তারা ত দেশে ফিরতে পারে নি। কাশ্মীরের মাটীতেই তারা বীরবাঞ্ছিত শয্যা গ্রহণ করেছে।

বিজয়। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

১ম সাঃ। এরূপ অসম্ভব ব্যাপার প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা বাস্তবিকই শক্ত।

বিজয়। কি জয়ন্ত, নীরব রইলে যে!—বল, কি প্রমাণ আছে তোমার যে তুমি সম্রাটের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ করেছ?

(চম্পার হাত ধরিয়া ললিতাদিত্যের প্রবেশ।)

ললিত। সম্রাট নিজেই তার সাক্ষী। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না, বিজয়সেন—

জয়ন্ত। কে—কে? সম্রাট—আপনি। এ যে আমি ধারণা ক'রতে পারছি না সম্রাট—

ললিত। তীর্থে এসেছি জয়ন্ত—

জয়ন্ত। তীর্থে এসেছেন!

ললিত। অনুতপ্ত অভিশপ্ত পাপী দেবতার চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রতে এসেছে জয়ন্ত—

জয়ন্ত। আপনার সম্মুখে মহারাণী—

ললিত। (রাণীর সম্মুখে নতজানু হইয়া) মা—করুণাময়ী!

অরুণা। জয়ন্ত, এই কি আমার স্বামিঘাতক সেই নিষ্ঠুর সম্রাট ললিতাদিত্য?

ললিত। সম্রাট নই মা, তোমার নিকট শুধু ললিতাদিত্য। মা—মা—আমার চোখের দিকে একবার তাকাও, দেখ, সেই অভিশপ্ত মুহূর্ত্তের পর থেকে এ চোখে নিদ্রা নেই—তন্দ্রা নেই;—আমার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরাও, দেখ অনুতাপের সুস্পষ্ট চিহ্ন সেখানে ফুটে রয়েছে—এই দেহ—এই কয়েক মাসে এ দেহের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে—মা—মা—বিকৃত মস্তিষ্কে অপরাধ করেছি—ক্ষমা চাইবার মুখ নেই, তবে একবার মনে কর মা, আজ যদি আমার মা জীবিত থাকতেন তবে সহস্র অপরাধে অপরাধী হয়েও যদি আমি তাঁর পায়ের উপর মা বলে লুটিয়ে পড়তেম, তিনি কি আমাকে দূর করে দিতে পারতেন! করুণাময়ী!

ললিতাদিত্য। আজ তোমার নারীহৃদয়ের নিকট আমি সেই মাতৃত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত—মা—মা—আমায় বিমুখ ক'র না—

অরুণা। না—না—তা—তা হবে না—হবে না—হত্যা—নৃশংস হত্যা—জয়ন্ত—যেতে বল—হবে না— (মুখ ফিরাইলেন)

ললিত। কোথায় আর যাব মা—ললিতাদিত্য বড় দুঃখী—বড় অভাগা—পরকালকে সে একেবারে হারিয়েছে—ইহকালে 'তুষানলে' জ্বলছে—মা—মা—করুণাময়ী'—দাও মা—ক্ষমা ভিক্ষা দাও—মুখ ফিরিয়ে প্রসন্ন নয়নে একবার চাও—

চম্পা। মা—মা—আমার বাবাকে যদি ক্ষমা না কর তবে তোমার পায়ের উপর আমরা পিতা পুত্রীতে মাথা খুঁড়ে মরব—দয়া কর মা—বাবা আমার বড় অনুতপ্ত—তাঁকে ক্ষমা করে শান্তি দাও—

অরুণা। ওঃ! কিন্তু—এ যে—এ যে—স্বপ্নেও যা ভাবিনি—স্বামী-ঘাতককে ক্ষমা ক'রব!—না—না—শরণাগত—অনুতপ্ত—পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ছে—মা বলে ডাকছে—ক'রব—আমি ক্ষমা ক'রব—হৃদয়—না—না—স্থির হও—মা বলে ডেকেছে—মা বলে ডেকেছে—ললিতাদিত্য—পুত্র—ক্ষমা—তোমাকে ক্ষমা ক'রলেম—সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রলেম—

ললিত। মা—মা—আজ আমার মাতৃহীন জীবন ধন্য হ'ল।

অরুণা। জয়ন্ত—বৎস, তুমি আমার স্বামীর অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করেছ—তুমি গৌড়ের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেছ—এই নাও বৎস, মায়ের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে এই রাজমুকুট তোমার মস্তকে ধারণ কর—

বিজয়। জয়ন্ত, ও মুকুটে হাত দিও না—আমার পিতার সিংহাসন আমার প্রাপ্য—

জয়ন্ত। মা?

অরুণা। তোমারই সিংহাসন বৎস—এস, আমি নিজ হাতে এ মুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে আমার স্বামীর অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করি।

বিজয়। খবরদার—

৩য় সাঃ। সাবধান বিজয়সেন, আপনার স্বরূপ মূর্ত্তি আর আমাদের অপরিচিত নেই। আপনার কলুষিত চরিত্রের পরিচয় পেয়েও অনন্যোপায় হ'য়ে এতদিন নীরবে আমরা সহ্য করেছি—কিন্তু আর না—আর আমরা সহ্য ক'রব না—যান, এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করুন—

অরুণা। দেখ্‌ছ বিজয়, যে মায়ের অভিশাপ ব্যর্থ হয় না। যাও হতভাগ্য পুত্র, জন্মের মত জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করগে'।

(বিজয়ের প্রস্থান)

(রাণী অরুণা জয়ন্তের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন)

সামন্তগণ। জয় গৌড়ের জয়—জয় গৌড়েশ্বরের জয়—

ললিত। জয়ন্ত, একাকী সিংহাসনে বসলে—সিংহাসনের আধখানা যে শূন্য থাকবে। এই লও—কাশ্মীরের অকৃত্রিম সৌহৃদ্যের নিদর্শন স্বরূপ—ললিতাদিত্যের আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচায়ক এই কাশ্মীরকুসুম—আমার কন্যাস্থানীয়া বড় আদরের চম্পাকে গ্রহণ কর—তোমার শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হ'ক—তোমাদের জীবন মধুময় হোক!

জয়ন্ত। সম্রাট! আপনার এ শ্রেষ্ঠদান আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

(জয়ন্ত ও চম্পা অরুণাকে প্রণাম করিলেন)

অরুণা। বৎস জয়ন্ত! আজ থেকে তুমি গৌড়ের আদিশূর।

যবনিকা পতন